

শ্মশান-ভস্ম

কাব্য

কায়কোবাদ

প্রণীত

জাহের উন্নিসা খাতুন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩৪৫ সন

মূল্য—॥৵০ দশ আনা মাত্র

প্রিন্টার :—মৌলভী আবুল খয়ের ছয়েফ উদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ছয়েফ উদ্দীন প্রেস,
খিলগাঁও :— পোঃ- পশ্চিমপাড়া (ঢাকা)।

ভূমিকা

"শ্মশান-ভস্ম" কবির এই শেষ জীবনের বড় আদরের কাব্য। এই কাব্য খানা লিখিবার সময় তাঁহার চক্ষের জল তিনি রোধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। বঙ্গ ভাষায় এরূপ একটী করুণ রসাত্মক কাব্য বা উপন্যাস আছে কিনা জানিনা। উর্দ্দু ভাষায় আছে "লায়লী-মজনু" ও "শিরি-ফরহাদ"। বঙ্গ ভাষায় আছে রমেশ দত্তের "মাধবী-কঙ্কণ" আর বঙ্কিম চন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" শরৎ চাটার্জ্জির "রমা" ও "দেবদাস" ও তারক নাথের "স্বর্ণ-লতা।" সে গুলিও এত করুণ রসাত্মক নহে।

কবি এই কাব্য খানা উপন্যাসের ভাবে লিখেছেন; ঔপন্যাসিকগণ গদ্যে উপন্যাস লিখিয়া যে রস ফুটাইয়া থাকেন, ইনি কবিতায় উপন্যাস লিখিয়া সেই রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ কি সার্থক হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক বর্গের উপরেই সে বিচার ভার সমর্পিত হইল। কোন কোন সাহিত্যিক বলিতে পারেন যে উপন্যাস কাব্যাকারে লিখিবার দরকার কি? আমরা বলি দরকার আছে। প্রাণের খবর লইয়া যাহা লেখনী-মুখে বাহির হয়, তাহা গদ্যই হউক, আর পদ্যই হউক, ভাবুক পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই কাব্য-রস উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কেননা রসাত্মক বাক্যই কাব্য; তা' গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, মানব মাত্রেরই তাহা হৃদ্য, মানব মাত্রেই তাহা পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ, তবে রুচি ভেদে কেহ'ব নিকট ভাল লাগিতে

পারে, আবার কাহার নিকট ভাল না ও লাগিতে পারে। কেন না ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ গদ্য ভাল বাসেন, কেহ পদ্য ভাল বাসেন, সকলের রুচি ত আর সমান নয়? আমাদের মতে কাব্যাকারে উপন্যাস লিখিতে কি কাব্যে উপন্যাসের চরিত্র ফুটাইতে কোন দোষ নেই। সাত সর্গের অধিক ও রাজ রাজড়াদের বর্ণনা সংবলিত কাব্যই মহাকাব্য। "প্রেমোদ্যান-ভস্ম" ত আর সে রূপ কাব্য নহে? এ আমাদের আসে পাশের ও সামাজিক নর নারীর চরিত্র লইয়া কাব্যাকারে উপন্যাস। কবি উপন্যাসের চরিত্র গুলি উপন্যাসের ভাবেই এই কাব্যে ফুটাইয়াছেন। ঔপন্যাসিক যেমন গদ্যে আমাদের সমাজের নর নারীর চরিত্র গুলি আঁকিয়া থাকেন, এই কবি ও তেমনি এই নূতন ধরণের কাব্যে তাঁহার আশে পাশের ও সামাজিক নর নারীর, এমন কি তাহার বন্ধু বান্ধবদের চরিত্র গুলিও উপন্যাসের মতই আঁকিয়াছেন ও আঁকিতেছেন। তাহার "প্রেমের জ্বালা" কাব্যে তাহারই বন্ধু বান্ধবদেব চরিত্র গুলি উপন্যাসের ভাবেই আঁকিয়াছেন। এ তাহার নূতন সৃষ্টি, তবে কথা এই—সেই চরিত্রগুলি কবি তাহাব তুলিকায় নিপুণ ভাবে আঁকিতে পারিয়াছেন কি না তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য্য। সে জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি কবির হিতৈষী ও সহৃদয় পাঠকগণ, তাহার এই উপন্যাসই বলুন আর কাব্যই বলুন, ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিচার করিবেন। দু'চার পাতা উল্‌টাইয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নহে। বলিতে কি, আমি আমার নারী হৃদয় লইয়া এই নারী-চরিত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক বস্তুতঃই মুগ্ধ হইয়াছি। চঞ্চল মতি—কুট নীতিপরায়ন, স্বার্থপর ও কামান্ধ পুরুষ গণ তাঁহাদের স্বজাতীয় কামুক ও প্রবঞ্চক হিমাংশু রঞ্জনের চরিত্র

পাঠ করিয়া লজ্জিত হইবেন কি গৌরবান্বিত হইবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

আমার মতে মহাকাব্য, ও এই শ্রেণীর কাব্য লিখা কবির বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে খণ্ড খণ্ড কবিতা ও সনেট লিখা সে রূপ শক্তির পরিচয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন নর নারীর চরিত্র গুলি একত্র সমাবেশ করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যে সে কবির কাজ নহে। খণ্ড কাব্য ও গীতি কবিতার উপাদান :— প্রেম, বিরহ, দয়েলা ও কোয়েলার ললিত ঝঙ্কার— পাপিয়ার মধুমাখা পিউ পিউ তান—ফুলের সুগন্ধি, ফুলেরই মত রমণীর সৌন্দর্য্য ও তাহাদের মন মাতানো সেই মুখের হাব ভাব পূর্ণ প্রেমের হাসি। কাব্যাকারে উপন্যাসে ত এ সব থাকিবেই,— তাহা ছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকার তাপদিগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মভেদী ও বিদ্যুতের জ্বালাময় ভীষণ হাহাকারও থাকা চাই। এই কাব্যে স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক হিমাংশু রঞ্জনের পূতিগন্ধময় কলুষিত চরিত্রের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে নলিনীমোহনের স্বর্গীয় পবিত্র ও নিষ্কাম চরিত্র।

অনেকেই ব'লে থাকেন কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য "মহাশ্মশান" ও "অশ্রুমালা"। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি; "মহাশ্মশান" ও "অশ্রু মালা" কবির প্রথম জীবনের লেখা, সুতরাং উহারা যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা আমি ও অস্বীকার করি নে। যে কাব্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসী, ঢাকা গেজেট, গভর্ণমেণ্ট গেজেট, মহাস্বদী, সন্তগাত, বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজের মুখ পত্র সারস্বতপত্র, প্রবাসী পত্রিকায় নরেন্দ্র নাথ লাহা এম্, এ. পি—আর—এস মহাকবি নবীন চন্দ্র বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যা-সাগর বাহাদুর প্রভৃতি মহারথীবৃন্দ একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন, সে কাব্যের

শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমি অস্বীকার করিলে সাহিত্যিকবৃন্দ ও জন সাধারণ তাহা শুনিবেন কেন? তবে এর মধ্যে আমার একটুকু কথা আছে সে কথাটা ঠিক কিনা. তাহা ও আমি জানি নে। কেন না আমি সমালোচক নহি, কাব্য বুঝিবার শক্তি ও আমার নেই, আমি একজন অশিক্ষিতা রমণী. তথাপি আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বঙ্গ ভাষায় **শ্মশান-ভস্মের** মত এরূপ করুণ রসাত্মক কাব্য আর দ্বিতীয় নেই। কবি অন্যান্য কাব্য না লিখিয়া যদি এক "শ্মশান-ভস্ম" লিখিয়া যাইতেন, তবু তিনি মহাশ্মশানের মহাকবি না হইলে ও অমর হইয়া থাকিতে পারিতেন।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাহারা "অশ্রু-মালা" "মহা-শ্মশান" কাব্য গুলি পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, আর যাহারা তাঁহাকে সোণার দোয়াত কলম ও জরির টুপি দিয়া অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কবির এই শেষ জীবনের অশ্রুর সহিত অবশ্যই অশ্রু মিশাইবেন। এরূপ আশা আমি করিতে পারি, তবে দুঃখের বিষয় তাঁহার সেই প্রধান ভক্ত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, যিনি সেই অভিনন্দন দেওয়ার প্রধান উদ্যোগী, তিনি আর ইহ জগতে নাই। তিনি সেই সোণার দোয়াত কলম ও জরির টুপি প্রস্তুত করিবার জন্য মোট ৩০০৲ তিন শত টাকার হিসাব ধরিয়া এবং নিজে ও নিস্বার্থ ভাবে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া বক্রী ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট চাহিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত কয়েক জন সমাজ হিতৈষী ও সহৃদয় সাহিত্যিক ব্যতীত অপর কেহ এই

সাহায্য দিতে অগ্রসর হ'ন নাই। * ইহা আমাদের সমাজের পক্ষে গৌরব কি অগৌরবের বিষয়, তাহা বলিতে পারি না, তবে কবির পক্ষে তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথাই ঘটে। যাহা হউক দ্বিতীয় উদ্যোগী কবির একান্ত ভক্ত ও সহৃদয় বন্ধু রাজসাহী—নওগাঁ গুয়ের অন্যতম জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট "চান্দনী চক" কাব্যের রচয়িতা উদীয়মান কবি কাজী মোহাম্মদ মোজাফ্ফর হোসেন খাকী। তিনি সেই অভিনন্দর পত্রটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন এবং কবিকে একটী স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার দিয়াছিলেন। তাহার সেই অভিনন্দন পত্র মহাশ্মশান কাব্যে প্রথম ভাগে সংযোজিত হইয়াছে। পাঠকগণ অবশ্যই তাহা পাঠ করিয়াছেন। কবির তৃতীয় হিতৈষী বন্ধু "কচিপাতা" ও "পোড়াজমি" রচয়িতা মৌলভী আবুল কালাম সুপ্রসিদ্ধ মোহাম্মদ সমসুদ্দীন সুরী।

---

* যাহারা সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :— মহাম্মদী সম্পাদক মৌলানা মহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ৫৲ টাকা মৌলানা এছলামাবাদী সাহেব ৫৲ মৌলভী নাজির আহমদ সাহেব ২৲ মৌলভী ছোলেমানখাঁ সাহেব ২৲ মিঃ মোহাম্মদ ইউনা খাঁ সাহেব ৫৲ মৌলভী আশরফ আলী খাঁ সাহেব ২৲ মৌলভী কয়েরোথ আহম্মদ নেজাম পুরী সাহেব ২৲ মৌলভী আলী আহাম্মদ ওলি সাহেব ২৲ মুন্সী আবদুল রহিম সওদাগর সাহেব সাতকনিয়া ২৲ মৌলভী তমিজর রহমান সাহেব ২৲ মোখদুমী লাইব্রেরী ১০৲ সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ১৩ বর্ষ ২৩ শ্রাবণ ১৩২৬ সাল "মহাকবি কায়কোবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কবির জীবনী সম্বন্ধে অনেকেই তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, এবং অনেকে তাঁহার জীবনী তাঁহাকেই লিখিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তন্মধ্যে "মোস্তফা-চরিত — উম্মুল কেতাব-কোরাণ শরিফের তফছির-সমস্যা সমাধান" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মাসিক মোহাম্মদীর সুযোগ্য সম্পাদক মৌলানা-আকরম খাঁ সাহেব ও সিল্‌ভার যুবিলী আছমত উন্নেসা M. E. স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু ক্ষেত্র মোহন চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণই প্রধান। কেন যে এই অনুরোধ, কবি ও তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া কাহার ও যে উপকার হইতে পারে, সে ধারণা ও কবির নেই। তবে কবি হিসাবে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে কবির জীবনীর সম্পূর্ণ ফটোই তাহার কাব্যের ভিতরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে লুক্কায়িত আছে। এবং তাহার কবিত্ব-শক্তি ও প্রেমের ভিতর দিয়াই ফুটিয়াছে। প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ—বেহেস্তের পারিজাত ফুল—বিধাতার অমূল্য দান। ইহার নিকটে পৃথিবীর "কোহিনূর" ও "রাজ-সিংহাসন" ও অতি তুচ্ছ। দুঃখের বিষয় অনেকেই এই প্রেমকে কামের দূতি (কুটনী) মনে করিয়া নিতান্ত কলুষিত ও হেয় করিয়া তুলিতেছে। ইতি ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৪৫।

পূর্ব্বপাড়া—কবি কুটীর
পোঃ :— আগলা (ঢাকা)

বিনীত:—
তাহের উন্নিসা খাতুন।

শুদ্ধি পত্র *

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	ভষ্ম	ভস্ম
৪	২৫	অস্পষ্ট ছাপা	রসে
১২	২৫	অস্পষ্ট ছাপা	যা'ক
১৪	১৩	সংস্পর্শ্বে	সংস্পর্শে
৬২	২০	অস্পষ্ট ছাপা	যা
৭৮	২	ফুলে	ফুলের
৮৭	১৮	অস্পষ্ট ছাপা	যেন
৯০	২১	অস্পষ্ট ছাপা	বসিলা
১০৬	১২	অস্পষ্ট ছাপা	পরী
১১৮	১১	বেড়ায়	বেড়াই
১২১	১৫	পরিয়া	পড়িয়া
১২৭	২৫	অস্পষ্ট ছাপা	কখনো
১২৮	১৫	খে'তে খে'তে	খে'তে না খে'তে
১৩০	১৩	অস্পষ্ঠ ছাপা	বলিয়া
১৫৩	১৯	অভাগ্য	অভাগা

---

* আমরা যথা সাধ্য অশুদ্ধ শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া দিলাম। প্রেসের দোষে কি প্রুফ দেখার দোষে আর ও যদি কিছু অশুদ্ধ দৃষ্ট হয়, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ শুদ্ধ করিয়া লইবেন।



হে বিভু করুণা-সিন্ধু অগতির গতি,
পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা পতিত-পাবন!
পাপার্ণবে ডু'বে মরি আমি মূঢ়-মতি,
তরাও আমারে প্রভু করিয়া ধারণ!

সারাটী জীবন আমি হেলায়—খেলায়
কেটেছি, তোমারে কভু করিনি স্মরণ!
এখন কি হবে মোর?—হায়-হায়-হায়,
পাপের কুহকে আমি ছিনু অচেতন!

কত না সুখের স্বপ্ন দে'খেছি তখন,
ভেঙ্গে গেছে আমার সে সাধের স্বপন!
এ প্রাণের দুঃখ দৈন্য ক'ব কার কাছে,
তুমি ভিন্ন এ জগতে কে আমার আছে

কায়কোবাদ

উৎসর্গ পত্র।

আমার প্রেম-নিকুঞ্জের সেই ফুটন্ত গোলাব-কলির কর-কমলে

প্রেয়সি, কোথায় তুই?—কেন রলি দূরে,
আসন রে'খেছি পে'তে—আয় হৃদি পুরে।
প্রেমের মন্দিরে যে'য়ে ধরা নাহি দিয়ে,
দূরে রে'খে—দূরে থে'কে কোন্ সুখ প্রিয়ে?
খেলাব বেড়াব দোহে ধরি হাতে হাতে,
কথা ক'ব, গান গা'ব র'ব এক সাথে!
নিশীথে ঘুমিয়ে র'ব ধরি তোর গলা,
স্বপন দেখিয়ে কভু হইব বিভলা!
প্রভাতে নিকুঞ্জে যাবি ফুল-রাণী বেশে,
নীহার গড়িবে মুক্তা তোর এলোকেশে,
ফুল তু'লে এ'নে তুই, ভ'রে দিবি ডালা,
আমি লো গাঁথিয়ে দিব প্রেমের এ মালা।
মালা গাঁথা হ'লে শেষ—চুমো দিব গালে,
কোয়েলা "মিলন" গাবে তমালের ডালে!

তোমারই—সেই

"কোবাদ"



শ্মশান-ভস্ম কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিডন্ ষ্ট্রীট-কলিকাতা; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারির বাসা]

কল্পনে লো, আয় তুই—বেঁধে সপ্ত সুরে
এ ভগ্ন বীণাটী মোর, দে আজি যুড়িয়া!
গাইব নূতন গীত, সারা বঙ্গ যু'ড়ে
কেঁদে যেন উঠে সবে, সে গান শুনিয়া!
সুর তুই দিয়ে যাবি সাথে সাথে মোর,
প্রেমের মদিরা খে'য়ে আমি র'ব ভোর!

ব্রজেন্দ্র * ভার্য্যারে ল'য়ে দ্বিতল প্রাসাদে
আলাপিছে বহু কথা, বিজন বাসিনী ‡
ভার্য্যা তার, এক দৃষ্টে চে'য়ে তার পানে

---

* ব্রজেন্দ্র কিশোর ব্রহ্মচারী

‡ বিজন বাসিনী দেবী, ব্রজেন্দ্র বাবুর স্ত্রী

কহিলা "মেয়ের কথা হয় কি স্মরণ?
বয়স্থা হয়েছে সে যে, দিন দিন দেহে
যৌবনের প্রভা তার হতেছে বিস্তার।
কেমনে এ মেয়ে ঘরে রাখিবে এখন?
বিবাহের চেষ্টা তার সময় থাকিতে
করা কি উচিত নহে? ক্রমে ক্রমে তার
বয়স হইলে বেশী, কে আর আসিবে
সে প্রৌঢ়া মেয়েকে তব করিতে বিবাহ?"
ব্রজেন্দ্র কহিলা "তার বিবাহের চেষ্টা
আমি কি ক'রেছি কম? না পেলে কোথাও
উপযুক্ত পাত্র, বল কি করিব আমি?
যেখানে প্রস্তাব করি, সেখানেই চাহে
অর্থ ও যৌতুক বহু, দরিদ্র হইয়া
কেমনে যৌতুক অর্থ করিব প্রদান
এতাধিক? অসম্ভব মোর পক্ষে ইহা।
আই, এ, পড়িতেছে হেম, * বি, এ, পাশ হ'লে
বিধাতার অনুগ্রহে, বহু ভাল ছে'লে
পে'তে পারি, সেই আশে র'য়েছি নিশ্চিন্ত।
আমাদের প্রতিবেশী নলিনী মোহন †
ভাল ছেলে. বিশেষতঃ পড়িতেছে এম্, এ
অবস্থা ও খুব ভাল, জমিদারী আছে,
পিতা তার দ্বারভাঙ্গার ছিলা ম্যানেজার।

* হেমলতা দেবী
† নলিনী মোহন চক্রবর্ত্তী

শৈশব হইতে সদা প্রাণের সহিত
হেমকে সে ভালবাসে, এই ছেলে আমি
হেমের লাগিয়া খুব ভাল মনে করি।"
বিজন বাসিনী তারে কহিলা আবার
"না না, ভুল তব, তুমি জাননা তা' হলে,
হেমকে সে ভালবাসে, মানি তাহা, কিন্তু
হেম তারে একটু ও ভাল নাহি বাসে
জানি আমি, দুজনের মুখে মিল আছে,
কিন্তু হেমলতা তব নহে অনুরক্ত
তার প্রতি মুহূর্ত্ত ও, প্রেম যারে বলে
সেই রূপ ভালবাসা, বাসেনা সে তারে।
দু'চক্ষে ও হেম তারে পারেনা দেখিতে;
কেননা সে তার সনে কথায় কথায়
করে তর্ক, কি করিবে, না পে'রে নলিনী
অবশেষে হার মানে, এইত অবস্থা
উভয়ের, তার সনে উদ্বাহ বন্ধনে
বাঁধ যদি, কন্যা তব হইবে না সুখী
জীবনেও, অতএব কর পরিহার
সে ইচ্ছা, অন্যত্র চেষ্টা কর যে'য়ে তুমি।"
এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া দুজনে,
বিজন বাসিনী গেলা আপনার কাজে,
ব্রজেন্দ্র কিশোর গেলা বাহিরে চলিয়া।

কিছুক্ষণ পরে এ'সে নলিনী মোহন
সুধাইলা "হেম কোথা?" বিজন বাসিনী

উত্তরিলা "দেখ য'য়ে ছাদের উপরে।"
নলিনী যাইয়া সেথা দেখিলা সে হেম
হেরিছে একাগ্র মনে সহরের শোভা
অনুপম, পার্শ্বে তার চণ্ডীদাস-কাব্য।
কাব্য খানা হাতে নিয়া কহিলা নলিনী
"তুমি দেখি সর্ব্বদাই বৈষ্ণব কবির
কাব্য গুলি কর পাঠ, দেখিনা তোমারে
পঠিতে কখনো হেম মুহুর্ত্তের তরে
আধুনিক কবিদের কাব্য গুলি আমি।"
উত্তরিলা হেমলতা "সত্য বটে ভাই,
ভাল যে বাসি নে আমি সে সকল কাব্য,
কেননা সে গুলি বঙ্গ সাহিত্য-মন্দিরে
অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে, পঠিনা সে জন্য,
একবার—দুইবার—তিনবার প'ড়ে
মর্ম্ম তার উদ্‌ঘাটন করা যে কঠিন,
ভাব তার লুক্কায়িত থাকে গুপ্ত ভাবে
শব্দ সমষ্টির দৃঢ় দুর্গের ভিতরে
অতি সন্তর্পণে, তারে করিতে বাহির
রীতি মত যুদ্ধ ভিন্ন নাহিক উপায়।
কাব্যের প্রসাদ গুণ—জাননা কি তুমি
সরলতা—প্রাঞ্জলতা—শ্রুতি মধুরতা,
যে কাব্যে এ গুণ নাই,—সে গুলি হেঁয়ালি।
রসাত্মক বাক্যকেই, কাব্য বলি আমি,
কবির মানস-জাত যেই পদাবলি
অলঙ্কারে সুসজ্জিত—সিক্ত নব রসে

পড়িলে যা পাঠকের হৃদয়-সরসে
রসের কমল ফুটে,—কাব্য বলি তারে।
গণিত ভূগোল আর জ্যোতিষ বিজ্ঞান
এরা ত স্বতন্ত্র বস্তু, এরা কাব্য নহে;
বিজ্ঞান আনি নে আমি কাব্যের ভিতরে
আনিলে তা' কাব্য-রস যায় শুকাইয়া,
থাকে না তাহাতে সেই মধুর আস্বাদ,
মাথা ঘামাইতে হয় কঙ্কর লইয়া।
ভে'বে দেখ মনে তুমি, কবির হৃদয়
ফুল ফল সুশোভিত কুসুম-উদ্যান
তরু-লতা সমাচ্ছন্ন; বৈজ্ঞানিক-হৃদি
তরু শূন্য—ছায়া শূন্য—শুষ্ক মরুভূমি।
তুলনা কি দিব তার,—বৈষ্ণব কবির
কাব্য গুলি রস পূর্ণ সুধা-নির্ঝরিণী।
ফিলসফি আছে বটে কাব্যের ভিতরে
এ কথা স্বীকার করি, দর্শন ব্যতীত
কবিদের কাব্য-রস ফোটেনা নিশ্চয়,
কেননা কবিরা সব প্রকৃতির শিষ্য,
প্রকৃতির কাছে তারা শিক্ষা পায় সদি,
আধুনিক কবি গণ পারে না লিখিতে
সরল প্রাঞ্জল কাব্য, তাদের কবিতা
কটমটি, মিষ্টি নহে, দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি
পড়িবার ইচ্ছা তাই হয় না আমার।"
হাসিয়া কহিলা তারে নলিনী মোহন
"ঠিক্ তাহা, মধুরতা নাহি তায় মাঝে

জানি আমি, কত গুলি কুকবি-অকবি
করিতেছে আস্ফালন এই গুলি নিয়ে।
ইহারা বোঝেনা কাব্য, মনে করে এরা
যা-ই লিখে সবি যেন কাব্য-মহাকাব্য।"



দ্বিতীয় সর্গ।

[কলিকাতা-কলেজ বিল্‌ডিং]

সুবৃহৎ দোতালার সিঁড়ি গুলি বে'য়ে
নামিতেছে হেমলতা, পার্শ্ব দিয়া তার
উঠিছে সে দোতালায় হিমাংশু * —নলিনী।
নলিনী কহিলা ডাকি "কোথা যাও হেম?"
উত্তরিলা হেমলতা নীচে দাঁড়াইয়া
"ডাকিছে নির্ম্মলা মোরে, যাই তার কাছে।"
হেমলতা চ'লে গেলে করিলা জিজ্ঞাসা
হিমাংশু "এ মেয়ে কার, কি পড়ে এখানে?"
নলিনী কহিলা তারে "ব্রজেন্দ্র বাবুর
কন্যা এটী, নাম এর হেমলতা দেবী;
আই, এ, পড়ে।" "বড় সুশ্রী এ মেয়েটী ভাই"
কহিলা হিমাংশু তারে মৃদু মৃদু হে'সে।
"দেহের গঠন এর অতি চমৎকার,
আঁখি দুটি কি চটুল, যেন সে মৃগাক্ষী,
পলকে মুনির মন করে সে হরণ।"
নলিনী শুনিয়া ইহা হইল বিরক্ত
মনে মনে, মুখ ফুটে কহিলা না কিছু।
হিমাংশু কহিলা পুনঃ "তব সনে এর
পরিচয় আছে বুঝি।" কহিলা নলিনী

* হিমাংশু রঞ্জন মুখার্জ্জি, ব্যারিষ্টার অবনীকান্ত মুখার্জ্জির পুত্র

"আমাদের গ্রামবাসী, পরিচয় আছে
শৈশব হইতে, খেলা করিতাম মোরা
এক সঙ্গে পল্লী মাঝে, কলিকাতা এ'সে
এখানে ও এক ষ্ট্রীটে বাসা আমাদের,
সর্ব্বদাই যাই আমি ইঁহাদের বাড়ী।"
হিমাংশু কহিলা পুনঃ "আজ অপরাহ্নে
কলেজ ছুটির পর নিয়া যে'ও মোরে
এদের বাসায়, আমি করিব আলাপ
ইঁহাদের সনে যে'য়ে, মেয়েটীকে মোর
বড় ভাল লাগে ভাই।" কহিলা নলিনী
"যে'ও তবে আজি তুমি আমার বাসায়
তোমাকে লইয়া আমি যাইব সেখানে।"
হিমাংশু কহিলা পুন' "বিবাহ ইহার
হ'য়েছে কি?" উত্তরিলা নলিনী তাহারে
"বিবাহ হলে কি আজ আমাদের সনে
একপ স্বাধীন ভাবে করিত আলাপ?
অথবা সে কলেজে কি যাইত পড়িতে?
কখনই স্বামী তারে দিতনা ছাড়িয়া
চলিতে স্বাধীন ভাবে যার তার সনে।
আমার সহিত সে যে গেছে কতদিন
সিনেমায়—থিয়েটারে—ইডেন গার্ডেনে।"
হিমাংশু কহিলা তারে "শিক্ষিতা মে'য়েরা
এ সব মানে না কিছু, অধীনতা তারা
বড়ই খারাপ জানে, স্বাধীন জীবন
তাহাদের বাঞ্ছনীয়, তাই চলে তারা

সতত স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে।
তুমি যাহা বলিতেছ, অশিক্ষিতা গ্রাম্য
মেয়েদের সেই ভাব, কেহকে দেখিলে
ব্যাঘ্র সিংহ ব'লে তারা ভয় পে'য়ে মনে
অর্দ্ধ হস্ত ঘোমটা দিয়ে স'রে থাকে দূরে।"
নলিনী একথা শুনে হাসিতে লাগিলা,
কহিলা "বাঙ্গালী নও বোধ হয় তুমি?
বিলেতী মেমের কথা বলিতেছ দেখি।
লজ্জা না থাকিলে বল বাঙ্গালী মে'য়ের
সৌন্দর্য্য কি? —লজ্জাই যে সৌন্দর্য্য তাদের।
লজ্জাটীর আবরণে মৃদু হাসি-মাঝে
যে সৌন্দর্য্য, সারা বিশ্ব পাবেনা তা' খুঁজে,
শত সম্রাটের ধন—শত কোহিনূর
তুচ্ছ তার কাছে, বঙ্গ তরুণীর তুল্য
এত সুশ্রী—কোমলাঙ্গী—এত মধু ভরা
কোন রমণীই নহে, যত জাতি আছে
পৃথিবীতে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী যুবতী।"
হেন কালে হেমলতা সিঁড়ি গুলি বে'য়ে
উঠিতে লাগিলা পুনঃ দোতালার' পরে।
নলিনী কহিলা তারে "যাব আজি হেম
কলেজ ছুটির পর তোমাদের বাড়ী
আমার এ বন্ধুটীরে সঙ্গে নিয়ে আমি।"
হাসিয়া উত্তর তার দিলা হেমলতা
চোখে চোখে, মুখে মাত্র বলিলা সে "যে'ও"।
হিমাংশুর পাশ দিয়া চ'লে গেলা হেম

দেহের সৌরভ দিয়ে—সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে
গোলাব গুচ্ছের মত,—কে'ড়ে নিয়ে প্রাণ
হিমাংশুর, দাঁড়াইয়া আত্মহারা যুবা
দেখিতে লাগিলা কত প্রেমের স্বপন ;
হৃদি মাঝে কত কিছু ভাবিতে লাগিলা ;
হেমের সৌন্দর্য্য আর হাসি মুখ তার
হৃদয়ে অঙ্কিত হ'য়ে উঠিল ভাসিয়া
মুহূর্ত্তে—মুহূর্ত্তে তার নয়নের কোণে
প্রেমের অমিয় মাখা সোণালী স্বপন।



তৃতীয় সর্গ

[কলিকাতা—বিডন্ ষ্ট্রীট, ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

অপরাহ্ন ; হেমলতা বসি পাঠাগারে
করিতেছে অধ্যয়ন ; বিজন বাসিনী
বসিয়া অপর কক্ষে পঠিতেছে মরি
বাল্মীকির রামায়ণ, হেনকালে তথা
হিমাংশুরে সাথে নিয়ে আসিলা নলিনী।
প্রণাম করিয়া তারা ব্রজেন্দ্র বাবুর
ভার্য্যারে বসিলা যে'য়ে চৌকির উপরে।
নলিনী কহিলা তারে "তোমাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিতে মম বন্ধু এক জন
আসিয়াছে, তব সনে পরিচয় তার
ক'রে দিব আজি আমি, বেণে পুকুরের
সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার অবনী কান্তের
জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম এর হিমাংশু রঞ্জন
মুখার্জ্জি, ব্রজেন্দ্র বাবু চিনেন তাহারে,
এরা খুব বড় লোক, কলিকাতা এর
রাজ প্রাসাদের মত বহু অট্টালিকা,
বহু জমিদারী আছে, হেমের সহিত
আলাপ করিয়ে দেব, বাবু গেছে কোথা ?"
বিজন বাসিনী তারে কহিলা সস্নেহে
" বাহিরে চলিয়া গেছে, আসিবে শীঘ্রই,

তোমরা বসনা যে'য়ে কক্ষের ভিতরে।"
নলিনী কহিলা " যাই হেমের নিকটে,
সেই স্থানে ব'সে ব'সে গল্প করি যে'য়ে,
হিমাংশুরে ল'য়ে যুবা গেল সেই কক্ষে,
উভয়েই নমস্কার করিলা হেমেরে,
প্রতি নমস্কার দিয়ে হেমলতা দেবী
আসন দেখিয়ে দিলা বসিতে তাদেরে।
নলিনীর পানে চে'য়ে হাসি মুখে হেম
কহিলা " তোমার জন্য ভাবিতে ছিলুম
ব'সে ব'সে, এতক্ষণে এ'সেছ তোমরা।"
নলিনী কহিলা " কেন আমার লাগিয়া
ভাবিতেছ ব'সে ব'সে? কোন দিন তুমি
ভাব নি ত মোর কথা? আমি যাহা বলি
কর তুমি বিপরীত তার, আজ কেন তুমি
আমার লাগিয়া হেথা র'য়েছ বসিয়া?
বাহিরে চলিয়া তুমি গেলেই পারিতে?"
হেমলতা পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
" ইহার উত্তর আমি কি দিব তোমারে?
কলেজে বলিয়াছিলে বন্ধু সহ তব
আসিবে ছুটির পর আমাদের বাড়ী.
তাই ব'সে আছি, যদি যেতেম বাহিরে
হ'ত না কি অভদ্রতা? তুমিও বলিতে
ভদ্র লোক একজন তোমাদের বাড়ী
আসিবে জেনে ও তুমি গেছিলে বাহিরে।
যা'ক ও সকল কথা।" হেমলতা উঠে

চা এ'নে তৈয়ের করে দিলা ইঁহাদেরে।
চা খে'য়ে প্রফুল্ল মনে বসিয়া বসিয়া
নানা আলাপের পর কহিলা হিমাংশু
চাহিয়া হেমের পানে "বড়ই সৌভাগ্য
তব সনে পরিচয় হইল যে আজি।"
হেম ও কহিলা হে'সে "কলেজে তোমারে
প্রত্যহই দেখি আমি, আলাপ করি নি
পরিচয় নাই ব'লে।" নলিনী তাহার
পরিচয় প্রদানিয়া কহিলা তাহারে
"এ ছাত্রটী এম্, এ, পড়ে, খুব বড় লোক,
আমাদের সমপাঠী, কলিকাতা বাড়ী।"
হিমাংশুরে হেমলতা কহিলা হাসিয়া
"বড় সুখী হনু ভাই পরিচয় পে'য়ে
আমরা দরিদ্র লোক, তোমরা যে ধনী
ঘৃণা ক'রে আমাদেরে যে'ওনা ভুলিয়া,
আশা করি প্রত্যহই আসিবে এখানে
একবার, আমি প্রায় ব'সে থাকি হেথা
একা একা, সঙ্গী নাহি কেহ আলাপের।
সময়ে কাব্যাদি পড়ি, কলেজ হইতে
বাসায় আসিয়া মোর কাটেনা সময়
ব'সে ব'সে, কোন দিন পার্কে যাই চ'লে,
কভু বা পাইলে সঙ্গী ইডেন গার্ডেনে
অথবা গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসি।
নলিনী আসিলে হেথা, তারে ল'য়ে কভু
গল্প করি, তার সাথে বেড়াইতে যাই

নানা স্থানে,—থিয়েটারে কিংবা সিনেমায়
কখন বা চলে যাই মাতৃ দেবী সনে।"
এইরূপ আলাপাদি করিতে লাগিলা
দু'ও জন, ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল,
নলিনী কহিলা "হেম বড় সুখী হনু;
এক দিন আলাপেই আত্মীয়তা এত
জন্মে গেল তোমাদের" হেমলতা হে'সে
কহিলা তাহারে 'কেন দোষ কি তাহাতে?
আত্মীয়তা জন্মেই ত ভাল লোক হলে,
দুষ্ট লোক সনে কারো জন্মে না কখন
আত্মীয়তা, ক্ষতি করে সুবিধা সে পে'লে।
দুষ্ট লোক হ'তে দাদা দূরে থাকা ভালো,
তাদের সংস্পর্শে আত্মা হয় কলষিত।"

নলিনী কহিলা "থা'ক্, হিমাংশুরে আজ
শুনাও একটী গীত, কণ্ঠটী তোমার
বড়ই মধুর হেম, যে শোনে সে মুগ্ধ
হয় মুহূর্ত্তেই।" হে'সে হিমাংশু তখন
কহিলা "একটী গীত গাও হেমলতা,"
পিয়ানো আনিয়া হেম লাগিলা গাইতে
একটী সঙ্গীত ধীরে তন্ময় হইয়া
স্বর তার উঠে প'ড়ে সপ্তমে পঞ্চমে
প্রকৃতির প্রাণে দিল অমৃত ঢালিয়া।

তোমারি এ দান আমি *
পারিনে করিতে তুচ্ছ
হে প্রভু নিখিল স্বামি!
তুমি— দিয়েছ দুঃখ, দিয়েছ দৈন্য
সবি তা' নিয়েছি প্রভু
মাথায় তুলিয়ে আমি!

চ'লেছি নিয়ত সুদূরের পথে,
কে দিবে দেখিয়ে, কে বা আছে সাথে,
আমি— যাইব কেমনে, সে অচেনা দেশে
পথ না দেখালে তুমি!
হে প্রভু নিখিল স্বামি!

কত যে লাঞ্ছনা, কত যে গঞ্জনা
দিয়েছ আমারে তুমি!
সকলি তা' প্রাণে, সয়ে আছি প্রভু,
বলি নি কাহারে আমি!
আর কত কষ্ট দিবে মোর প্রাণে
এ ভাবে দিবস যামী!
সোজা পথ মোরে, দেখিয়ে দেও প্রভু
ক'রনা বিপথ গামী!
হে প্রভু নিখিল স্বামি!

* রাগ ভয়রোঁ।

দিনমণি ডু'বে গেছে, সন্ধ্যার প্রদীপ
দাসী এ'নে দিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।
নলিনী কহিলা হে'সে হিমাংশু রঞ্জনে
"তুমি ত সঙ্গীত শাস্ত্রে বড়ই ওস্তাদ,
বিশেষতঃ কণ্ঠ তব অতি সুমধুর
একটী সঙ্গীত তুমি শুনাও হেথা।"
হিমাংশু পিয়ানো সহ গাইতে লাগিলা

পেয়ালা ভরিয়া মোরে
কে দিবি আয়, দে রে এ'সে।
সাকীরে তোর পায়ে ধরি
আয় না রে তুই হে'সে হে'সে! *

গোলাবী নেশায় আমার
প্রাণ যে রে আজ মাতোয়ারা,
মিলনের ঐ রঙ্গিন স্বপ্নে
যাচ্ছি আমি কোথায় ভে'সে!

প্রেমের নেশায় মত্ত হ'য়ে
থাক্‌ব আমি ঘুমের ঘোরে!
ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিবে আমার
ঊষার স্নিগ্ধ সমীর এ'সে!

রাগিনী কালেংড়া

সরাবন্ তহুরা * নিয়ে
ঐ যে আমার প্রেমের রাণী,
চে'য়ে আছে আমার প্রাণে
বেহেস্তের ঐ দ্বার দেশে!

সঙ্গীত হইলে শেষ কহিলা নলিনী
"রাত্রি হ'য়ে গেছে, হেম যাই তবে আজ।"
উঠিয়া দাড়াল তারা, হিমাংশু কহিলা
"যাই তবে হেমলতা, ব'লনা কিছুই,
ক'রেছি অনেক ত্যক্ত এতক্ষণ ব'সে
তোমারে।" কহিলা হেম "এইরূপ ত্যক্ত
ক'র তুমি নিতি এ'সে; সুখী হ'ব আমি,
কাল ও এ'স, না আসিলে হইব দুঃখিত।"
নলিনী বাহির হ'ল, পশ্চাতে তাহার
চাহিয়া হেমের পানে, চোখে চোখে তার
কি জানি কি ব'লে তারে মৃদু মৃদু হে'সে
হিমাংশু ও বাহিরিলা। হেন কালে গৃহে
আসিলা ব্রজেন্দ্র বাবু, উভয়ে তাহারা
করিলা প্রণাম তারে, কহিলা ব্রজেন্দ্র
"ব'স এ'সে" উত্তরিলা নলিনী তখন
"এ'সেছি অ'নক ক্ষণ, লেখা পড়া আছে
যাই এবে" গৃহিণীরে করিয়া প্রণাম
গেলা চলি উভয়েই আপন আলয়ে।

* স্বর্গ সুধা

হিমাংশুর পরিচয় প্রদানি স্বামীরে
বিজন বাসিনী হে'সে অতি মৃদুস্বরে
কহিলা "ইহার সনে হেমের বিবাহ
দিতে পারিতাম যদি, তা হলে বড়ই
ভাল হ'ত, কেননা এ হিমাংশুর সনে
হেমের বড়ই ভাব, নলিনীরে হেম
পারেনা দেখিতে, সদা ঝগড়া কলহ
করে দু'ও জন, কিন্তু হেম ও হিমাংশু
উভয়েই অনুরক্ত উভয়ের প্রতি।"
ব্রজেন্দ্র কহিলা "ভাল দেখ চেষ্টা ক'রে।"
কন্যারে নির্জ্জনে ডে'কে করিলা জিজ্ঞাসা
বিজন বাসিনী তারে, "হিমাংশু ছে'লেটী
কেমন দেখিলে? আচ্ছা হিমাংশু-নলিনী
এর মধ্যে তুমি হেম ভাল বল কারে?"
"হিমাংশুকে মোর কাছে বেশী ভাল লাগে
নলিনীর চে'য়ে" হেম কহিলা মায়েরে।
"আচ্ছা হেম সে যখন আসে তোর কাছে,
তুই তারে ভাল রূপ করিস্ যতন,
ছেলেটী আমার কাছে বড় ভাল লাগে"
কহিলা হাসিয়া তারে বিজন বাসিনী।



চতুর্থ সর্গ

[কলিকাতা—গড়ের মাঠ]

অস্তোন্মুখ দিন-মণি,—সুবর্ণ কিরণ
উঠিয়াছে তরু শিরে, সোণালি কিরণে
রঞ্জিয়া গাছের পাতা, প্রাসাদের চূড়া।
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, কত জাতি ফুল
রয়েছে ফুটিয়া ক্ষুদ্র তরু শিরে শিরে
শ্রেণী মত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান ভিতরে।
পথি পার্শ্বে তৃণ দলে কি সুন্দর মরি
নানা বর্ণ পুষ্প গুলি; সান্ধ্য সমীরণ
সঞ্চরিয়া মৃদু মৃদু হিল্লোলে হিল্লোলে
জুড়াইছে বহু ক্লান্ত পথিকের মন।
কুসুম-কলিকা প্রায় অতি মনোহর
বালক বালিকা কত—ইংরাজ বাঙ্গালী
খেলিতেছে ইতস্ততঃ ছুটা ছুটি করি।
যুবক যুবতী কত করিছে ভ্রমণ
চারি দিকে, স্থানে স্থানে ষোড়শী বালিকা
—যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাবের কলি
অনাঘ্রাতা, মুগ্ধ সবে নিরখি তাহার'
অতুলিত রূপ রাশি সৌন্দর্য্য মাধুরী।
ফুট্‌বল ব্যাড্‌বল খেলিছে কোথাও
কত লোক স্থানে স্থানে ছুটা ছুটি করি।
চৌরঙ্গী রাস্তার ধারে মরি কি সুন্দর

বড় বড় মার্চেণ্টের অসংখ্য বিপণি,
সুসজ্জিত নানাবিধ সামগ্রী সম্ভারে।
লেড্‌লর † সুবৃহৎ অট্টালিকা এক
শোভিছে কিমনোহর, শীর্ষদেশে তার
একটী বৃহৎ ঘড়ী অতুল সুন্দর।
অভ্যন্তর নানাবিধ মনোহর দ্রব্যে
সুসজ্জিত শ্রেণীমত, দর্শক নিচয়
সায়াহ্নে আসিয়া হেথা দেখে দলে দলে।
তারি পার্শ্বে ফুট পাথে নানা জাতি লোক
আসিছে যাইছে, কত বালক বালিকা,
মিস মেম্ প্রৌঢ় বৃদ্ধা যুবক যুবতী
ভ্রমিতেছে, তারি ধারে গাড়ী ঘোড়া কত
ছুটিতেছে, কত ট্যাক্সি র'য়েছে দাঁড়িয়ে
এই স্থানে, মুখরিত জন-কোলাহলে
চারিদিক্, নিরখিলে জুড়ায় নয়ন।
অদূরে কি মনোহর সুউচ্চ প্রাসাদ
বহু স্থান ব্যাপী লাট সাহেবের বাড়ী,
গেটে গেটে সান্ত্রী তার দিতেছে পাহারা।
ঐই উচ্চ মনুমেণ্ট গড়ের এ মাঠে
কি সুন্দর, নিরখিলে কুতুবের * কথা
পড়ে মনে, চারিদিকে রয়েছে বসিয়া
কত লোক; স্থানে স্থানে অশ্বের উপরে

---

† হোয়াইট্‌ওয়ে লেইড্‌ল

* কুতুব মিনার

কত মানবের মূর্ত্তি—গঠিত প্রস্তরে।
কোথাওবা কোন মূর্ত্তি সমুন্নত শিরে
রয়েছে দাঁড়িয়ে এই সুশ্যামল মাঠে।
স্যার্জেন্ট কনেষ্টবল অশ্বে আরোহিয়া
শ্রাবণেতে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া
লোকদের গতি বিধি করি নিরীক্ষণ

অদূরে ব্রিটিস দুর্গ, সুরক্ষিত অতি;
নিম্নে তার গঙ্গা নদী যাইছে বাহিয়া

ভানুর কিরণ পড়ি ঝলিছে সুন্দর
ঝলমল্ করি যেন তরল কাঞ্চন।
নদী বক্ষে বহু নৌকা; থাকিয়া থাকিয়া
বৃহৎ অর্ণব যান ভোঁ—ভোঁ করিতেছে
সুদৃশ্য গঙ্গার ধারে নয়ন রঞ্জন।
অন্য তীরে শোভিতেছে হাওড়া নগরী,
শিবপুর, আরো কত পল্লী মনোহর।
বোটানিকেল্‌গার্ডেন মরি কত মনোহর
শিবপুরে, মাঝে তার কত পুষ্প তরু,
দেশী ও বিলেতী পুষ্প র'য়েছে ফুটিয়া
স্থানে স্থানে—নানাবর্ণ সেই তরু শিরে।
কত শত মহীরুহ শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পর শোভিছে সুন্দর
সে উদ্যানে, স্থানে স্থানে কৃত্রিম নির্ঝর।
একস্থানে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ এক

অতি রম্য, প্রসারিয়া বহু দীর্ঘ বাহু
যুড়িয়া অনেক দূর শোভিছে সুন্দর
সুবৃহৎ ছত্র প্রায়, শাখে শাখে তার
কত জাতি মনোহর পাখি গুলি ব'সে
করিতেছে কলরব, করি মুখরিত
এ উদ্যান, শাখা হ'তে উপশাখা বহু
উপজিয়া চুম্বিতেছে ধরণী শ্যামল!
এত বড় বট বৃক্ষ নাহি বঙ্গ দেশে।

অন্য পারে কলিকাতা সুদৃশ্য নগরী,
কত শত মনোহর অট্টালিকাগুলি
শোভিছে ইহার বক্ষে, ত্রিতল চৌতল
কত রম্য সৌধগুলি আপন গৌরবে
তুলি স্ব স্ব উচ্চ শির চুম্বিছে গগন।
কত পার্ক-কত কুঞ্জ-কত সরোবর
শোভিতেছে স্থানে স্থানে; হগ সাহেবের
সে নিউ মার্কেট মরি কত মনোহর।—
—অভ্যন্তরে শত শত সুরম্য বিপণি
সুসজ্জিত নানা দ্রব্যে নয়ন রঞ্জন।
রাত্রে ও দিনের মত শোভে এই স্থান
কি সুন্দর, রাশি রাশি আলোকের হারে।
কত রোড, কত লেন, কত রম্য ষ্ট্রীট
নগরীর চারিদিকে, অসংখ্য বিপণি
সুসজ্জিত নানা দ্রব্যে সড়কের ধারে।
গড়ের মাঠের পার্শ্বে গঙ্গার পুলিনে

ইডেন গার্ডেনে কত বালক বালিকা
যুবক যুবতী, প্রৌঢ়া—বহু নর নারী
ভ্রমিতেছে চারি দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
কেহবা বসিয়া কত করিছে আলাপ
বৃক্ষ অন্তরালে, কোথা প্রেমিক প্রেমিকা
আলাপিছে ব'সে ব'সে নিভৃত নির্জ্জনে
কুঞ্জ মাঝে; উদ্যানের প্রাচীরের পার্শ্বে
টেক্সি গুলি স্থির ভাবে আছে দাঁড়াইয়া।

সায়াহ্নে গড়ের মাঠে—চৌরঙ্গীর ধারে,
কত শত মনোহর আলোকের স্তম্ভ
সারি সারি, কি সুন্দর শোভা পায় এরা
নৈশ অন্ধকারে, যেন আলোকের হার;—
সাজায়ে রেখেছে কেহ এ নগরী মাঝে,
নিশীথে দিনের মত শোভে এই স্থান।

ইডেন গার্ডেন মাঝে—নিভৃত নিকুঞ্জে
বসি এক লৌহাসনে হিমাংশু রঞ্জন
কহিতে লাগিলা ধীরে নলিনী মোহনে
'ক' দিনের যাতায়াতে দেখিয়াছি আমি
লক্ষ্য ক'রে, হেমলতা ভালবাসে মোরে
প্রাণ সম, কোন কথা লুকা'ব না আমি
তব কাছে. যখনই গেছি তার কাছে,
আমারে দেখিয়া সে যে হ'য়েছে উৎফুল্ল,
কত কথা মোর কাছে ব'লেছে সে ব'সে
সে সময়, খু'লে দিয়ে প্রাণের কপাট।

বাড়ী যাইবার কালে মিনতির স্বরে
"আবার এসেন" ব'লে কত অনুরোধ
করেছে সে মোরে, কোন কার্য্যের গতিকে
নাহি গেলে এক দিন কাঁদিয়া ফেলেছে।
আমিও তাহারে মম প্রাণের অধিক
বাসি ভাল, না দেখিলে একদিন তারে
দিবসে আঁধার দেখি, কত যে যন্ত্রণা
ভুগতেছি, কেমনে তা' জানা'ব তোমারে।
তাহারে না পে'লে আমি নিশ্চয় মরিব
নলিনি, আমার দুঃখ কে আর বুঝিবে
তুমি বিনে, কার কাছে বলিব সে কথা?
এক মাত্র বন্ধু তুমি, তাই অনুরোধ
তব কাছে. তুমি তার মাতার নিকটে
বিবাহ-প্রস্তাব করি, তার সনে মোর
যাহাতে এ শুভ কার্য্য হয় সম্পাদিত
তার চেষ্টা কর যে'য়ে।" শু'নয়া নলিনী
স্তম্ভিতের মত ব'সে রহিলা নীরবে
কিছুক্ষণ, মনে মনে লাগিলা ভাবিতে
"তোমারি এ কার্য্য? ছি-ছি বন্ধু হ'য়ে তুমি
হিমাংশু, হৃদয় মোর শত খণ্ড করি
ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাও জনমের তরে।
যে হেমকে আমি, হায় শৈশব হইতে
শয়নে স্বপনে ধ্যানে প্রাণের অধিক
বাসি ভাল—যার মূর্ত্তি স্থাপিয়া হৃদয়ে
পূজা করি—যার স্মৃতি শোণিতের সনে

সতত জড়িত মোর, কেমনে তাহারে
হৃদি উৎপাটন করি দিব এ'নে আমি
তোমার বুকেতে তুলি? কোন্ প্রাণে তুমি
আমার এ বক্ষ হ'তে কেড়ে নিয়া তারে
বিফল করিতে চাও জীবন আমার?
এই কি বন্ধুর কার্য্য? হৃদয় আমার
নিজ হস্তে ছিন্ন করি দিলে যদি তুমি
হও সুখী, তাই দিব, তবু বন্ধুত্বের
মর্যাদা করিব রক্ষা, আমি হতভাগা,
বেচে থাকা অপেক্ষা যে, মৃত্যু মোর ভাল।"
প্রকাশ্যে সে অতি কষ্টে কহিলা তাহারে
"হেমের মাতার সহ তোমার ও ত ভাই
বিশেষ সদ্ভাব আছে, তুমি ও তারে
এ কথা বলিতে পার, লজ্জা বোধ হলে
অপর কেহকে দিয়া বলাইতে পার।"
হিমাংশু কহিলা "ভাই হেমের সহিত
তুমিই ও ত পরিচয় দিয়েছ করিয়ে;
এ প্রস্তাব ও তোমাকেই করিতে হইবে।
মাকে ও বলেছি, সে ও পরশ্ব আসিবে
বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করিতে হেমেরে।
হেমের ও ইহাই মত, সে ও বলিয়াছে
এ প্রস্তাব তোমাদ্বারা করাই সুবিধা।"
নলিনী বিষণ্ণ হৃদে ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস,
কহিলা সজল নেত্রে "হেম ও বলিয়াছে?—
—বেশ্ তবে, এ প্রস্তাব আমিই করিব।"

পঞ্চম সর্গ।

[কলিকাতা-বিডন্ ষ্ট্রীট ; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী আসিছে প্রত্যহ
হিমাংশু, এ বাড়ী যেন নিজ বাড়ী তার।
প্রগাঢ় প্রণয় তার হেমলতা সনে
জন্মিয়াছে, না দেখিলে হয় আত্মহারা।
উভয়েই উভয়েরে প্রাণের অধিক
বাসে ভাল, কেহ কারে না দে'খে তুদিন
পারেনা থাকিতে, নিত্য বহু ফুল ফল
নানা দ্রব্য দেয় আনি হিমাংশু তাহারে।
তার সেই অকপট আত্মীয়তা হেতু
ব্রজেন্দ্র ও ভার্য্যা তার ভালবাসে তারে।
হেমলতা এ বৎসর পড়িতেছে বি, এ,
ব্রজেন্দ্র বলিলা তার ভার্য্যাকে গোপনে
"হেম যদি বি, এ, পাস করে কোন মতে
কত ভাল ছেলে মোরা পাইব তথন।
বিশেষতঃ হিমাংশু ও হেমকে যখন
এত ভালবাসে, সে যে অপরের হস্তে
দিবে না সঁপিতে তারে, এ কথা নিশ্চয়।
সে ও করিবে না কভু বিবাহ কাহারে
হেমলতা বিনে, তার পরীক্ষার কথা
শুনিয়া দিয়াছে এ'নে কেমন সুন্দর

জড়াও সুবর্ণ-বালা, আংটী হিরকের
উপহার তারে, এতে, বুঝিতেই পার
তাহার মনের ভাব; বেশী কি বলিব?"
চাহিয়া স্বামীর পানে কহিলা হাসিয়া
বিজন বাসিনী "দেখ মেয়েটী ও তব
আকৃষ্ট হ'য়েছে খুব হিমাংশুর প্রতি।
যতক্ষণ থাকে হেথা হিমাংশু রঞ্জন
মেয়ে তব ততক্ষণ থাকে প্রফুল্লিত,
হিমাংশু চলিয়া গেলে, মেয়েটী তোমার
কি জানি কেমন ভাব করিয়া ধারণ
ব'সে থাকে, কারু সনে কথা নাহি বলে;
ডাকিলেও নাহি করে স্নান ও আহার।
সে দিন সে সিনেমায় যাইবার কালে
প'রেছিল নীলাম্বরী, কত রাগ ক'রে
হিমাংশু বলিয়াছিল এ কাপড় প'রে
গেলে আজি সিনেমায়, লোকের নিকটে
হইবে সে অপদস্থ, তাই রাগ ক'রে
যে'তেছিল বাজারে সে কাপড় কিনিতে।
আমি দেই নাই তারে যাইতে বাজারে,
আমার সিল্কের শাড়ী দিয়াছিনু হেসে।
আরো এক কথা মোর প'ড়ে গেল মনে,
নলিনী আসিয়া মোরে বলেছিল কাল
হিমাংশু ধরেছে তারে করিতে প্রস্তাব
বিবাহের, তব কাছে হেমলতা সনে।"
ব্রজেন্দ্র কহিলা হে'সে "বড় সুসংবাদ,

আমি ও ত তাই চাই, বিবাহ এদের
হয় যদি, কত সুখী হইতাম আমি।"
হেন কালে দ্বার দেশে মটোর আসিয়া
দিল সাড়া, তাড়াতাড়ি ব্রজেন্দ্র কিশোর
গেলা চলি নিম্ন তলে, দেখিলা সেখানে
এসেছে রমেন্দ্র * বাবু, উপযুক্ত মত
অভ্যর্থনা করি তারে পরম আদরে
বসাইলা নিয়া তারে ঘরের ভিতরে।
বহু আলাপের পর বিনম্র বচনে
কহিলা সে "বিবাহের প্রস্তাব লইয়া
আসিয়াছি আজি আমি, তোমার নিকটে,
হিমাংশু বাবুর মাতা পাঠিয়েছে মোরে,
পুত্র তার বলিয়াছে তব কন্যা বিনে
করিবে না বিবাহ সে অপর কাহারে।
তাই মতামত নিতে আসিয়াছি আমি,
যদি তব মত হয়, ব'লে দেও মোরে
আসিবে শীঘ্রই হেথা কর্ত্রী ঠাকুরাণী
মেয়ে দেখে আশীর্ব্বাদ করিবার তরে।
পুত্র তার এম্ এ, নিয়া যাইবে বিলাতে
পিতার নির্দ্দেশ মত সিভিল সার্ব্বিস
পড়িতে, আসিবে যবে স্বদেশে ফিরিয়া
বিবাহ সম্পন্ন হবে মহা সমারোহে,

* রমেন্দ্র ভূষণ লাহিড়ী হিমাংশু রঞ্জনের মামা, ব্যারিষ্টার অব্ ল, কাষ্টের দেওয়ান।

তোমাদের অভিমত আছে কি ইহাতে ?"
ব্রজেন্দ্র ভার্য্যার সহ ক'রে পরামর্শ
কহিলা আসিয়া "আচ্ছা কর্ত্রী ঠাকুরাণী
ভাল মনে করে যাহা, তাহাই হইবে।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার চাহিনা বলিতে
কিছু মোরা, তুমি ভাই, ব'ল যেয়ে তারে
তাহার আদেশ মোরা নেব শির পে'তে
আপত্তি মোদের কিছু নাহি আর তাতে।
অনুগ্রহ ক'রে তুমি শুভ দিন দে'খে
কর্ত্রীকে লইয়া সাথে এ'স এই স্থানে।
এ দিকের কার্য্য সব করিয়া সমাধা
থাকিব প্রস্তুত মোরা," রমেন্দ্র তখন
প্রণাম করিয়া তারে, গেলা চলি গৃহে।
ব্রজেন্দ্র ভার্য্যাকে ডাকি কহিলা তখন
"যে দিন আসিবে তারা, পূর্ব্বাহ্নেই তার
ব্যবস্থা করিয়া কিছু রাখিতে হইবে
আহার্য্যের, তার পর তাহারে লইয়া
বসিয়া এ কক্ষ মাঝে আলাপিব মোরা
সব কথা, আহারান্তে শুভ আশীর্ব্বাদ
ক'রে যাবে,—ভাল কথা, কিন্তু ভে'বে দেখ,
বিলাত হইতে কবে হবে প্রত্যাগত
ঠিক নেই, তার পর, মানুষের মনে
কখন কি ভাব হয়, কে বলিতে পারে
সুদূর প্রবাসে যে'য়ে? এ দেশে আসিলে
কেহ যদি গণ্ডগোল করে সে সময়

দরিদ্র বলিয়া মোরা, কিংবা হিমাংশুই
বিলাত হইতে যদি মেম নিয়ে আসে
বিবাহ করিয়া দেশে? এরা বড় লোক,
কি করিব মোরা তবে? হিমাংশু রঞ্জন
প্রাণাধিক ভাল বাসে হেমেরে এখন
সে মোদের বাধ্য এবে, যা'বলিব মোরা
অবশ্যই বিনা বাক্যে করিবে সে তাহা,
আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলে জননী তাহার,
আমরা গোপনে দিব বিবাহ এদের,
কাহারে ও ইহা মোরা দিব না জানিতে।
বিবাহ হইয়া গেলে, কে আর তখন
কি করিবে? পাত্র বাধ্য, কথা বলিবার
শক্তি ত কাহারো আর রবে না তখন।"
এমন সময় তথা আসিলা হিমাংশু,
ব্রজেন্দ্র দেখিয়া তারে সাদর সম্ভাষে
বসাইলা, কহিলা সে সুমিষ্ট বচনে
"তোমার মাতুল বাবা বলেছে আমারে
বিবাহ সুস্থির করি জননী তোমার
আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে, বিলাত হইতে
আসিবে ফিরিয়া যবে তুমি এই দেশে,
তখন বিবাহ তব মহা সমারোহে
করিবে সম্পন্ন তারা, সে ত বহু দিন?
এত দিন শুধু সেই আশায় আশায়
থে'কে মোরা, যদি কিছু ঘটে সে সময়,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি কি হবে উপায়?

শুধু এক কথা বাবা, তব মাতৃ দেবী
বিবাহ সুস্থির করি, আশীর্ব্বাদ ক'রে
গেলে পর, তব করে কন্যা সম্প্রদান
গোপনে করিব আমি, জানিবে না কেহ,
অথচ কৌশলে সব হবে সমাধান ;
তাতে কি স্বীকৃত আছ ? ভে'বে দেখ মনে
তুমি আমি হেম আর মাতৃ-দেবী তার
এ ভিন্ন অপর কেহ জানিবে না তাহা;
নলিনী মোহন ? সে ত বাধ্য আমাদেরি,
এ কার্য্যে তুমিও হেম রহিলে আবদ্ধ
উভয়েই, বিবাহের পবিত্র বন্ধনে
চিরতরে, তার পর যথা ইচ্ছা তুমি
যে'ও বাবা, কেহ বাধা দিবে না তোমারে।
বিলাত হইতে যবে হবে প্রত্যাগত,
সে সময় ভাল রূপ করি সমারোহ
বিবাহ সম্পন্ন ক'র জানায়ে সকলে।
ইহাতে স্বীকৃত যদি নাহি হও বাবা,
কি আর করিব মোরা, ক্ষমা কর তবে,
সহায় সম্পদ হীন দরিদ্র আমরা
কেমনে রহিব শুধু আশায় আশায়
এত দিন ? তুমিই তা দেখ মনে ভে'বে।
এ দায় হইতে বাবা মুক্তি দেও তবে।"
হিমাংশু ভাবিলা মনে "এত ভাল কথা,
বিলাত হইতে কবে আসিব ফিরিয়া
ঠিক নেই, সুধা ভাণ্ড থাকিতে সম্মুখে

না খে'য়ে, আশায় শুধু কে থাকিতে পারে
এত দিন? মরি যদি বিদেশে প্রবাসে
মনের আশাটী মোর মনেই রহিবে।
মা ত আর এ কথাটী বুঝেও বোঝেনা—?
বিবাহ এখন যদি করি সংগোপনে
কেহ না জানিবে তাহা, অথচ তা হ'লে
হেমেরে সঙ্গিনী ক'রে স্বরগের সুখ
এখনি ভুঞ্জিব আমি মনের উল্লাসে।"
প্রকাশ্যে কহিলা তারে হিমাংশু রঞ্জন
"বিবাহ যে দিন ইচ্ছা করুন সমাধা
আমি ত অবাধ্য নহি, আজ্ঞা আপনার
অবনত শিরে আমি করিব পালন।"
ব্রজেন্দ্র কহিল পুনঃ "মাতৃদেবী তব
আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলে ভাল দিন দে'খে
গোপনে বিবাহ আমি করিব সমাধা।"
ব্রজেন্দ্র চলিয়া গেলা আপনার কাজে
বাহিরে, হিমাংশু গেলা হেমলতা কাছে
পাঠাগারে, নানা কথা আলাপের পর
হিমাংশু কহিলা হে'সে হেমের নিকটে
"বিবাহের কথা স্থির ক'রে গেছে ঠিক্
আমার মাতুল তব জনকের সনে,
সে যে কিছু পূর্ব্বে আজ এ'সেছিল হেথা,
মাতার আদেশে মোর, পরশ্ব ও আমি
বলেছিনু বিবাহের করিতে প্রস্তাব
নলিনীরে, তোমার এ মাতৃদেবী কাছে

সে ও করেছিল তাহা, মাতৃদেবী মোর
আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলে, জনক তোমার
ব'লেছে গোপন ভাবে বিবাহ মোদের
করিবে সম্পন্ন শীঘ্র, বিলাত যাওয়ার
আগে মোর, সুসংবাদ দিলাম তোমারে,
পুরস্কার তুমি মোরে কি দিবে এখন?"
হাসিয়া কহিলা হেম "দিব পুরস্কার,
কি চাও বল ত?" হে'সে কহিলা হিমাংশু
"পুরস্কার চাই আমি একটী চুম্বন।"
আবার কহিলা হেম হাসিয়া তাহারে
"তুমি বড় দুষ্ট ভাই, করিয়া বিচার
বল ত আমারে তুমি নিরপেক্ষ ভাবে
পুরস্কার তুমি দিবে, না আমি দিব তোমা?
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আজি হল যে তোমার,"
"আচ্ছা তবে দেই আমি" বলিয়া হিমাংশু
যে মুহূর্ত্ত নিয়া যাবে মুখ খানি তার
হেমের মুখের কাছে করিতে চুম্বন,
সে মুহূর্ত্ত সরাইয়া মুখ খানি হেম,
কহিলা "নির্লজ্জ তুমি, দেখে যদি কেহ?
তুমি বলিবার আগে আমিও তা' জানি,
নলিনী ও মোর কাছে দিয়াছে এ চিঠি
প'ড়ে দেখ," হেমলতা বাক্স খুলে তার
দিলা চিঠি এক খানা, হিমাংশু সে চিঠি
লাগিলা পড়িতে 'হেম এত দিন আমি
বলি নি তোমারে কিছু সময় হ'য়েছে

বলিবার তাহা আজি, শৈশব হইতে
তোমারে প্রাণের সম ভাল বাসি আমি,
আশা ছিল এক দিন তোমারে লইয়া
সোণার সংসার আমি পাতিব জগতে,
কিন্তু তাহা হইল না অদৃষ্টের দোষে,
সর্ব্বদাই তুমি মোরে ক'রেছ উপেক্ষা,
কিন্তু হেম, তবু আমি হইনি দুঃখিত;
কেন না ভেবেছি মনে একান্ত বালিকা
তুমি হেম, প্রেম কি তা পার নি বুঝিতে।
ধুলো খেলা নিয়ে থাক, সময় হইলে
অবশ্য বুঝিবে তুমি প্রেম কি পদার্থ
ভূমণ্ডলে, এ যে হেম স্বর্গীয় জিনিষ,
বিধাতার দান ইহা, শত কোহিনূর—
—শত সম্রাটের ধন, তুচ্ছ এর কাছে।
ভালবাসা দেখাইয়া কামুকের মত
কাম রিপু চরিতার্থ চাহিনা করিতে।
আমি চাহি হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা।
হিমাংশু আমার হেম বন্ধু প্রিয়তম,
নাহি জানিতাম আমি সে ও যে তোমারে
বাসে ভাল, ভাল বাস তুমি ও তাহারে।
এ কথা সে নিজ মুখে ক'রেছে স্বীকার,
কলেজে তোমারে দে'খে সে ও যে তোমারে
বেসেছিল ভাল, আমি নাহি জানিতাম।
তব সনে পরিচয় ক'রে দিতে তার
ক'রেছিল অনুরোধ, তাই বন্ধু ব'লে

আমিই তোমার সনে পরিচয় তার
দিয়াছিনু ক'রে হেম, বন্ধু হ'য়ে হায়
সে আমার বক্ষ মাঝে মারিয়াছে ছুরি।
তার এই ব্যবহারে যে গুরু আঘাত
পে'য়েছি হৃদয়ে আমি, হৃদ পিণ্ড মোর
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেছে, সে ভীম আঘাতে;
এ দুঃখ কহিব কারে, তুমি ও ত হেম
বুঝিতে নারিবে তাহা— বুঝিবে কেমনে?
কেননা আমার প্রতি, হতভাগা আমি,
বিন্দু মাত্র ভাল বাসা নাহি তব হৃদে।
এক গ্রামে বাড়ী, হায়, এক স্থানে থাকি,
শৈশব হইতে আমি ধুলো খেলা ক'রে
এক সঙ্গে, ছায়া প্রায় থাকি সাথে সাথে
ভালবাসা হ'তে তব হ'য়েছি বঞ্চিত।
সে আমারে অনুরোধ করিয়াছে আজি
তোমাদের উভয়ের বিবাহ প্রস্তাব
করিতে আজই তব মাতার নিকটে,
কি করিব, ভাল যবে বাসনা আমারে
তুমি হেম, জীবনের সব আশা ছে'ড়ে
আপনার হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি নিজ হস্তে
বন্ধুত্বের লাগি, আজি বিবাহ প্রস্তাব
করিলাম হেম, তব মাতার নিকটে।
সুখী হ'ও তুমি হেম হিমাংশুরে ল'য়ে
এই আশীর্ব্বাদ আমি করি মনে মনে।
আমার জীবন বৃথা, আজ হতে হেম

পথের ভিক্ষুক আমি, পথে পথে হায়
সারাটী জীবন আমি বেড়া'ব কাঁদিয়া,
এক মাত্র তুমি মোর ছিলে ধ্রুব তারা
আজ হতে তুমি যবে ছে'ড়ে গেলে মোরে
আমার বলিতে কেহ নাহি এ সংসারে।
কিন্তু হেম, তোমাদের সুখের কণ্টক
হইতে চাহি নে আমি; জমিদারী মোর
তব নামে উইল্ ক'রে দিলাম যে আজি
সে সব সম্পত্তি তুমি বুঝে নিও হেম।
তোমারে করি নে দোষী,—দোষী এ অদৃষ্ট
কেন না সকলি মোর প্রাক্তনের লিপি,
যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি হেম,
ক্ষমিও আমায় তুমি,—ফে'টে যায় হৃদি
লিখিতে এ সব কথা—বিদায় বিদায়।"

হিমাংশু পড়িয়া চিঠি স্তম্ভিতের মত
রহিলা বসিয়া তথা, বহুক্ষণ পরে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা হেমেরে
"নলিনীর চিঠি প'ড়ে বড়ই আঘাত
পে'য়েছি হৃদয়ে আমি, তারি সনে তুমি
হও গে আবদ্ধ হেম, বিবাহ-বন্ধনে,
আমি আর কোন কথা ক'বনা তোমারে।
অনর্থক কেন আমি কষ্ট দিব তারে?
তোমার উচিত ভাল বাসিতে তাহারে।"
উত্তরিলা হেমলতা সজল নয়নে,
"সত্য বটে সে আমারে শৈশব হইতে

বাসে ভাল, কি করিব মন ত আমার
স্বাধীন হিমাংশু, সে ত নহে পরাধীন ;
সে ভাল বাসিবে তার পছন্দ মতন,
ক'য়ে ব'লে ধ'রে বেঁধে পরের কথায়
কারু সনে ভালবাসা হয় কি কখন ?
মন যারে নাহি চায়, কও ত তাহারে
কেমনে বাসিব ভাল ? ক্ষমা কর মোরে
এ কথা ব'ল না আর, কর্ত্তব্য মোদের
বাঁধিতে তাহারে কোন সুশ্রী মে'য়ে সনে
বিবাহ-বন্ধনে, কুঞ্জ নলিনীরে ক ভুমি
চিন. খুব সুশ্রী সে যে, বলেছি তাহারে
নলিনীব কথা, তার পিতাকে বলিয়া
যেই ভাবে পারি, আমি করিব সমাধা
এ বিবাহ, চায় যদি জনক তাহার
কিছু অর্থ, তোমার তা দিতে হবে ভাই।
তোমার উপরে আমি দিচ্ছি এই ভার,
তোমার বন্ধুকে তুমি কহিয়া বলিয়া
যে ভাবেই পার, তারে রাজী ক'রে দিও,
রহিল কুঞ্জের ভার আমার উপরে।"
কহিলা হিমাংশু তারে সস্নেহ বচনে
আচ্ছা হেম, নলিনীকে যে ভাবেই পারি
স্বীকৃত করা'ব আমি, যত অর্থ লাগে
এই কাজে সব দিব, করিনু স্বীকার।

ষষ্ঠ সর্গ

[কলিকাতা-বিডন্ ষ্ট্রীট ; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

তিনটে বাজিয়ে গেছে ; এ'সেছে পড়িয়া
রৌদ্র এবে, মুখরিত জন - কোলাহলে
সুরম্য বিডনষ্ট্রীট, হুস্ হুস্ করি
টেক্সি মটর কত এদিকে ওদিকে
ছুটিতেছে৷ কত লোক ফুট্পাথ দিয়া
আসিছে যাইছে, কত বিপণি সুন্দর
সুসজ্জিত নানাবিধ সামগ্রী সম্ভারে।
হিমাংশু মটর হ'তে নামি দ্রুতপদে
উঠিলা দ্বিতলে যে'য়ে ব্রজেন্দ্র বাবুর।
দেখিলা অলিন্দে বসি গৃহিণী তাহার
সূচ কর্ম্ম করিতেছে কার্পেট উপরে।
হেমের কক্ষের মাঝে দেখিলা যাইয়া
হেমলতা শু'য়ে আছে শয়ন মন্দিরে
স্বর্ণ-প্রতিমা প্রায় শয্যার উপরে,—
—অথবা স্বর্গের যেন পরী কন্যা প্রায়
উজলিয়া কক্ষ, তার সৌন্দর্য্য-গৌরবে।
গোলাবের গুচ্ছ যেন অতুল সুন্দর
প'ড়ে আছে, গৃহ শয্যা সুবাসিত অতি
কেশ ও দেহের স্নিগ্ধ মধুর সৌরভে।
এলোথেলো কেশ পাশ, প'ড়েছে ছড়িয়ে
চারিদিকে, পর্য্যঙ্ক ও বালিশ উপরে।

শিথিল বুকের বস্ত্র, ফাঁক দিয়া তার
শোভিছে কি মনোহর অর্দ্ধস্ফুট কলি
কমলের ফোটো ফোটো বক্ষ-সরোবরে।—
—অনঙ্গের গৃহ যেন গ'ড়েছে বিধাতা
জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য লইয়া
তিল তিল. অস্ফুটন্ত কমল কলিকা
মনোহর, বিমোহিতে প্রেমিক ভ্রমরে,
স্বর্গে ও এমন শোভা নাহি কোন ফুলে।
হিমাংশু প্রবেশি তথা হইলা স্তম্ভিত,
এ স্বর্গীয় অতুলিত শোভা মনোহর
দেখিতে লাগিলা যুবা বিমুগ্ধ হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ, ধীরে-ধীরে-ধীরে
এগুয়ে হিমাংশু তার অধর-কুসুমে
এঁকে দিলা প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।
যুবার অধর স্পর্শে শিহরি উঠিলা
হেমলতা. আঁখি মেলে দেখিলা সম্মুখে
প্রাণের দেবতা সেই হিমাংশু রঞ্জন;
এতক্ষণ যারে বালা স্বপনের ঘোরে
দে'খেছিলা, সে এখন দাঁড়িয়ে সম্মুখে।
হাসিয়া কহিলা বালা "কোথা হ'তে এ'লে
যুবতী-যৌবন চোর এমন সময়ে?
ছি-ছি-ছি চোরের মত গোপনে গোপনে
এ ভাবে কি যুবতীর সৌন্দর্য্যের সুধা
লুণ্ঠিয়া খাইতে হয়? কোথায় শিখেছ
এ চৌর্য্য ব্যবসা তুমি?— কোন্ শাস্ত্রে আছে

না ব'লে পরের ধন করিতে হরণ?"
হিমাংশু কহিলা হে'সে "ভালই ব'লেছ
নিজধন নিজে নিব শাস্ত্র কি আবার?
কারেই বা ক'য়ে নিব,— ধন ত আমার?
হাসিয়া কহিলা হেম "ভারি দাবী দেখি,
এখনো ত হয় নেই বিবাহ তোমার?
এরি মধ্যে এত দাবী? কেহ যদি দেখে
কি বলিবে? লজ্জা পাব সবার নিকটে,
তার পর দৈব বশে না হলে বিবাহ,
দ্বিচারিণী ব'লে লোকে বলিবে আমারে?"
"বিবাহ কি বাকী আছে?" কহিলা হিমাংশু
"বিবাহ কাহাকে বলে? আমরা উভয়
উভয়েরে ভালবাসি, প্রাণ বিনিময়
করিয়াছি উভয়েই উভয়ের সনে,
তবে আর বিবাহের কি রহিল বাকী?
লৌকিক আচার হেম বিবাহ ত নহে;
পরস্পর পরস্পরে আত্ম বিনিময়
করিলেই, ধর্ম্ম মতে হইল বিবাহ।
এ বিবাহ আমাদের হ'য়ে গেছে হেম
বহু পূর্ব্বে, ধর্ম্ম মতে তুমি মোর স্ত্রী,
তবে আর কোন্ কথা?— ডরিব কাহারে?
তুমি ভার্য্যা, আমি স্বামী, পাপ কি আবার
স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারে ধর্ম্মের নিকটে?
লৌকিক আচার হবে দুই দিন পরে,
পরের ভার্য্যার কাছে যাই নি ত আমি?

সে দিন তোমার সেই পিতৃদেব কাছে
বিবাহের সব কথা হ'য়ে গেছে মোর.
সেও জানে হেম, তুমি ভার্য্যা যে আমার।"
হাসিয়া কহিলা হেম, "ভালই ত তবে,
হার মানিলাম আমি, বলিব না আর,
লৌকিক আচার তবে শীঘ্র ক'রে ফেল,
কেহরই ঠাট্টা মোর ভাল নাহি লাগে।
সে দিন কলেজে মোরে সুবর্ণ-নলিনী
ক'রেছিলা কত ঠাট্টা তোমার সম্বন্ধে
নানা কথা ব'লে, সত্যি লজ্জা পাই বড়।"
"যা'ক সে সকল কথা" কহিলা হিমাংশু
"গাও দেখি তোমার সে স্বদেশী সঙ্গীত

আপন মায়ের কথা ভুলে
পরের মাকে মা ব'ল না।" *

হেমলতা ধীরে ধীরে গাইতে লাগিলা
সুধা-কণ্ঠে, ছড়াইয়া পীযুষের ধারা
হিমাংশু-হৃদয়ে, মুগ্ধ করিয়া তাহারে

আপন মায়ের কথা ভু'লে
পরের মাকে মা ব'ল না।
সে যে তোমায় পর ভাবিয়ে
পুত্র ব'লে কোল্ দিবে না!

---

* ভৈরবী রাগিণীতে গেয়।

কাছে গেলে তাড়িয়ে দিবে,
কথাটীও না বলিবে,
কোলে তু'লে নাহি নিবে
ধুলো ঝে'রে চুম্ খাবে না।

সঙ্গীত হইলে শেষ কহিলা হিমাংশু
"শোন তবে আজ আমি এসেছি যে জন্য,
সে দিন ত দেখিয়াছ কপাল কুণ্ডলা?
ভ্রমরার অভিনয় হবে আজ পুনঃ
থিয়েটারে, বহু লোক যাইবে দেখিতে।
তোমরা প্রস্তুত থে'ক, সন্ধ্যার সময়
যে'তে হবে, বাক্স এক করেছি রিজার্ভ,
মাকে ব'ল, তারা যেন সন্ধ্যার সময়
থাকেন প্রস্তুত," হেম কহিলা তাহারে
"পিতৃদেব না বলিলে কেমনে মা যাবে?
তিনি ত আফিস হতে আসে নাই ফিরি
এখনো?" "আগেই তারে ব'লে রে'খ তুমি"
কহিলা হিমাংশু "তিনি আসিলে বাড়ীতে
মা যেন তাহারে বলে" হেমলতা পুনঃ
কহিলা "যাবে যে মোর মনে নাহি লয়"
হিমাংশু কহিলা পুনঃ "যাইবে না কেন,
সে দিন ত গিয়াছিল? ব'লে দেখ তুমি
মায়েরে যাইয়া আজ?" হেমলতা যে'য়ে
বলিলা মায়েরে "ভ্রমরার অভিনয়
হবে আজ থিয়েটারে, যে'তে হবে মোর

তার সঙ্গে, তোমাদেরে ব'লেছে যাইতে
আমাদের সঙ্গে আজ" এমন সময়
ব্রজেন্দ্র পশিলা গৃহে, দেখিয়া তাহারে
হেমলতা গেল চ'লে কক্ষে আপনার।
ব্রজেন্দ্র কাপড় খু'লে বসিলা চৌকিতে,
একখানা পাখা এ'নে ব্যজনিতে তারে
লাগিলা সে ভার্য্যা তার, কিছুক্ষণ পরে
কহিলা "হিমাংশু আজ হেমেরে লইয়া
যে'তে চাহে থিয়েটারে ভ্রমরা দেখিতে,
আমাদেরে ব'লেছিল যে'তে সেই সঙ্গে,
যাইব না আমি আজ, তুমি যাবে নাকি?"
ব্রজেন্দ্র কহিলা 'মোর বহু কাজ আছে,
আমি পারিব না যে'তে।" ক্ষণ কাল পরে
হেমেরে নিভৃতে ডাকি কহিলা জননী
"না বাছা তোমরা যাও, যাব না আমরা।"
হেম যে'য়ে হিমাংশুরে কহিলা তখন
"তারা কেউ থিয়েটারে পারিবে না যে'তে।"
"সে দিন গিয়েছে, আজ যাইবেনা কেন?
আজ ত হইবে খুব ভাল অভিনয়?"
কহিলা হিমাংশু হেম উত্তরিলা তারে
"জাননা কি জন্য তারা যাইবেনা আজি?
আজো কি কাপড় নিয়া বাধাইবে গোল,
সেদিনের মত তুমি?" "কেন, কি কাপড়
প'ড়ে যাবে?" জিজ্ঞাসিলা হিমাংশু তাহারে।
"শান্তিপুরে মিহি শাড়ী প'রে যাব আমি"
উত্তরিলা হেমলতা। "না না তা' হবেনা"

কহিলা হিমাংশু তার হাত খানা ধরি
"ভাল কোন শাড়ী আজ যে'তে হবে প'রে।
কেননা সেদিন বড় পেয়েছিনু লজ্জা,
বন্ধুদের কাছে আমি, অনেকেই জানে
তুমি মোর ভাবি পত্নী।" সলজ্জিত ভাবে
উত্তরিলা হেমলতা "এর চে'য়ে ভাল
কাপড় যে নাহি মোর?" হিমাংশু তখন
কোন কথা না বলিয়া গেলা চলি দ্রুত
বাহিরে, দুদণ্ড পরে আসিলা ফিরিয়া
একটী প্যাকেট হস্তে, দিলা আনি তাহা
হেমের নিকটে, হেম দেখিলা খুলিয়া
একখানা অতি সুশ্রী বানারসী শাড়ী,
সঙ্গে তার ব্লাউজ্ এক নয়ন রঞ্জন।
হিমাংশু একটী কৌটা খুলিয়া তখন
করিলা বাহির এক অতি মনোহর
জড়াও সুবর্ণ-হার, ঝলমল করি
উঠিল ঝলিয়া তাহা করি আলোকিত
গৃহখানি, হিমাংশু তা দিলা পরাইয়া
হেমের সুচারু কণ্ঠে করিয়া আদর।
হেমের সে অনুপম মুখের সৌন্দর্য্যে
মলিন হইয়া গেল হারটী তখন।
হিমাংশু কহিলা "আমি প্রাণের অধিক
ভালবাসি হেম তোরে, সেই "প্রেম-চিহ্ন'
দিনু আজি, যত্নে ক'রে রাখিস্ তা গলে
সদা তুই, খুলিস্‌নে জীবনে কখন।

খুলিলে তা' হেম, আমি বুঝিব তখন
আমারে গেছিস ভু'লে, মনে যেন থাকে।"
হেম তারে ভক্তি ভরে করিলা প্রণাম;
"প্রস্তুত থাকিস্ তুই, গাড়ী নিয়ে আমি
শীঘ্রই আসিব হেথা" বলিয়া হিমাংশু
গেলা চলি। শাড়ী-হার দেখাইলা নিয়া
জননীরে হেমলতা, দে'খে সে কহিলা
"বহু মূল্যবান শাড়ী,— বড়ই সুন্দর,
এর মূল্য কম পক্ষে তিন শত টাকা
হারটীর মূল্য বলা, সাধ্য নেই মোর।"
ব্রজেন্দ্র ও দে'খে তাহা হইলা অবাক,
"জামাইটী খুব ভাল" কহিলা হাসিয়া
বিজন বাসিনী, হেম পলাইলা দূরে
লজ্জা পে'য়ে। "ঠিক কথা" কহিলা ব্রজেন্দ্র
"ভাগ্য গুণে পাইয়াছ এমন জামাই"
এই রূপ নানা কথা কহিতে কহিতে
বহুক্ষণ কে'টে গেল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে
হিমাংশু রঞ্জন এ'সে কহিলা হেমেরে
"চল শীঘ্র, টেক্সি দ্বারে র'য়েছে দাঁড়িয়ে।"
হেমলতা প'রে সেই বানারসী শাড়ী
ব্লাউজ, গলায় দিয়া নয়ন রঞ্জন
হীরা পান্না বিখচিত সেই স্বর্ণ-হার
উঠিলা গাড়ীতে যে'য়ে হিমাংশুর সাথে।
দুজনে গাড়ীর মাঝে নানা আলাপনে
চলিলা সানন্দ চিত্তে, ধরিয়া হমের

হস্ত খানি ক্ষণ পরে কহিলা হিমাংশু
"উঠ হেম, আসিয়াছি থিয়েটার গেটে"
হেমলতা তাড়াতাড়ি বস্ত্র আপনার
সংবরিয়া দাঁড়াইলা, হিমাংশু নামিয়া
হেমের হস্তটী ধ'রে নাবাইলা তারে।
তার পর উভয়েই থিয়েটার হলে
প্রবেশি, রিজার্ভ বাক্সে বসিলা যাইয়া।
অভিনয় দে'খে হেম লাগিলা কহিতে
"বিবাহান্তে আমাদের বিলাতে যাইয়া
তুমিই যে করিবেনা এই ব্যবহার
গোবিন্দ লালের মত, কি বিশ্বাস তার?"
"এত অবিশ্বাস তুমি ক'রনা আমারে
হেমলতা" ম্লান মুখে কহিলা হিমাংশু
"তব কথা শুনে মোর দুঃখে প্রাণ দহে।
প্রাণের অধিক আমি ভালবাসি তোমা,
জে'নেও তা, তীক্ষ্ণ শেল হানিছ হৃদয়ে।
জগদীশে সাক্ষী করি. করিনু প্রতিজ্ঞা
যে দেশে থাকি না কেন, মুহূর্ত্ত তোমারে
ভুলিব না, অন্য কারে বাসিব না ভাল
এ জীবনে, যদি বাসি নরক অনলে
দগ্ধ যেন জগদীশ করেন আমারে।"
"আচ্ছা বেশ এই কথা ঠিক থাকে যেন"
কহিলা হাসিয়া পুনঃ হেমলতা দেবী
অভিনয় শেষ হলে আবার তাহারা
টেক্সি প'রে আরোহিয়া আসিলা বাড়ীতে।

সপ্তম সর্গ।

[কলিকাতা— বিডনষ্ট্রীট ; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

বিষণ্ণ হৃদয়ে হেম র'য়েছে শুইয়া
শয্যা গৃহে, হেন কালে কুঞ্জ নলিনী
আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলা চৌকিতে।
নানা কথা আলাপিয়া কহিলা সে তারে
"কি লো হেম, তুই নাকি হিমাংশু রঞ্জনে
একান্ত বাসিস ভাল ?" হেমলতা তারে
জিজ্ঞাসিলা "কার কাছে শুনিলি এ কথা ?"
বলিলা সে "নলিনাই বলেছে সে দিন
হেসে যে'য়ে অবনীরে, * সেই নাকি তোরে
একান্ত বাসিস ভাল, তোদের বাড়ীতে
আসেনা নলিনী এবে সেই জন্য হেম।
আমার নিকটে কিন্তু ভাল নাহি লাগে
এত ঢলাঢলি বোন্." উত্তরিলা হেম
"ভাল বাসিলে কি কুঞ্জ দোষ আছে তাতে ?"
কুঞ্জ নলিনী পুনঃ কহিলা তাহারে
"দোষ নেই, তবে কিনা সমাজের চক্ষে
কুমারী মেয়ের পক্ষে বিবাহের পূর্ব্বে
এত ভালবাসাবাসি ভাল নয় হেম।

---

* অবণী মোহন গোস্বামী—কুঞ্জ নলিনীর ভ্রাতা

ইংরাজী পড়িয়া তোরা ইংরাজের মত
হ'তে চা'স, তা'কি ভাল? এত স্বাধীনতা
বাঙ্গালী মে'য়ের পক্ষে বড় দুষনীয়;
ইহাতেই ছিঁ'ড়ে যায় সমাজ বন্ধন,
হিন্দু ও অহিন্দু মাঝে নাহি থাকে ভেদ
"দেখ্ কুঞ্জ" উত্তরিলা হেমলতা দেবী
"মন যারে নাহি চায়, তার কাছে নিয়ে
ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া বলি দেওয়া সম;
সমাজের পক্ষে কুঞ্জ ইহাই কি ভালো?
আজীবন এই ভাবে অন্তর অনলে
কন্যাকে জ্বলিতে দেওয়া কোন্ শাস্ত্রে বলে-?
এরূপ শাস্ত্রকে আমি শাস্ত্র নাহি বলি,
অসহায় বালিকারে বধ করিবার
যন্ত্র যে এগুলি, তুই ভে'বে দেখ্ মনে।
হিংসুক ও স্বার্থপর পুরুষ নিচয়
আপনার ইচ্ছা মত রে'খেছে লিখিয়া
এই সব শাস্ত্র, তারা নিষ্ঠুর হৃদয়;
রমণী প্রাণের কষ্ট নাহি বোঝে তারা।
জাতিবর্ণ মিথ্যা কথা, গ'ড়েছি আমরা;
বিধাতা গড়েনি তাহা, ঈশ্বর গ'ড়েছে
সমগ্র মানব বৃন্দে একজাতি ক'রে,
কর্ম্ম দোষে আপনার এবিশ্ব সংসারে
সকলেই ছোট বড় বোন্, আমরাই
হিংসা বশে গড়িয়াছি জাতিভেদ-প্রথা;
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সৃষ্টির ভিতরে

হিন্দু ও অহিন্দু ব'লে ভেদ নাই কিছু।
দেখ কুঞ্জ, ভালবাসা অপার্থিব ধন,
স্বর্গীয় জিনিষ তাহা,—বিধাতার দান।
তার দানে জাতিগত বিদ্বেষের ভাব
নাহি কুঞ্জ, যে যাহারে ভালবাসে কুঞ্জ
সেই তারে পে'তে পারে বিধাতার রাজ্যে,
হিন্দু অহিন্দুতে হ'লে আত্মার মিলন
দোষ কি বাসিতে ভাল? শাস্ত্রকারগণ
এ সব অন্যায় কথা লিখি শাস্ত্র মাঝে
সমাজে বাধায় গোল, যার বিষানলে
রমণীরা আজীবন ম'রে জ্ব'লে পু'ড়ে।
ধর্ম্ম মতে আমি বুঝি ঈশ্বরের রাজ্যে
যে যাহারে ভালবাসে, তারি সনে তার
বিবাহ দেওয়াই ভাল, প্রকৃত পবিত্র
ভালবাসা থাকে যদি উভয়ের মনে।
সত্য কথা বলিতে কি হিমাংশু রঞ্জনে
ভালবাসি আমি, কুঞ্জ তার সনে মোর
না হলে বিবাহ, আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
অবলম্বি, পূজা ধ্যানে যাপিব জীবন।
সে দিন বলেছি আমি যে কথাটী তোরে
রাখিতে হবে তা কুঞ্জ অনুরোধ মোর,
তা না হলে দেখ্ বোন ঈশ্বরের কাছে
মহা দোষী হ'ব আমি, মাথা খাস্ বো'ন্
করিস্ নে তা প্রত্যাখ্যান, নলিনী মোহন
ভাই সম মোর, কুঞ্জ, তুই ও চিনিস্,

বড়ই সুপাত্র সে যে, তারি সনে তোরে
চাই কুঞ্জ বাঁধিবারে বিবাহ-বন্ধনে।
জনকের কাছে তোর করিব প্রস্তাব
এর জন্য, তুই যদি না হ'স্ স্বীকৃতা,
আমার প্রস্তাব তবে পণ্ড হ'য়ে যা'বে।
দেখ কুঞ্জ, সে যে বড় সরল হৃদয়,
খুব সুখী হবি তুই, দ্বিধা নাহি ইথে।"
হাসিয়া কহিলা কুঞ্জ "না লো হেমলতা
কাজ নেই এত শীঘ্র বিবাহে আমার;
বি, এ, পাস ক'রে নেই, তার পর বিয়ে।
পাস করিবার আগে পরিব না আমি
পায়ে বেড়ী, পরাধীন হ'য়ে থাকা আমি
ভাল নাহি বাসি, নিজে জীবিকা অর্জ্জন
করিতে স্বাধীন ভাবে পারিব যখন,
তখন বিয়ের কথা বলিস্ আমারে।
সে সব হেঁয়ালী তুই, বলিস নে মোরে
এর আগে, তুই মোরে ক্ষমা কর্ বোন্
সে দিন ও ত আমি তোরে করেছি নিষেধ।
আবার আমারে কেন বলিস্ সে কথা?
আর এক কথা বোন্, ঈশ্বরের রাজ্যে
কেন দোষী হবি তুই? আমার বিবাহ
হোক্ বা না হোক্, তাতে দোষ কি লো তোর?"
হাসিয়া কহিলা তারে হেমলতা দেবী
"দেখ্ কুঞ্জ, এক সঙ্গে আমিও নলিনী
প'ড়েছি শৈশব কালে, এক গ্রামে থাকি,

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ছাড়িয়া
পড়িতেছি দু'ও জন কলিকাতা এ'সে।
আমার অজ্ঞাত সারে বাসিয়াছে ভাল
নলিনী আমারে কুঞ্জ অন্তরে অন্তরে।
ঘুণাক্ষরে আগে আমি নাহি জানিতাম।
এখন জে'নেছি কুঞ্জ বিবাহ আমার
ঠিক হয়ে গেছে পর, আমার লাগিয়া
নলিনী সংসার ছে'ড়ে যেতেছে চলিয়া
উদাসীন প্রায়, তারে সংসারে রাখিতে
এখন কর্ত্তব্য মোর, তাই বোন্ তোরে
বাঁধিয়া তাহার সনে বিবাহ বন্ধনে
সব দিক রক্ষা আমি করিব এখন।
তুই যে আমারি বোন, নলিনীর দুঃখে
তোর মনে দুঃখ নাহি হয় না লো কুঞ্জ?
আমার লাগিয়া তার ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে
এ জীবন, আমি তাহা পারি নে সহিতে।
তাই মোর ভগ্নী সহ বিবাহ বন্ধনে
বাঁধি তারে, এ সংসারে রাখিব তাহারে।
সত্য বটে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি
জমিদারী মোর নামে লিখে দিয়ে বোন্
উদাসীন হ'য়ে যাচ্ছে সংসার ছাড়িয়া।
এ কথা ভাবিতে মোর হৃদি ফে'টে যায়,
সমস্ত সম্পত্তি তার লিখে দিব আমি
তোর নামে, তুই কুঞ্জ অস্বীকৃতা হ'য়ে
ব্যর্থ ক'রে দিস্ না লো জীবন তাহার;

এই অনুরোধ মোর তোর কাছে বোন্‌,
সেত তোর উপযুক্ত, তার মত তুই
এমন সুপাত্র আর পাইবি কোথায়?
বিবাহ পবিত্র প্রথা মানব সমাজে,
মানব মঙ্গল তরে ক'রেছে বিধাতা
এই প্রথা, দেখ তুই ভাবিয়া অন্তরে,
ইহাই মানবগণে করিতেছে রক্ষা,
পৃথিবীর যাবতীয় পাপ কার্য্য হ'তে
শিখা'য়ে নৈতিক ধর্ম্ম, মঙ্গলের তরে
মানবের— জগতের, সেই প্রথা প্রতি
সাজে কি লো অবহেলা ও কুঞ্জ নলিনি?
যদি না থাকিত বিশ্বে বিবাহের প্রথা,
কলুষে ভরিয়া যে'ত এই বসুন্ধরা।
আমার কথায় আর প্রতিবাদ তুই
করিস্ নে, করিলে লো ঘোর অসন্তুষ্ট
হ'ব আমি তোর প'রে জীবনের মত।
শীঘ্রই যাইব আমি তোদের বাড়ীতে
ক'ব যে'য়ে এ সম্বন্ধে তোর পিতৃদেবে।"
এর পর কিছুক্ষণ করিয়া আলাপ
নানা কথা, গেলা চলি কুঞ্জ নলিনী
নিজ বাসস্থলে, সবে করিয়া প্রণাম।



অষ্টম সর্গ।

[কলিকাতা-বিডন্ ষ্ট্রীট ; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা।]

ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী মুখরিত আজি
জন কোলাহলে, বহু আত্মীয় স্বজন
এ'সেছে, ব্রজেন্দ্র নিজে তুষিছে সকলে
নানারূপ মধুমাখা বিনয় সম্ভাষে।
হিমাংশুর মাতৃদেবী এ'সেছে এখানে
পুত্রের বিবাহ তার ঠিক ক'রে যে'তে
আশীর্ব্বাদ করি হেমে ; বহু অভ্যাগত
বসিয়াছে শ্রেণীমত নির্দ্দিষ্ট আসনে।
নানা কথা আলাপনে—আমোদ প্রমোদে
কেটে গেল বহুক্ষণ ; আহারের পর
হেমলতা এ'সে তারে করিলা প্রণাম।
হিমাংশুর মাতৃদেবী হইয়া সন্তুষ্ট
জিজ্ঞাসিলা বহু কথা, একে একে হেম
প্রত্যেক কথার দিলা বিনীত উত্তর।
"কি পর্য্যন্ত পড়িয়াছ ?" জিজ্ঞাসিলা তারে
হিমাংশু-জননী, হেম কহিলা তাহারে
"বি, এ, পাশ করিয়াছি" হেমের কথায়
সন্তুষ্ট হইয়া অতি হিমাংশু-জননী
আশীর্ব্বাদ ক'রে তারে দিলা পরাইয়া
জড়াও সুবর্ণ-বালা দুগাছি সুন্দর।

ভক্তি ভরে হেমলতা চরণে তাহার
প্রণমিলা, ক্রোড়ে নিয়া বসিলা তাহারে
হিমাংশু-জননী কত করিয়া আদর।
বিবাহের কথা বার্ত্তা হইল সুস্থির
ব্রজেন্দ্র বাবুর সাথে, হিমাংশু-জননী
কহিলা "বিলাত হতে আসিবে যখন
হিমাংশু রঞ্জন, তার শুভ পরিণয়
তখনি সম্পন্ন হবে, মহা-সমারোহে।"
বিজন বাসিনী সনে হিমাংশু জননী
বহু কথা আলাপিলা প্রফুল্লিত প্রাণে।
তার পর কিছুক্ষণ আমোদ প্রমোদে
গেল কেটে, পাত্র পক্ষ লইয়া বিদায়
গেলা চলি হৃষ্ট চিত্তে আপন আলয়ে।
আত্মীয় ও অভ্যাগত অতিথি সকল
একে একে গেলা চলি আপন ভবনে।

কিছুক্ষণ পরে সেথা আসিলা হিমাংশু;
ব্রজেন্দ্র কহিলা তারে, "তব মাতৃদেবী
ক'রে গেছে আশীর্ব্বাদ হেমেরে আমার।
বলে গেছে তুমি শীঘ্র যাইবে বিলাতে,
বিলাত হইতে তুমি হলে প্রত্যাগত
পরিণয় তোমাদের হইবে সমাধা।
বয়স্থা হ'য়েছে মেয়ে, আমরা দরিদ্র
কি ক'রে রাখিব তারে এত দিন ঘরে?
সে বহু দূরের কথা, তব সনে মোর

ছিল যেই কথা বাবা, এ'স মোরা আজি
সম্পন্ন তা ক'রে ফেলি এ শুভ লগনে।"
হিমাংশু কহিলা তারে "আপত্তি আমার
কিছু নেই, করুন যা' ইচ্ছা আপনার।"
পুরোহিত ডে'কে এনে ব্রজেন্দ্র কিশোর
হিমাংশুর করে বন্ধ্যা করি সম্প্রদান
কহিলা "তোমার করে দিলাম সঁপিয়া
হেমে মোর, আজীবন রাখিও যতনে
ভাল বে'সে তুমি বাবা, দিওনা কখন
কষ্ট তারে" সকলেই উৎফুল্ল হৃদয়;
হেমলতা হিমাংশুরে করিলা প্রণাম

হিমাংশু ও হেমলতা সানন্দ হৃদয়ে
বসিলা বাসর ঘরে, কুঞ্জ নলিনী
আসি তথা, কত রূপ হাস্য পরিহাস
করিতে লাগিলা ব'সে, বিনিদ্র নয়নে
সকলেই সারা নিশি করিলা যাপন।



নবম সর্গ।

[হাওড়া—গঙ্গা-তীর ; মণি লাল গোস্বামীর
বাড়ী]

গঙ্গার পুলিনে এক দ্বিতল বাটিকা
মনোহর, পার্শ্বে ক্ষুদ্র ফুলের উদ্যান,
নানা জাতি ফুলকুল ফুটিয়া সতত
বিতরে সৌরভ-সুধা মৃদুল সমীরে।
দ্বিতলে পাঁচটী কক্ষ, একটী কুঞ্জের
পাঠাগার, দ্বিতীয়টী শয্যা গৃহ তার।
আর দুটী কক্ষ মাঝে কুঞ্জের জনক
মণি লাল বাবু, তার ভায্যার সহিত
নিবসে,—শয়ন করে,—পাঠাগার তার
অন্য কক্ষে বাস করে কুঞ্জ নলিনীর
একটী কনিষ্ট ভ্রাতা অবণী মোহন।
বাটীর অনতিদূরে গঙ্গার সৈকতে
একটী বাগান তার, সুস্বাদু ফলের
অসংখ্য বিটপী, তাহে নানাবিধ ফল;
বৃক্ষগুলি শ্রেণীমত শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পর শোভিছে সুন্দর।
সুস্নিগ্ধ মধুর বায়ু হিল্লোল খেলিয়া
অবগাহি গঙ্গা জলে পুষ্প বন হতে
ফুলের সৌরভ নিয়া বিলায় সতত
এ বাটীর সুসজ্জিত কক্ষগুলি মাঝে।

পাঠাগারে ব'সে ব'সে কুঞ্জ নলিনী
হেরিছে গঙ্গার শোভা, পশ্চিম গগনে
ঢলিয়া প'ড়েছে ভানু, স্বর্ণ-রশ্মি তার
পড়িয়া গঙ্গার জলে ঝল্ মল্ করি
তরল কাঞ্চন সম শোভিছে সুন্দর।
কত নৌকা দাড় বেয়ে ঝপ্ ঝপ করি
যাইছে গঙ্গার বক্ষে; পাল উড়াইয়া,
কত নৌকা আসিতেছে কল্ কল্ করি
বিদারিয়া নদী বক্ষ, জে'লে নৌকা বহু
আসিছে যাইছে, ক্ষুদ্র ষ্টীমার নিচয়
গঙ্গার উপর দিয়া "হুস্ হুস্" করি
ছুটা ছুটি করিতেছে, বৃহৎ জাহাজ
গঙ্গার অপর পারে আউট্রাম ঘাটে
ভোঁ—ভোঁ রবে থেকে থেকে করিছে চীৎকার।
অদূরে হাওড়ার পুল, শোভিছে সুন্দর
গঙ্গার বক্ষের'পরে, কত নর নারী
গাড়ী ঘোড়া ধীরে ধীরে আসিছে যাইছে
তাহার উপর দিয়া নয়ন রঞ্জন।
নিরখি এ সব শোভা বিমুগ্ধ হৃদয়ে
ভাবিছে কতনা কথা কুঞ্জ নলিনী।

হেনকালে হেমলতা আসিলা ত্বরিতে
বিজন বাসিনী সহ, বসিলা বাহিরে

ব্রজেন্দ্র কিশোর বাবু মণি লাল * সনে।
চা পান করিলা সবে, নানা আলাপনে
বহুক্ষণ কে'টে গেল; বাহিরে ব্রজেন্দ্র
খেলিতে লাগিলা দবা মণিলাল সনে।
কুঞ্জ নলিনীর মাতা বিজন বালারে ণ
বিজন বাসিনী দেবী কহিতে লাগিলা
"আসিয়াছি বোন্ আমি তোমার নিকটে
বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে, গ্রামবাসী মোর
নলিনী মোহন নামে জমিদার ছে'লে
ফাষ্ট ক্লাস্ এম এ, সে যে আত্মীয় মোদের।
তারি জন্য তোমার এ কুঞ্জ নলিনীরে
করিয়াছি মনোনীত, সেই জন্য মোরা
এসেছি তোমার কাছে, অলঙ্কার দিব
রীতি মত, যেখানে যা' প্রয়োজন হবে।
হাসিয়া কু'ঞ্জর মাতা কহিলা তাহারে
বেশ ত, ইহাতে মোর আপত্তি কিছুই
নেই বোন্, কুঞ্জ ও ত তোমারি বোনের
মে'য়ে, তব কাছে হেম ও কুঞ্জ নলিনী
উভয়ে সমান, তুমি বিবাহ বন্ধনে
বাঁধ তারে, উপযুক্ত পাত্র এক এ'নে,

এ ত শুভ কার্য্য, এতে আপত্তি কি আছে?
বাবুকে ডাকিয়া বলি।" কহিলা ভৃত্যকে
"বাবুকে পাঠিয়ে দেও উপরে এখন।"

মুহূর্ত্তেক পরে বাবু আসিলা উপরে,
গৃহিণী তাহার কাছে নলিনী সম্বন্ধে
কহিলা সকল কথা, শুনে সে তখনি
কহিলা "দেও না বিয়ে, বয়স হ'য়েছে
মেয়েটীর তব, ঘরে রাখা ভাল নহে
এ বয়সে, দেও বিয়ে যত শীঘ্র পার।
ছেলেটী ও ভাল, মোর হ'য়েছে পছন্দ
ব্রজেন্দ্র বাবুরে ডে'কে ঠিক কর সব।"
ভৃত্যকে কহিলা গিন্নী "ডে'কে আন্ তারে
যে বাবু বসিয়া আছে বাহিরের ঘরে।"

আসিলা ব্রজেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় তালায়
মণি বাবু হে'সে হে'সে কহিলা তাহারে
বিবাহ ত ঠিক হ'ল, শুনেছ কি ভায়া?
দুই গিন্নী ব'সে ব'সে বিবাহের কথা
করেছে যে পাকা পাকি, তুমি তাই এবে
তারিখ করিয়া দেও।" বিজন বাসিনী
কহিলা "আগামী মাসে তারিখ আমরা
করিয়া যাইব এ'সে।" মণিলাল বাবু
তখনি মিঠাই এ'নে মুহূর্ত্তের মাঝে
প্রতিবেশী ভদ্র লোক ডাকি কয় জন

আমোদ প্রমোদ ক'রে খাইলা সকলে।
হেমলতা গেলা চলি কুঞ্জের নিকটে
পাঠাগারে, কাণে কাণে কহিলা তাহার
"বর ত যুঠিয়ে দিনু, মিঠাই কি দিবি
বল্ কুঞ্জ, নলে তোরে কলেজের মাঝে
এমন লজ্জাটী দিব, তুই আর তবে
পারিবি নে সকলেরে মুখ দেখাইতে।
বলে দিব ছাত্রী সবে নলিনীর সাথে
প্রেমে প'ড়ে, তুই তারে করিলি বিবাহ।"
হাসিয়া কহিলা কুঞ্জ "জানি আমি সব,
নিজের প্রেমের কথা বলিস্ অপরে।
কে না জানে তোর কথা? কলেজের ছাত্রী
মাধুরী, মলিনা, রাণী, সুবর্ণ নলিনী
সকলেই জানে তোর প্রেমের কাহিনী।
আদৌ তোর লজ্জা নেই, কে না জানে ইহা
এম্, এ, ক্লাসের ছাত্র হিমাংশুর সনে
প্রেমে প'ড়ে, তারে তুই করিবি বিবাহ,
কাল তোর মজা দিব কলেজে যাইয়া;
নিজের কথাটা কেন বলিস্ আমারে?"
চিম্‌টি কে'টে হেম তারে কহিলা হাসিয়া
"আমার কি মুখ নেই? টের পাবি কাল
কলেজে, বলিয়া হেম ক্ষিপ্র হস্তে তার
পাঠ্য বহি টে'নে এ'নে লিখিলা তাহাতে
"কুঞ্জ নলিনীর প্রিয় হৃদয় বল্লভ
এম্, এ, ক্লাসের ছাত্র নলিনী মোহন।"

নিরখিয়া ইহা কুঞ্জ কহিলা তাহারে
"করিলি নে ভাল তুই, প্রফেসর যদি
দেখে বই, বল্ দেখি কি হবে তখন?"
বহি খানা কে'ড়ে নিয়ে কুঞ্জ নলিনী
কে'টে দিলা লেখা'গুলি, কাণে কাণে তার
আবার কহিলা হেম "নলিনী মোহন
আলাপ করিতে চায় তোর সাথে কুঞ্জ,
কলেজে যাইয়া কাল করিস্ আলাপ
তার সনে, নচেৎ সে দুঃখ পাবে মনে।
যার সাথে কুঞ্জ তোর হইবে বিবাহ
দুই দিন পরে, তারে অসন্তুষ্ট করা
ভাল কি লো?" হেন কালে ডাকিল তাহারে
বিজন বাসিনী, হেম কুঞ্জের নিকটে
বিদায় লইয়া গেলা মাতৃ সন্নিধানে।
অতঃপর সকলেই গেলা চলি বাড়ী
ফুল্ল মুখে, দ্রুতগামী টেম্পিতে উঠিয়া।



দশম সর্গ ঃ

[কলিকাতা—বিডন ষ্ট্রীট ; নলিনী মোহন
চক্রবর্ত্তীর বাসা]

বৈঠকখানা ঘরে বসি নলিনী মোহন
পঠিতেছে গীতা, মুখ বিষণ্ণ মলিন।
উদাস উদাস ভাব, কোন কাজে তার
নাহি স্পৃহা, এ বিশ্বের যেন কেহ নয়
সে এখন, নাহি কোন সম্বন্ধ তাহার
এ বিশ্বের সাথে, অন্য জগতের জীব
এ'সেছে ভুলিয়া পথ এ বিশ্ব মাঝারে।
হিমাংশু রঞ্জন তার বসিয়া অদূরে,
কহিলা সে নলিনীরে "এ অল্প বয়সে
এ ভাব তোমার ভাই দেখায় না ভাল,
আমাদের কথা তুমি করিয়া অমান্য
কেন তুমি হইতেছ উচ্ছৃঙ্খল মতি ?
কুঞ্জ নলিনী দেখ খুব ভাল মে'য়ে
তাহার সহিত শুভ পরিণয় তব
ক'রেছিনু স্থির মোরা, অনর্থক তুমি
হইতেছ অস্বীকৃত, এতে আমাদের
সম্মান যে থাকিবে না কুঞ্জের জনক
কি বলিবে আমাদেরে, মুখ দেখাইতে
পারিব না মোরা আর তাহার নিকটে।
যা হবার হ'য়ে গেছে, এ বিষয় নিয়া

ক'রনা আর ঘাটাঘাটি, পাত্রী পক্ষ যেন
নাহি শোনে ভাই, তুমি অসম্মত ইথে।
আপত্তি ক'রনা আর, কর এ বিবাহ,
সুখী হবে দুজনেই, সংসার আশ্রমে।"
নলিনী উদাস ভাবে কহিলা তাহারে
"কিসের বিবাহ মোর? আমি উদাসীন
আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিব পালন।
তোমরা আমারে আর ক'রনা জড়িত
এ সংসারে, পাপ হতে দূরে থাকা ভাল,
যত জাতি—যত ধর্ম্ম আছে ধরা মাঝে
সাধিতে পরের হিত সব শাস্ত্রে বলে।
ভেবে দেখ মনে তুমি, পর উপকার
সংসারের সার ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া
কেন আমি পাপার্ণবে হইব মগন?"
হিমাংশু আবার তারে কহিতে লাগিলা
"এ সব সংসার ত্যাগী বৈরাগীর কথা,
বিধাতার বিশ্ব রাজ্যে মূল্য এর নেই।"
হেন কালে হেমলতা আসিয়া সেখানে
কহিলা "হিমাংশু যাহা বলিছে তোমারে
সেই ত ধর্ম্মের কথা, কেন অনর্থক
শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চ'লে জীবন তোমার
করিয়া দিতেছ ব্যর্থ?" কহিলা নলিনী
হিমাংশুর দিকে চাহি লক্ষ্য করি তারে
"আমি ভাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এখন,
আমারে ও সব কথা বলিয়া তোমরা

কেন কষ্ট দেও মনে? ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
অবলম্বি এ জীবন করিব যাপন
ভজনে পূজনে-ধ্যানে পর উপকারে।"
"না নলিনী বিধাতার সে ইচ্ছা ত নয়?"
হিমাংশু কহিলা পুনঃ "ভে'বে দেখ মনে
জগদীশ তার সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে
লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবের, মঙ্গলের জন্য
মানব সমাজে পূত বিবাহের প্রথা
করিয়াছে প্রবর্ত্তিত, তুমি সে প্রথার
অন্যথা করিয়া কেন হতেছ পাতকী?"
নলিনী কহিলা "কারে করিব বিবাহ
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর? ভালবাসি যারে,
সে আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে যবে,
সেই হতে জীবনের সুখ শান্তি মোর
হইয়াছে দূরীভূত, হৃদয়ে আমার
নাহি আর কোন আশা,— হ'য়েছি সন্ন্যাসী?
জীবনের ক'টা দিন ভজনে পূজনে
পর উপকারে, পর দুঃখ বিমোচনে
কাটাইয়া কোন মতে অন্তিম সময়ে
ভগবান পদ-প্রান্তে পাইলে আশ্রয়
জীবন সার্থক তাই হইবে আমার।
যাহারে বেসেছি ভাল, ভুলিয়া তাহারে
অপরে বাসিব ভাল, এ কেমন কথা?
সারাটী জীবন যারে স্থাপিয়া হৃদয়ে
পূজিয়াছি নিশি দিন, সে যবে আমারে

করিয়াছে প্রত্যাখ্যান, আমিও কি তারে
ভুলিয়া, অপরে ছিছি করিব বিবাহ?
নিজকে বঞ্চনা করি এ প্রাণ আমার
কারে দিব? যারে আমি বাসি নেই ভাল,
তাহারে কি মুখে শুধু মিথ্যা ভালবাসা
জানাইয়া, প্রবঞ্চনা করিব নিজেরে?
নিজে প্রবঞ্চক হ'য়ে, জীবন তাহার
ব্যর্থ করিয়া দিব ছলনা করিয়া?
মনুষ্যত্ব যার মাঝে আছে একটুকু
সে কভু পারেনা ইহা,—ক্ষমা কর মোরে।
আমি ত তাহার মত অকৃতজ্ঞ নহি?
সে মোরে বাসেনা ভাল, না বাসুক তাই,
সে জন্য দুঃখিত নহি, নিস্বার্থ—নিষ্কাম
আমার এ ভাল বাসা পবিত্র নির্ম্মল,
কামনার পূতিগন্ধ নাহি এর মাঝে,
আমি তারে আজীবন প্রাণের মন্দিরে
গোপনে—নিভৃত স্থানে স্থাপিয়া সতত
পূজিব—বাসিব ভাল, প্রতিদান তার
চাহিনা তাহার কাছে—আমি যে সন্ন্যাসী।"
হেমলতা শুনে ইহা ফিরাইলা মুখ,
সজল নয়ন তার বলিলা না কিছু।
হিমাংশু তখন তারে করিলা জিজ্ঞাসা
কে সে ভাই?" উত্তরিলা নলিনী তাহারে
"এ জগতে তার নাম জানিবে না কেহ,
সে যে মোর হৃদয়ের অন্তঃস্থল মাঝে

আছে লুকাইয়া সদা, নয়ন মুদিলে
তাহারে দেখিতে পাই শিরায় শিরায়
শোণিতের স্রোতে মোর অন্তরের মাঝে।
অন্তর হইতে যদি দূর করি তারে
বাঁচিব না আর আমি এ বিশ্ব মাঝারে।
অন্তরের ধন সে যে, জে'নে কাজ নেই,
দেও তারে থাকিতে এ অন্তরের মাঝে
লুক্কায়িত, ফুলে ফুলে হইয়া সজ্জিত
আমার সে চিরারাধ্যা ফুল-রাণী বেশে।"
হিমাংশু শুনিয়া ইহা স্তম্ভিতের মত
চাহিলা হেমের পানে, দেখিলা তখন
হেমের নয়ন প্রান্তে দুই বিন্দু জল।
দু'জন চাওয়া চাওয়ি করিয়া নীরবে
তখনি উঠিয়া গেলা কক্ষের বাহিরে,
হেমলতা মুহূর্ত্তেই হইলা মূর্চ্ছিত।



একাদশ সর্গ।

[কলিকাতা—বিডন ষ্ট্রীট; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

হেমলতা ব'সে তার অধ্যয়ন-গৃহে
গাইছে অনন্য মনে একটী সঙ্গীত
পিয়ানোর সঙ্গে নিজ কণ্ঠ মিশাইয়া।
স্বর তার কি সুন্দর তরঙ্গে তরঙ্গে
উদারা মুদারা তারা কড়িও কোমলে
উঠিয়া নামিয়া সুধা করিছে বর্ষণ!

কেমনে ভুলিব তারে। *
সে যে নয়নের তারা, অমৃতের ধারা
পাগল ক'রেছে আমারে!
আমি—কেমনে ভুলিব তারে!

সে মুখের হাসি, কত ভাল বাসি,
পলকে হারাই যাহারে!
সে প্রেম-চাহনি, সে মধুর বাণী
বাজিছে হৃদয়-তারে!
ভুলিতে না পারি সেরূপ মাধুরী
কি জাদু ক'রেছে আমারে!
আমি—কেমনে ভুলিব তারে!

মুলতান রাগিণীতে গেয়।

সঙ্গীত না হতে শেষ হিমাংশু রঞ্জন
হেমের সে কক্ষ মাঝে পশি চুপে চুপে
হঠাৎ কপোলে তার করিলা চুম্বন!
চমকি উঠিলা বালা, দেখিলা চাহিয়া
হিমাংশু হাসিছে তার দাঁড়িয়ে পশ্চাতে;
হাসিয়া কহিলা হেম "তস্করের মত
কেন পশিয়াছ গৃহে? আমি ত ভে'বেছি
খালি বাড়ী দে'খে বুঝি কোন দুষ্ট লোক
আমারে এ ভাবে এ'সে ক'রেছে চুম্বন।"
হিমাংশু কহিলা "আজ খালি বাড়ী কেন?
তারা সবে গেছে কোথা? তুমি একা একা
গাহিতেছ গান ব'সে?" উত্তরিলা হেম
একা একা ব'সে মোর ভাল নাহি লাগে
তাই গাইতেছি গান, আজ প্রাতে তারা
গিয়াছে মাসীর বাড়ী, সন্ধ্যা না হইতে
আসিবে ফিরিয়া আজি ব'লে গেছে মোরে।
দাসী আছে, বিশেষতঃ তুমি ও আসিবে
জানে তারা, তুমিও ত শু'নেছ সে দিন
হাওড়া যাইবে তারা, মাসীমার বাড়ী।
না আসা পর্য্যন্ত তারা থাকিতে তোমারে
ক'রে গেছে অনুরোধ, গিয়াছ কি ভুলি?"
"না-না ভুলি নেই, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত
থাকিতে নাহিক বাধা," কহিলা হিমাংশু
কিন্তু বেশী রাত হ'লে, নাহি গেলে বাড়ী
মা মোর চিন্তিতা হবে, দুষ্টদের দলে

গিয়াছি বলিয়া মাতা অনর্থক মোরে
সন্দেহ করিতে পারে।" কহিলা আবার
হেমলতা "তবে বুঝি দুষ্টদের দলে
যাও তুমি, তা' না হলে কেন মা তোমারে
করিবে সন্দেহ? যা'ক কোথা ছিলে তুমি
এতক্ষণ? কথা ছিল আসিবে এখানে
অপরাহ্নে, এতক্ষণে এলে তুমি কেন?
এই তব অপরাহ্ন" "আসিতে পারি নি
কোন কাজে, দেড় ঘণ্টা দেরী হ'য়ে গেছে"
কহিলা তাহারে হে'সে হিমাংশু রঞ্জন,
"এখনো হয়নি সন্ধ্যা, ঢের বেলা আছে,
তবু তুমি অনর্থক দেও অনুযোগ,
যা'ক ভাই ক্ষমা কর, তব সনে আমি
পারিবনা তর্ক যুদ্ধে, ক্ষান্ত দিলে কেন
গান গাওয়া?" হেমলতা গাহিলা আবার
সুধা কণ্ঠে সুধারাশি করিয়া বর্ষণ।

নয়নে হানিলে, চটুল চাহনি
মরমে বিঁধিল বান।
এভাবে আমারে কাঁদায়ে কাঁদায়ে
বল কোথা যাবে প্রাণ। *

নাই কি তোমার, স্নেহ ভালবাসা,
নাই কি তোমার, প্রেমের পিপাসা,

* কালেংড়া রাগিণীতে গেয়।

নিজে না কাঁদিয়ে আমারে কাঁদা'য়ে
ক'রে গেলে অভিমান!
বল কোথা যাবে প্রাণ!

বুঝিলে না তুমি প্রাণের বেদনা,
জানিলে না তুমি প্রাণে কি যাতনা,
লইলে না মোর পূজা আরাধনা
নিশি হল অবসান!
বল কোথা যাবে প্রাণ!

হেন কালে দাসী এ'সে বাতীটী জ্বালিয়ে
দিয়ে, গেলা চলি দ্রুত সংসারে কাজে।
হেমের হস্তটী ধ'রে কহিলা হিমাংশু
"আমি ত সপ্তাহ পরে যাইব বিলাতে,
কও হেম আমারে কি যাইবে ভুলিয়া?
'চোখের অন্তরে গেলে মনের অন্তরে,
লোকে বলে, তাই হেম, ভয় হয় মোর,
আমার কথাটা তব থাকিবে না মনে
বিলাত চলিয়া গেলে, আমি কিন্তু হেম,
ভুলিতে নারিব তোমা, দেশে কি বিদেশে
যেথানেই থাকি হায় সমগ্র জীবনে।
তুমি কি ভুলিবে মোরে কও দেখি প্রিয়ে,
যখন যাইব আমি বিলাতে চলিয়া?
তোমার বিচ্ছেদে তথা অর্দ্ধমৃত হ'য়ে
থাকিব, দেহটী মোর রহিবে সেথানে;
প্রাণ রবে তব কাছে; তুমি ত এখানে

নিবসিবে পিতা মাতা সকলের সনে
মহা সুখে, মম কথা থাকিবে কি মনে ?”
সজল নয়নে হেম কহিলা তাহারে
আমার এ জীবনের ধ্রুব তারা তুমি
প্রাণেশ্বর, তোমা ভিন্ন জীবন-তরণী
ডুবিয়া যাইবে এই সংসার-সাগরে।
বোধ হয় বাঁচিব না, না দে'খে তোমারে
এত দিন, তুমি মোরে প্রত্যেক সপ্তাহে
লিখিও বিলাত হতে চিঠি একখানা।
তা না হলে তুমি মোরে পাবে না জীবিত
বিলাত হইতে এ'সে।” ঝর ঝর করি
হেমের নয়ন হতে পড়িল ঝরিয়া
অশ্রুবিন্দু, হিমাংশুর হস্তের উপরে।
চমকি উঠিলা যুবা, স্নেহ মাখা স্বরে
“এ কি হেম কাঁদিতেছ ?” বলিয়া তখনি
বক্ষের ভিতরে তাবে লইলা টানিয়া
অশ্রু-সিক্ত মুখখানি করিয়া চুম্বন।
শিহরি উঠিলা হেম সে গাঢ় চুম্বনে
ধমনীর রক্তে রক্তে— শিরায় শিরায়
বৈদ্যুতিক ক্রিয়া তার হইল সঞ্চার।
আত্মহারা প্রায় হেম পড়িলা চলিয়া
বক্ষে তার, মাথা খানি স্তস্ত করি কাঁধে
হিমাংশুর, প্রেম-স্বপ্ন লাগিলা দেখিতে।
হিমাংশুর বক্ষ যেন তাহার নিকটে
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, এ স্বর্গ ছাড়িয়া

আর কোন স্বর্গ নাহি চায় সে জীবনে।
ক্ষণ পরে হেমলতা লভিয়া চেতনা
কহিলা "প্রাণেশ, তুমি যাইবে বিলাতে
ভয় হয় মনে মোর, ভে'বে নামা কথা।
কে জানে অদৃষ্টে মোর কি ঘটে কখন।
কেননা বাঙ্গালী বহু বিলাতে যাইয়া
নিয়া আসে সঙ্গে করি মেম একজন
আসা কালে, বলিতে কি বাঙ্গালী হইয়া
স্বর্গাপেক্ষা প্রিয়তম জনম ভূমির
মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও ভুলে গিয়া তারা
ইংরাজের পুত্র ব'লে দেয় পরিচয়
দেশে আসি, ছি-ছি ছি-ছি বাঙ্গালী জন্মের
সার্থকতা এই খানে, ভে'বে দেখ মনে
জগতের কোন জাতি কুকার্য্য এমন
করে কি? ইংরাজগণ বিলাত হইতে
আসিয়া এ দেশে, দেখ বাস করি হেথা
বহুকাল, শেষে তারা যাইয়া বিলাতে
আপনার মাতৃভাষা ইংরাজী তখন
ভুলিয়া কি, বাঙ্গালায় কথা বার্ত্তা বলে?
আবার এদিকে দেখ বাঙ্গালীর মেয়ে
হিন্দুস্থানী বিয়ে ক'রে সুখী হয় মনে।
কি লজ্জা বাঙ্গালীর ঘোটেনা কি তার?
আর যারা মেম আনে বিলাত হইতে
পায় না কি তারা হেথা বাঙ্গালীর মেয়ে?
বাঙ্গালী চরিত্রে ছি-ছি এরূপ বৈশিষ্ট্য

দে'খে মোর প্রাণ নাথ ঘৃণা হয় মনে।
এ সমস্ত কথা মোর মনে হয় যবে
বাঙ্গালী জাতিকে শত ধিক দিতে মোর
হয় ইচ্ছা, তুমিও যে করিবে না তাহা
কি বিশ্বাস তার? আমিও ত বি, এ, পাশ
ক'রেছি হিমাংশু, কিন্তু জীবনে কখন
ভুলি নেই মাতৃভাষা,— ভুলিব না কভু।
মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে ক'রে অনাদর
অপর ভাষাকে কভু দিব না প্রধান্য
জীবনে, কেন না আমি বাঙ্গালীর মে'য়ে
প্রিয়তম, ইহাই যে গৌরব আমার।
মাতৃ গর্ভ হতে আমি লভিয়া জনম
প্রথমেই যে ভাষায় কহিয়াছি কথা,
গাহিয়াছি গান, আমি দেখিয়াছি স্বপ্ন,
করিয়াছি গল্প, বন্ধু বান্ধবের সনে;
যে ভাষা হিমাংশু মোর জীবনের সনে
রহিয়াছে সংজড়িত, সে ভাষা ভুলিতে
আমার জীবন যাবে শতধা ভাঙ্গিয়া!
আমার অদৃষ্ট দোষে স্বামী হ'য়ে তুমি
ধর যদি এই ভাব, মেম সঙ্গে নিয়ে
আস যদি এই দেশে— মাতৃভাষা ভুলি
ইংরাজী ভাষাকে যদি মাতৃভাষা ব'লে
ব'রে নেও সে সময়, বাঙ্গালীর মেয়ে
কি আর করিব আমি? স্বামীর এ ভাব
দেখিতে নারিব চক্ষে, প্রায়শ্চিত্ত তার

আমিই করিব, মম প্রাক্তনের লিপি
খণ্ডাব কেমনে, কেহ খণ্ডাইতে নারে।
ভবিতব্য যাহা মোর, অবশ্য তা হবে।
যা হ'ক সে জন্য আমি ভাবি নে হিমাংশু,
আমার অদৃষ্টে যদি সেই রূপ ঘটে,
তুমি যদি নব প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে শেষে
আমারে ভুলিয়া যাও, মেম সঙ্গে ক'রে
আস যদি এই দেশে, ভালবাসা মোর
নাহি যাবে, হৃদে নিয়ে তব প্রেম-স্মৃতি
তব অধোপতনের প্রায়শ্চিত্ত তরে
শ্মশান-শয্যায় আমি করিব শয়ন।
মনে রে'খ, যা বলিনু মিথ্যা নাহি হবে,
জগদীশে সাক্ষী ক'রে করিনু প্রতিজ্ঞা
প্রাণেশ, জ্বলিয়া যবে ভস্ম হ'ব আমি,
মম সে "শ্মশান-ভস্ম" আর এই হার
পাঠাইয়া দিতে আমি যাইব বলিয়া
তোমার নিকটে, মোর শেষ উপহার
তোমার সে মধুরাত্রে— প্রেমের বাসরে।"
আবার হিমাংশু তারে ধরি দৃঢ় হস্তে
লইলা টানিয়া বক্ষে, অজস্র চুম্বনে
আচ্ছন্ন করিয়া দিল মুহূর্ত্তে তাহারে।
আত্মহারা হ'য়ে হেম কহিতে লাগিল
"দেখা যাবে, এত প্রেম— এত ভালবাসা
থাকে কি না থাকে যবে বিলাত হইতে
আসিবে ফিরিয়া তুমি এ দেশে আবার।"

"দেখিও" হিমাংশু তারে কহিলা তখন
"তেমন কৃতঘ্ন আমি নহি প্রাণ প্রিয়ে,
তব ফটো নিয়ে আমি চলিনু বিলাতে,
প্রভাতে, সায়াহ্নে আর নিশীথ সময়ে
তোমার এ ফটো আমি বক্ষে তু'লে নিয়া
পূজিব তাহারে আমি প্রেমের কুসুমে।
তোমা ভিন্ন এ জীবনে বাসিব না ভাল
কাহাকেও, পাইলেও স্বর্গের অপ্সরী;
জগদীশে সাক্ষী করি করিনু প্রতিজ্ঞা
প্রাণময়ি, আমি আজ তোমার সম্মুখে"
বলিয়া আবার তার অধর-কুসুমে
চুম্বিলা হিমাংশু, হেম পড়িলা ঢলিয়া
বক্ষে তার, আত্মহারা হইয়া তখন।
কতক্ষণ পরে হেম করি সম্বরণ
আপনাকে, পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
রমণীরা সত্যপ্রিয়. করেনা কখনো
সত্যভঙ্গ, কিন্তু নাথ পুরুষ সকল
স্বার্থপর, নিজ স্বার্থ করিয়া সাধন
ছলে বলে, দুদিনেই দূরে দেয় ঠে'লে"
হিমাংশু কহিলা "আমি পারি নে করিতে
স্বীকার এ কথা. দেখ রমণী সকল
ভুলায় পুরুষ সবে দেখা'য়ে প্রাণের
অকৃত্রিম ভালবাসা, দু দিন না যে'তে
ভুলে গিয়ে তারে, ভালবাসে সে অপরে।
প্রেমের প্রিয়ে বৈশিষ্ট্য এখানে;

হত্যা ব্যাভিচার কত সমাজের বুকে
এরি জন্য।" হেমলতা কহিলা আবার
"যে বর্ণে চিত্রিত তুমি করিলে তাদেরে,
জগতের সব নারী নহে এই রূপ,
দু'চারিটী কলঙ্কিনী সকল সমাজে
আছে নাথ, সে জন্য কি সমস্ত রমণী
দোষী ভবে?" "থাক আর তর্কে কাজ নেই"
কহিলা হিমাংশু তারে আদর করিয়া
"একটী সঙ্গীত তুমি গাও হেমলতা,
তোমার ও কণ্ঠস্বর বড় ভালবাসি।"
"আমি ত গেয়েছি দুটো" করিলা উত্তর
হেমলতা "তুমি গাও, না গেলে তোমারে
ছাড়িব না আজ আমি" "বড় জোড় দেখি"
কহিলা হিমাংশু আমি নাহি গাই যদি
কি করিবে তুমি মোর?—গাইবনা আমি।"
না গাইলে তব সনে কহিব না কথা
আড়ি মোর" বলে হেম বসিলা ফিরিয়া
মুখ খানি করি ভার, হিমাংশু কহিলা
"কর আড়ি, আমি তাহা ভাঙ্গিতে যে জানি,
এই দেখ আড়ি তব ভাঙ্গি যে এখনি"
বলিয়া হিমাংশু তারে ধরিয়া সজোরে
আনিলা টানিয়া বক্ষে, সুবর্ণ কপোলে
লোহিত অধর পুষ্পে অজস্র চুম্বনে
অভিভূত ক'রে দিলা মুহূর্ত্তে তাহারে।
"ছাড় ছাড়" বলে হেম কহিলা তাহারে

"তুমি বড় দুষ্ট, আমি অবলা রমণী,
আমার উপরে এত অত্যাচার তব
ভাল নহে।" "ভাল মন্দ সব জানি আমি"
কহিলা হিমাংশু "তুমি আগে বল মোরে,
তোমার এ আড়ি আমি জানি কি না জানি
ভাঙ্গিতে, সে কথা আগে, ছাড়িবার কথা
হবে পরে।" হেমলতা কহিলা আবার
"জান তুমি, ছে'ড়ে দেও, দিওনা আমারে
কষ্ট আর, দয়া মায়া নাই তব মনে।"
হিমাংশু ছাড়িয়া দিলা, হেমলতা তারে
কহিলা "একটী গীত গাও এবে তুমি।"
"গাই" বলে স্মিত মুখে হিমাংশু তখন
পিয়ানোর সঙ্গে তার কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইলা ভৈরবী সুরে এ সুধা সঙ্গীত

দুদিনের সেই পথের দেখা,
তবু তারে ভুল্‌তে নারি।
সে যে আমার প্রেমের কুঞ্জে
প্রাণ মাতানো ফুল কুমারী।

কাজল পরা চোখ দুটি তার,
কাড়িয়ে নিল প্রাণটী আমার;
দেহটী তার ফুলের লতা
মনটী তাহার লাজুক ভারি।

দেখ্‌লে তাহার রূপের ছটা,
খোপার উপর ফুলে ঘটা,
আপন মনে হার মানিয়ে
লজ্জা পে'ত শ্যাম পিয়ারী!

গান শেষ হ'লে, হেম আসিয়া বাহিরে
কহিলা "আঁধার বড়, দেখিনা দুচক্ষে,
আজ আসিবে না তারা, এত রাত্রে তুমি
যাবে আর কোথা? খে'য়ে হেথা থাক শু'য়ে।"
হেমলতা রান্না-ঘরে যাইয়া তখন
খে'তে দিলা এ'নে তারে, নিজেও খাইলা।
আহারান্তে দু'ও জন, বসি বহুক্ষণ
আলাপিলা নানা কথা, হিমাংশু কহিলা
"সে দিন তোমরা যে'য়ে নলিনীর বিয়া
এ'লে ঠিক ক'রে, কিন্তু কিছুতেই আমি
না পারিনু নলিনীরে করিতে সম্মত।
মণিলাল বাবু ইহা শুনিবে যখন
কেমনে দেখাবে মুখ তাহাদের কাছে?
এ যে সব ছে'লে খেলা, মাসীমা তোমার
কি বলিবে? কুঞ্জই বা শুনিলে এ কথা
মনে কি করিবে? ছি-ছি, ভে'বে দেখ তুমি
এ সকল নলিনীর বাতুলতা ঘোর।"
হেমলতা হিমাংশুরে কহিলা তখন
"সেই কথা বলিতেই মাসীমার কাছে
গিয়াছে তাহরা আজি।" কহিলা হিমাংশু

সত্য বটে, সে তোমারে ভালবাসে হেম,
মানিলাম তাহা আমি, তুমি ত তাহারে
বাস নি কখনো ভাল, না জানিয়া আগে
তোমার মনের ভাব, কেন সে অযথা
বাসিল তোমারে ভাল?—তোমার কি দোষ?"
আরো কত কথা তারা করিলা আলাপ
ব'সে ব'সে, নিশি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর;
হিমাংশু কহিলা "তারা আসিবে না আজ,
হ'য়েছে অনেক রাত্রি, চল শুই যে'য়ে।"
তার পর যে'য়ে সে যে পর্য্যঙ্কের পরে
হেমেরে লইয়া বক্ষে করিলা শয়ন।
কত জনমের সাধ, কত যে কামনা
ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি লইয়া হৃদয়ে
এ মধু যামিনী তারা করিলা যাপন।



দ্বাদশ সর্গ

[হাওড়া ষ্টেশন ; হিমাংশু রঞ্জনের বিলাত যাত্রা]

হিমাংশু ক'রেছে যাত্রা যাইতে বিলাতে ;
একটী গাড়ীর মাঝে হেমলতা সনে
এ'সেছে সে. মুখখানি বিষণ্ণ মলিন।
অন্য এক গাড়ী' পরে এসেছে নলিনী,
ব্রজেন্দ্র কিশোর আর বিজন বাসিনী।
ষ্টেশনটী এ সময়ে বহু জনাকীর্ণ
ট্রেন ছাড়িতে আর নাহিক বিলম্ব,
হেমলতা কাঁদিতেছে, নয়নে তাহার
অশ্রুজল, হিমাংশু তা' মুছায়ে সাদরে
অধর-কুসুমে দিলা বিদায় চুম্বন।
বিষাদে হেমের কাছে লইয়া বিদায়
গাড়ীর কপাট খু'লে নামিলা হিমাংশু
ষ্টেশনে, মুহূর্ত্ত পরে দেখিলা আসিয়া
কাঁদিতেছে হেমলতা, নয়নের জল
পড়িছে তাহার স্বর্ণ কপোল বহিয়া।
হিমাংশু গাড়ীতে পুনঃ উঠিয়া তখন
আদরে টানিয়া তারে বক্ষ মাঝে এ'নে
তুষিলা তাহারে কত প্রবোধ বচনে।
কহিলা হিমাংশু তারে স্নেহ মাখা স্বরে
"কি করিব প্রাণময়ি, পিতার আদেশ
না মেনে উপায় নেই, পড়া শেষ হ'লে

আবার আসিয়া বক্ষে লইব তোমারে।
যাই তবে প্রাণময়ি কাঁদিওনা আর,
প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি চিঠি একখানা
লিখিও," কহিলা হেম কাঁদিতে কাঁদিতে
"লিখিব, তুমি ও চিঠি লিখিও সর্ব্বদা,
বিলাত যাইয়া তুমি ভু'ল না আমারে।
কেন জানি এ আশঙ্কা হতেছে হৃদয়ে
বিলাত হইতে যবে ফিরিবে এ দেশে
প্রিয়তম, আর আমি পাবনা তোমারে।"
"দূর' পাগ্‌লি, কি বলিস্?" বলিয়া হিমাংশু
আবার অধরে তার করিলা চুম্বন।
কপাট খুলিয়া পুনঃ নামিলা হিমাংশু
ম্লান মুখে, নেত্রে তার দুই বিন্দু জল।
চোখে চোখে সে তখন লইলা বিদায়
নীরবে, বিদায় দিলা হেম ও তাহারে
চোখে চোখে, প্রেমী ভিন্ন সে চোখের কথা
কে বুঝিতে পারে এই প্রেমের জগতে?
হেমলতা ম্লান মুখে নামিয়া তখন
হিমাংশুর পাছে পাছে হল অগ্রসর।
গাড়ী হতে ব্রজেন্দ্র ও বিজন, নলিনী
নামিলা, বিদায় নিয়া হিমাংশু রঞ্জন
সকলের কাছে, শেষে সজল নয়নে
যাইয়া হেমের পাশে "যাই তবে হেম,
মনে রে'খ" ব'লে দ্রুত আরোহিলা ট্রেণে।
হুস্ হুস্ ক'রে ট্রেন্ চলিতে লাগিল

ধীরে ধীরে, ক্রমে বেগ বাড়িতে লাগিল,
মুহূর্ত্তেক পরে ট্রেন দৃষ্টির বাহিরে
গেল চ'লে, হেমলতা গাড়ীতে উঠিয়া
কাঁদিতে লাগিলা ব'সে, হৃদয় তাহার
শতধা ভাঙ্গিয়া গেল হিমাংশু বিচ্ছেদে।
ভগ্ন প্রাণে সকলেই আসিলা ফিরিয়া
গৃহ মাঝে, হেমলতা দেহ ল'য়ে শুধু
আসিলা ফিরিয়া, কিন্তু প্রাণটী তাহার
কেঁদে কেঁদে গেল চ'লে হিমাংশুর সাথে।
বাড়ীতে আসিয়া হেম কক্ষে আপনার
গেলা চ'লে, সে দিন সে খাইল না কিছু;
অতীতের স্মৃতিগুলি মনে প'ড়ে তার,
পাগল করিয়া তারে তুলিল তখন।
শয্যায় শুইয়া সে যে লাগিলা কাঁদিতে,
হিমাংশুর কথা সে যে নারিল ভুলিতে
ক্ষণ তরে, দিন রাত উঠিতে বসিতে
তার কথা মনে তার পড়িতে লাগিল।
কত লোকে কত কথা বুঝাইল তারে;
মা তাহার এক দিন বলিলা তাহারে
"দেখ্ হেম, এই ভাবে না খে'য়ে না নে'য়ে
কেঁদে কেঁদে দেহ তোর করিবি কি মাটি?
সবাই বিদেশে যায়, স্বদেশে থাকিয়া
কার স্বামী শিক্ষালাভ পারে করিবারে?
হিমাংশু ও গেছে হেম শিক্ষার লাগিয়া
বিদেশে, আসিবে ফিরে শিক্ষালাভ হ'লে।

তুই কেন তার জন্য হইলি পাগল?
পুরুষের শিক্ষা লাভ না হইলে হেম,
বেঁ'চে থাকা চে'য়ে তার মরণ মঙ্গল।
এত বাড়া বাড়ি হেম সমস্ত বিষয়ে
ভাল নহে, ধৈর্য্য ধর্, সকলেই বলে
সবুরে যে মেওয়া ফলে, এ ত মিথ্যা নহে?
ঈশ্বরের নাম ল'য়ে সঁ'পে দে তাহারে
তাঁর হস্তে, তিনি তারে রক্ষিবেন সদা
বিপদে আপদে, তুই কাঁদিস্ নে আর।"
হেমলতা কেঁদে কেঁদে কহিলা মায়েরে
"মা আমার হৃদি যেন কহিছে ডাকিয়া
আর আমি এ জগতে পাবনা তাহারে।"
সস্নেহে জননী পুনঃ কহিলা তাহারে
ছি বাছা, অমন কথা আনিস্ নে মুখে।"



ত্রয়োদশ সর্গ

[কলিকাতা—বিডন ষ্ট্রীট্ : ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

হেমের বিষাদ মাখা সুধেন্দু বদন
পূর্ব্বাপেক্ষা একটুকু হ'য়েছে প্রফুল্ল,—
—নিশির জমাট বাঁধা আঁধারের কোণে
কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রাত্রে চন্দ্রমা যেমন।
হৃদয়ে অশান্তি বড়, চিন্তা ভাবনায়
দেহ তার দিন দিন যে'তেছে শুকিয়ে।
হিমাংশুর চিঠি খানা শুইয়া বিছানে
পড়িতেছে, থে'কে থে'কে পড়ে বার বার
সেই চিঠি,—শেষ কি তা' হল একেবারে?
একবার—দুইবার, কত যে পড়িল,
প'ড়ে প'ড়ে যেন তার মিটিল না আশা,
আবার সে চিঠিখানা লাগিলা পড়িতে;
পড়িতে পড়িতে তার মুখস্থ হইল।
সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লেখে রীতিমত
হিমাংশু, উত্তর তার দিতেছে তেমনি
হেমলতা, এ ছ'মাসে বহু চিঠি পত্র
লিখেছে হিমাংশু তারে, তাই তার মন
পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত ভাব ক'রেছে ধারণ।
চিঠি খানা প'ড়ে প'ড়ে কি জানি ভাবিয়া
আগেকার চিঠিগুলি করিলা বাহির

বাক্স হ'তে, সে গুলিও পড়িতে লাগিলা
পুনর্ব্বার, হেনকালে কুঞ্জ নলিনী
আসিলা সেখানে, হেম লুকা'ল তখনি
চিঠিগুলি পুনঃ তার বাক্সের ভিতরে।
হাসিয়া কহিলা কুঞ্জ "কেন লো লুকালি
চিঠি গুলি? দে আমারে প'ড়ে দেখি আমি
কি লিখেছে তোর সেই হৃদয় বল্লভ।"
"কি দেখিবি? তুই কি তা বুঝিতে পারিবি?"
উত্তরিলা হেমলতা তার পানে চে'য়ে
কুমারী মেয়েরা তাহা পারেনা বুঝিতে
বিবাহিতা মে'য়েদের এ সব হেঁয়ালি।"
কহিলা আবার কুঞ্জ "তোদের হেঁয়ালি
চাহি নে বুঝিতে মোরা,– আছে সে কেমন?"
"ভাল আছে" হেমলতা দিলা প্রত্যুত্তর
"কতখানা চিঠি সে লিখেছে তোর কাছে"
জিজ্ঞাসিলা কুঞ্জ পুনঃ "ত্রিশখানা চিঠি
লিখেছে সে এ ছ'মাসে আমার নিকটে।"
উত্তরিলা হেমলতা মৃদু মৃদু হে'সে।
কে'ড়ে নিয়া একখানা চিঠি সে তখন
পড়িতে লাগিলা ধীরে সস্মিত বদনে,
লিখেছে হিমাংশু "প্রিয়ে উঠিতে বসিতে
সতত তোমার কথা পড়ে মোর মনে,
যখন শুইতে যাই নিশীথ সময়ে
প্রাণ মোর কেঁদে উঠে হাহাকার ক'রে,
তোমার বিচ্ছেদ আমি পারি নে সহিতে;

তখন ফটোটী তব করিয়া বাহির
কতবার চুমো খাই অধরে তোমার,
কিন্তু প্রাণময়ি মোর মিটে না ত আশা।
মুহূর্ত্ত তোমারে আমি পারিনে ভুলিতে,
একটী একটী করি অতীতের স্মৃতি
জাগে মনে, আত্মহারা হইসে সময়।
যখনি পড়িতে বসি বই নিয়া হাতে,
কি বলিব প্রাণময়ি, তব মুখ খানি
অঙ্কিত দেখিতে পাই পুস্তকের পাতে।
সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লিখ তুমি মোরে,
একদিন দেরী হলে পেʼতে তব চিঠি
অস্থির হই যে আমি, সে দিন আমার
হয় না আহার নিদ্রা, বুঝিবে কি তুমি?—
—কি কষ্ট আমার মনে হয় সে সময়?
অধিক হʼয়েছে রাত্রি, শুʼতে যাই এবে,
তোমার অধর-পুষ্পে স্বর্ণ কপোলে
প্রেমের চুম্বন দিনু চিঠিতে ভরিয়া
লও প্রিয়ে, মনে রেʼখ,—ভুলনা আমারে।”
চিঠিখানা পʼড়ে কুঞ্জ হাসিতে লাগিল
হো-হো কʼরে, তার পর কহিলা তাহারে
“বিবাহিতা মেʼয়েদের এ বুঝি হেঁয়ালি?”
এমন সময় তথা আসিলা নলিনী
গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীর বেশে।
হেমলতা দেʼখে তারে কহিলা বিষাদে
“কেন দাদা ধʼরেছ এ সন্ন্যাসীর বেশ?

এ অল্প বয়সে আজি এ বেশ তোমার
কেন দাদা? দেখিলে যে দুঃখ হয় মনে।"
"কি বলিস্ পাগ্‌লি তুই" কহিলা নলিনী
"তুই ত জানিস্ সব, জেনে ও সকলি
এ কথা সে কথা ব'লে কেন কষ্ট দিস্?
শিক্ষিতা বালিকা তুই, কি বুঝাব আমি
তোরে আজি হেমলতা? সংসারের প্রতি
নিস্পৃহ যে, সে কি কভু আমোদ প্রমোদ
বাসে ভাল? সে যে সদা উদাসীন ভাবে
যাপে দিন, এ সংসার তাহার নিকটে
বিষবৎ, যা'ক হেম সে কথা তুলিয়া
কেন মোরে কষ্ট দিস্? তুই আজকাল
আছিস্ কেমন হেম, তাই বল্ মোরে।"
"আছি ভাল, আশীর্ব্বাদ কর তুমি দাদা;
এই ভাবে দিন মোর কে'টে যায় যেন।"
কহিলা মলিন মুখে হেমলতা দেবী।
উত্তরিলা স্নেহস্বরে নলিনী আবার
"সতত আশীস্ করি সুখে সুখে যেন
জীবনটা কাটে তোর, সংসারের কোন
দুঃখ তাপ যেন তোরে না পারে ছুঁইতে
এ জীবনে আমি আজ চলিলাম কাশী,
তাই আসিয়াছি বোন্ দেখা ক'রে যেতে
তোর সনে।" "কাশী হ'তে ফিরিবে কখন?"
জিজ্ঞাসিলা হেমলতা মলিন বদনে।
"মাসেকের মাঝে বোন্ ফিরিব আবার"

স্নেহপূর্ণ স্বরে তারে কহিলা নলিনী
"সাবধানে থে'ক তুমি, শরীরের প্রতি
ক'রনা অযত্ন কভু, প্রাক্তনের লিপি
খণ্ডা'তে পারেনা কেহ, ইচ্ছা বিধাতার
পূর্ণ হবে, মানুষের হাত নেই তাতে,
যাই তবে।" হেম-কুঞ্জ করিলা প্রণাম।

ক্ষণপরে হেমলতা শুনিলা অদূরে
নলিনীর সুধা কণ্ঠে একটী সঙ্গীত
উঠিল ভাসিয়া ধীরে নীরব গগনে।

আমি ত তোমারি তরে ঘু'রে বেড়াই যথা তথা, *
তুমি কেন আমায় প্রিয়ে দিচ্ছ এত দারুণ ব্যথা।
এ'স তুমি আমার বুকে, থাক্‌বে সেথা কতই সুখে,
থাকে যেমন তরুর বুকে পুষ্পিতা মাধবী লতা।
এ'স প্রিয়ে, এ'স এ'স হৃদয়-মন্দিরে ব'স
পূজ্‌ব তোমায় মনের সুখে, "মন্ত্র" আমার প্রেমের কথা।

সঙ্গীত হইলে শেষ, হেমলতা দেবী
ছাড়িলা নিশ্বাস দীর্ঘ, শোভিল তাহার
কাতর নয়ন প্রান্তে দুই বিন্দু জল।

* রাগিণী পিলু



চতুর্দ্দশ সর্গ

[কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাট ; সন্ন্যাসীর আশ্রম]

সুস্নিগ্ধ প্রভাত কালে—অরুণ উদয়ে
মণিকর্ণিকার ঘাটে যাত্রী শত শত
প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যোগী ঋষি, যুবক যুবতী
আসিছে যাইছে, কেহ অবগাহি জলে
করিতেছে স্তুতি পাঠ, কেহবা দাঁড়িয়ে
পরিচিত ব্যক্তি সনে করিছে আলাপ।
ঘাটের অনতিদূরে বিটপীর মূলে
একটী আশ্রম, তথা সন্ন্যাসী একটী
বসিয়া আপন মনে গাইছে সঙ্গীত

তুমি কর্ত্তা আমি করণ
যা' করাও তা আমি করি।
করণের কি দোষ প্রভু?—
—বল তোমার পায়ে ধরি; *

দস্যু কাটে নর মুণ্ড,
ল'য়ে তীক্ষ্ণ তরবারি;
সে দস্যু কি দোষ শূন্য?—
—দোষী কি সেই তরবারি?

* রাগ, ভয়রো।

কর্ত্তা তুমি—করণ আমি,
  কোন্ শক্তি আমি ধরি?
সবি যে তোমারি কর্ম্ম,
  লোকে বলে আমি করি।

পাপ পুণ্য সবি কি মোর?
  ইচ্ছাময় তুমি হরি!
কারে কর রাজা তুমি
  কারে কর কপ্নী ধারী।

লীলাময় তুমি প্রভু,
  সবি যে লীলা তোমারি।
"অদৃষ্ট—অদৃষ্ট" ব'লে
  আমরা যে কেঁদে মরি।

এ কেমন লীলা তব?—
  মূর্খ মোরা, বুঝ্তে নারি।
বুঝ্বার শক্তি দেও হে প্রভু,
  সবি যেন বুঝ্তে পারি!

সঙ্গীত হইলে শেষ, উঠিয়া সন্ন্যাসী
আপনার ইষ্টদেবে করিয়া প্রণাম
বসিলা যাইয়া ধীরে আপন আসনে।
বহুযাত্রী—বহু শিষ্য বেষ্টিয়া তাহারে
বসিলা আসিয়া সেথা, একে একে একে

জিজ্ঞাসিলা বহু প্রশ্ন, সমস্ত উত্তর
দিলা যোগী একে একে সে সব লোকেরে ;
হেন কালে সেই স্থানে দাঁড়াল আসিয়া
গৈরিক বসন ধারী যুবক একটী
সৌম্যমূর্ত্তি, সকলেই গেলাচলি যবে
কেহনা রহিলা তথা, আগন্তুক যুবা
বসিলা যাইয়া ধীরে সন্ন্যাসীর কাছে।
যুবক কহিলা "বাবা করুন দীক্ষিত
আমারে সন্ন্যাস ধর্ম্মে," কহিলা সন্ন্যাসী
"এ অল্প বয়সে তুমি কহ কি কারণ
কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মে হইবে দীক্ষিত?
তোমার কি পিতা মাতা কেহ নাই ভবে?
জীবন সঙ্গিনী তব ভার্য্যা ও কি নেই?
কোন্ দুঃখে এসেছ এ সন্ন্যাসীর কাছে
কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মে হইতে দীক্ষিত?"
যুবক কহিলা তারে "পিতা মাতা নেই
বহু দিন, বিবাহ ত করি নেই আমি?"
সন্ন্যাসী কহিলা কেন কর নি বিবাহ
এত দিন? জীবনের সার ব্রত তব
বিবাহ এ বিশ্ব ধামে, সে ব্রতের প্রতি
উপেক্ষা করিছ কেন?" নিরুত্তর যুবা।
সন্ন্যাসী কহিলা পুনঃ "নিরুত্তর কেন?
ধ্যানে যদি বসি, সব জানিতে পারিব,
সত্য কথা ব'লে ফেল, বাধা নেই কিছু,
মিথ্যা কথা বলিও না সন্ন্যাসীর কাছে।

মিথ্যা যদি বল ক্ষতি হইবে তোমার।"
যুবক কহিলা "আমি কি বলিব বাবা,
বলিতে যে লজ্জা হয়।" কহিলা সন্ন্যাসী
"কোন লজ্জা নেই তব, ব'লে ফেল সব
নিঃসঙ্কোচে," ম্লান মুখে কহিলা যুবক
"কি ক'ব সে দুঃখ-কথা, প্রাণের অধিক
বাসিতাম ভাল আমি এক বালিকারে;
সে মোরে বাসে না ভাল, জানিলাম ক্রমে,
সে ভাল বেসেছে এক বন্ধুরে আমার।
তাহারি প্রেমের জন্য, সে মোরে ক'রেছে
প্রত্যাখ্যান, সেই বন্ধু এক দিন এ'সে
ধ'রেছিল মোরে, তার বিবাহ প্রস্তাব
করিতে সে মেয়েটীর জননীর কাছে।
কি করিব, আমি তার অনুরোধে শেষে
বিবাহ প্রস্তাব ক'রে দিয়েছি ঘটিয়ে
বিবাহ তাদের, আত্ম করি বলিদান।
তাই এ সংসার ত্যাগ করিয়াছি আমি;
সংসারের মায়া-পাশে হ'ব না আবদ্ধ
আমি আর, কিন্তু তারে পারি নে ভুলিতে
কোন মতে, রাণী-বেশে এ হৃদি-মন্দিরে
সে আমার ব'সে আছে দিবস যামিনী।
অশনে বসনে ধ্যানে তারি কথা মোর
পড়ে মনে, মুহূর্ত্ত ও পারিনে ভুলিতে।
সঙ্কল্প ক'রেছি তাই মনে মনে আমি
নিষ্কাম সন্ন্যাস-ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত

ঈশ্বর চিন্তায় সদা রহিব ডুবিয়া
তবেই তাহারে আমি পারিব ভুলিতে।
কেননা নয়ন মুদি ঈশ্বরের চিন্তা
করি যবে, দেখি আমি তখনই তারে
কুসুম-ভূষণে সে যে হইয়া সজ্জিত
রাণী-বেশে দাঁড়ায় সে আসিয়া আমার
সম্মুখে, তখনি আমি হ'য়ে আত্মহারা
ঈশ্বরের কথা বাবা, ভুলে যাই মনে।"
হাসিয়া সন্ন্যাসী পুনঃ কহিলা তাহারে
"ভ্রম—ভ্রম—মহা ভ্রম, আত্ম বলিদান
পার নি করিতে বাছা, করিলে কি তুমি
হতে তবে আত্মহারা? আত্ম বলি দিলে
তুমি ব'লে কিছুই ত থাকিত না ভবে?
তন্ময় হইয়া যে'তে চিন্ময়ের সনে;
কামনা র'তনা তব, হ'ত নির্ব্বাপিত
চির তরে; কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ সকাম,
আকর্ষণ হতে তুমি লভ' নি মুকুতি;
এই আকর্ষণে তুমি আসিবে আবার
জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে, তব আকর্ষণে
সে ও যে আসিবে পুনঃ জনম লইয়া।
এ জনম বৃথা তব, আবার আসিবে,
সেই হবে এক মাত্র পথ প্রদর্শক,
তারে ছাড়া তুমি কভু পাবে না ঈশ্বরে।
কেন না সে আকর্ষণ হয় নেই দূর
এ পর্য্যন্ত, কিন্তু বাছা সে যে পর নারী,

তারে ভালবাসা, কিংবা চিন্তা করা তার
মহাপাপ, তুমি যদি আকর্ষণ তার
তেয়াগিয়া, মুক্ত হ'য়ে ভুলিতে পারিতে,
তোমারে সন্ন্যাস ধর্ম্মে করিতাম দীক্ষা
এই দণ্ডে।" ম্লানমুখে কহিলা সে যুবা
"ভুলিতে তাহারে আমি পারিব না বাবা,
তার আকর্ষণ আমি কেমনে ত্যজিব
জীবন থাকিতে, তুমি গুরুদেব মোর,
আজ হতে তুমি মোরে দেও শিক্ষা দিয়ে
কেমনে লভিব মুক্তি, ভুলিব তাহারে?
অন্তরে অন্তরে আমি দেখি সদা তারে
সে ভিন্ন, কিছুই আমি পাইনে সংসারে
ধরিবার—পূজিবার—বাসিবারে ভাল।"
চক্ষু মুদি কিছুক্ষণ ভাবিলা সন্ন্যাসী
কি যে কথা, তার পর কহিলা তাহারে
"বেশ তারে ভাল বাস এই ভাবে তুমি,
তাহার আসঙ্গ-লিপ্সা ক'রনা কখন।
যাও তুমি গৃহে ফিরি, সেই বালিকার
মৃন্ময় মূরতি এক করিয়া নির্ম্মাণ
প্রেমের কুসুম দিয়া পূজিও তাহারে
মনে মনে, এক প্রাণে নিভৃতে বসিয়া,
এই ভাবে কিছুদিন কাটিলে তোমার;
তবেই নিবৃত্তি তব আসিবে হৃদয়ে।
তার আকর্ষণ হতে মুক্ত হলে তুমি
রবেনা প্রবৃত্তি আর হৃদয়ে তোমার।

ইহাই সোপান তব সে প্রেম লভিতে।
এ সোপান বে'য়ে তুমি সে প্রেম লভিয়া
পার যদি এক মনে করিতে সাধনা,
হইবে কামনা শূন্য,—নিষ্কাম হৃদয়ে
তারি মাঝে ভগবানে পাইবে দেখিতে।
তা হ'লে বাসনা তব পূর্ণ হবে বাছা,
পার্থিব প্রেমের মাঝে পারত্রিক প্রেম
র'য়েছে যে গুপ্ত ভাবে সতত নিহিত।
যদি সেই প্রেমে পার আত্মবলি দিয়া
হইতে কামনাশূন্য, তা হ'লে নিশ্চয়
লভিবে সালোক্য বাছা, মুক্ত হবে তুমি।"



পঞ্চদশ সর্গ

[লণ্ডন নগরী ; টেমস্ নদী তীরস্থ হোষ্টেল,
সম্মুখে উদ্যান]

সুবৃহৎ মনোহর ত্রিতল প্রাসাদ—
—বহু কক্ষ সমন্বিত ; সুসজ্জিত মরি
নানাবিধ মনোহর সামগ্রী সম্ভারে।
অদূরে টেমস্ নদী "কুল কুল" রবে
প্রবাহিতা, লঞ্চগুলি জলের উপরে
করিতেছে ছুটা-ছুটি "হুস্ হুস্" ক'রে
ছোট বড় বহু নৌকা আসিছে যাইছে
নদীবক্ষে পাল তু'লে কেমন সুন্দর।
ত্রিতলের মনোহর দক্ষিণ দিকের
একটী সজ্জিত কক্ষে বসিয়া হিমাংশু
আলাপিছে বহু কথা অমিয়ার * সনে।

অমিয় সুধাল তারে "লিখেছ কি তুমি
আরো কোন চিঠি সেই হেমলতা কাছে?"
হিমাংশু কহিলা "আমি ক'রেছি প্রতিজ্ঞা
যে দিন তোমার কাছে, সেই দিন হ'তে
লিখি নাই কোন চিঠি, বৎসরের মধ্যে
যাটখানা চিঠি আমি পেয়েছিনু তার।

---

* অমিয়বালা দেবী-পুনা নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট বিনোদ বিহারী ঘোষালের কন্যা

একটী চিঠির আমি দেই নি উত্তর।
সত্য বটে হেমলতা ভালবাসে মোরে
প্রাণ তুল্য, পিতা তার বিবাহ করিতে
সর্ব্বদাই অনুরোধ ক'রেছে আমারে,
কি করিব, যারে আমি বাসি নেই ভাল
কেমনে তাহারে আমি করিব বিবাহ?"
মিথ্যা কথা ব'লে আজি হৃদয় তাহার
হইল কেমনতর,— রহিলা নীরব।
"মানিলাম তাই সত্য" কহিলা অমিয়া
"কেন তবে 'প্রাণনাথ' ব'লে সে তোমারে
করিয়াছে সম্বোধন?" ব'লে সে তখন
ডেক্স্ হ'তে পত্র এক করিয়া বাহির
দেখাইয়া হিমাংশুরে, কহিলা বিষাদে
আজ প্রাতে পোষ্ট ম্যান দিয়া গেছে মোরে।"
হিমাংশুর মুখে যরি মুহূর্ত্তের মাঝে
কালিমা ছাইয়া গেল, কিন্তু সে তখন
আপনার মনোভাব করিয়া গোপন
ক'হিলা হাসিয়া "তুমি জাননা তাহারে,
ও মেয়েটি ও রকমই, নিতান্ত বেহায়া
লজ্জা নেই একটুকু মনোমাঝে তার,
তা' না হলে বিবাহের পূর্ব্বে কি কখন
ও রকম পত্র লেখে? এ তেই ত তুমি
বুঝে নিতে পার সব, কেন তার কথা
বল তবে বার বার?" "দোষ কি বলিতে?"
অমিয় কহিলা পুনঃ মৃদু মৃদু হে'সে

পঞ্চদশ সর্গ।

"আমারে বাসিলে ভাল, শুধু হেম কেন
তার পিতা মাতা ভ্রাতা কাহারো নিকটে
পারিবে না একখানা চিঠি লিখিবার।
যদি লেখ, আমাদের শুভ বিবাহের
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ফেলিব ভাঙ্গিয়া।
জগদীশে সাক্ষী করি ক'রেছ প্রতিজ্ঞা
ভুলে কি গিয়েছ তাহা? মনে রে'খ তুমি
হবেনা অন্যথা এর, জীবনে কখন
কেহই কাহারে ছে'ড়ে যে'তে না পারিবে।
হোষ্টেলের বহু মে'য়ে তোমার নিকটে
এ'সে দিন রাত, কত করে প্রেমালাপ,
কলেজে. খেলার মাঠে কত আত্মীয়তা
দেখায় তাহারা এ'সে, এ সকল মোর
বড়ই খারাপ লাগে, আমরা বাঙ্গালী
ইংরাজ বালিকাদের এত স্বাধীনতা ?
এত উচ্ছৃঙ্খল প্রেম, ভাল নাহি লাগে।
সে দিন বলেছি মন্দ একটী মেয়েরে,
কেন সে তোমার কাছে, এ'সে দিবা নিশি
এ টা ও টা চাহে ? তারে করেছি নিষেধ
এ ভাবে তোমার কাছে আসিতে এখানে?"
এমন সময় তথা এ'ল এক মিস্
ক্লিওপেট্রা নামে, এ'সে হিমাংশুরে ধ'রে
কহিলা "চলনা ভাই বেড়াইয়া আসি।"
অমনি অমিয় তারে কহিলা গর্জ্জিয়া
"না,— সে যাইবে না এবে. কাজ আছে তার,

তুমি যাও” সেও তারে কহিলা গর্জ্জিয়া
“তোমারে ত যে’তে আমি বলিনি অমিয়,
আমার বন্ধুকে আমি বলেছি যাইতে
তুমি কেন মোর বাক্যে কর প্রত্যুত্তর?”
“অবশ্য করিব” ক্রোধে কহিলা অমিয়
“বাজে কথা শুনিবার সময় এখন
নাহি আমাদের, তুমি যাও হেথা হ’তে।”
“হিমাংশু কি স্বামী তোর?” মহাক্রোধ ভরে
ব’লে সেই ক্লিওপেট্রা গেলা বাহিরিয়া।
হেনকালে ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে
রেবেকা কহিলা হে’সে “সেই বহিখানা
মিল্টনের, দেও মোরে, দিবে ব’লে তুমি
ব’লেছিলে সেই দিন।” তখনি অমিয়
কহিলা তাহারে “হেথা নাহি কোন বহি
রেবেকা, মোদের এবে কাজ আছে বহু
যাও তুমি।” তখনি সে মুচকে হাসি হে’সে
গেলা চলি, মনে মনে ভাবিতে লাগিলা
“হিমাংশুর সনে বুঝি পড়িয়াছে প্রেমে
অমিয়, তাই সে আর আসিতে কাহারে
দেয় না তাহার কাছে, দূরে দূরে থাকে;
এলে কেহ, করে বাদ—বড়ই মুখরা,
একাই তাহারে ভোগ করিতে সে চাহে।”
ক্রোধ ভরে হিমাংশুরে কহিলা অমিয়া
তোমারে নিষেধ করি যে’তে কারু কাছে
হোষ্টেলের বহু মে’য়ে যার তার সনে

করে প্রেম দিবা নিশি, তা ছাড়া এখানে
বহু মেয়ে বায়োস্কোপে কলেজে হোষ্টেলে
যাইয়া স্বাধীন ভাবে অনেকের সঙ্গে
প্রেমামোদে মত্ত হ'য়ে কাটায় জীবন।
প্রাণের অধিক আমি ভালবাসি তোমা,
তুমি স্বামী, আমি ভার্য্যা, সাবধান ক'রে
দিলাম তোমারে তাই, যদি কারু সনে
যাও তুমি, তাহা হলে জানিও নিশ্চয়
ঘোর অমঙ্গল আমি ঘটাব তোমার।
পিতা মোর মাজিষ্ট্রেট পুনা নগরের,
তাহারে লিখেছি আমি, তোমার সহিত
বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি এখানে।
রিসার্চের ছাত্রী আমি, ছয় মাস বাকী
পরীক্ষার, বিধাতার অনুগ্রহে আমি
হ'লে পাস, উভয়েই কলিকাতা যে'য়ে
টেলিগ্রাম ক'রে মোর জনকে আনিয়া
শুভ কার্য্য সেই স্থানে করিব সমাধা
মহা সমারোহে, ইথে হবেনা অন্যথা।"
হিমাংশু কহিলা তারে "তিন মাস মোর
পরীক্ষার বাকী আছে, তোমার লাগিয়া
আরো তিন মাস আমি থাকিব এখানে।
তার পর এক সঙ্গে কলিকাতা যে'য়ে
শুভ পরিণয় কার্য্য করিব সমাধা।"
হিমাংশু বক্ষের কাছে এ'নে অগিয়ারে
এঁকে দিলা প্রণয়ের প্রগাঢ় চুম্বন

তার সে গোলাবগন্ধ অধর কুসুমে।
"ছি তুমি বড়ই দুষ্ট" বলিয়া অমিয়
আপনাকে মুক্ত করি বক্ষ হ'তে তার
বসিলা সরিয়া দূরে। কহিলা হিমাংশু
"এত লজ্জা কেন তোর? তুই মোর স্ত্রী,
আমার ত অধিকার আছে তোর' পরে।"
অমিয় কহিলা হে'সে "বিবাহের পূর্ব্বে
সাব্যস্ত করিলে তুমি এত অধিকার;"
"কেন করিব না আমি?" কহিলা হিমাংশু
"এখনি ত বলিয়েছ, যদি কারু সনে
প্রেমালাপ করি আমি, বিবাহ প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ করি, ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল।
এখনি ত নিজ মুখে করেছ স্বীকার
"তুমি স্বামী আমি ভার্য্যা।" ভুলেছ কি তাহা?
দোষ কি আমার বেলা? তুমি যদি অমি,
চালা'লে আমার পরে পূর্ণ অধিকার,
আমি কেন ছে'ড়ে দিব? আমিও আমার
স্ত্রী স্বত্বের যাহা কিছু বুঝিয়া লইব
তব কাছে, তিল মাত্র না দিব ছাড়িয়া।"
অমিয়া কহিলা হে'সে "বেশ বুঝে নিও,
আমি ত নিষেধ কভু করি নি তোমারে?
যা'ক সে সকল কথা, একটী সঙ্গীত
গাও তুমি, কণ্ঠ তব বড় সুমধুর।"
হিমাংশু তখন হে'সে পিয়ানো লইয়া
গাইতে লাগিলা এই সঙ্গীত মধুর

চন্দ্র কিরণে বসি তব সনে
কে'টেছিনু প্রিয়ে যে মধু যামিনী।*
সে সুধা চুম্বনে সেই ফুল-বনে
ফু'টেছিল কত শেফালি-কামিনী।

সে মধু-মিলনে, প্রেম-সম্ভাষণে,
কত মধু-হাসি তব সে নয়নে
দে'খেছিনু প্রিয়ে, ভুলিব কেমনে,
মনে পরে তব সে মুখ-নলিনী!

সে সুখের নিশি আজো পড়ে মনে,
তুমি র'লে কোথা, আমি কাঁদি বনে,
এ'ল না সে নিশি আর এ জীবনে
কোথা র'লে প্রিয়ে জীবন-তোষিনী!

গান শু'নে ম্লান মুখে কহিলা অমিয়
"এ বুঝি তোমার সেই হেমের বিচ্ছেদে
গাহিছ প্রেমের গান? কোন দিন বুঝি
ফুল বনে তার সনে বসিয়া আমোদ
ক'রেছিলে, সেই স্মৃতি জাগিয়াছে মনে।"
"না—না অমি, কেন তুমি অনর্থক মোরে
দুষিতেছ? বলেছি ত ভাঙ্গিয়া তোমারে
সব কথা, তারে আমি বাসি নেই ভাল
কোন দিন, সে সতত আমার নিকটে
আসিত, করিত গল্প কলেজে যখন

* রাগিনী ভৈরবী

পড়ি আমি, বোধ হয় হেমলতা দেবী
বাসিত আমারে ভাল, পিতৃ দেব তার
বাঁধিতে আমার সনে বিবাহ বন্ধনে
তারে অমি, ক'রেছিল চেষ্টা বহুতর।
কিন্তু আমি করি নেই বিবাহ তাহারে,
বলেছিনু তার সেই পিতৃদেবে আমি
বিলাত হইতে যবে আসিব ফিরিয়া
বিবাহ তখন হবে, এখন কি তার?
মেয়েটী নিলর্জ্জ বড়" বলিতে বলিতে
হিমাংশুর মনে জানি কি হ'ল তখন।
শোভিল নয়নে তার দুই বিন্দু জল।
মুছিয়া গোপনে তাহা, কহিলা হিমাংশু
"সে সমস্ত নিরর্থক কথায় এখন
কোন্ লাভ? গাও অমি একটী সঙ্গীত"
পিয়ানো লইয়া অমি লাগিলা গাইতে

কোন্ অমরার বঁধু তুমি,
এ'সে আজি আমার কাছে। *
পথ ভু'লে কি এ'লে বঁধু,
ফে'লে ত যা'বে না পাছে?

জানিনে কোন্ দেবীর বরে,
এ'লে তুমি আমার ঘরে,
কতই কিছু বল্‌লে বঁধু,
সে কথা কি মনে আছে?

-----

* রাগিনী কানেড়া

সঙ্গীত করিয়া শেষ কহিলা অমিয়
বেলা প'ড়ে গেছে, দেখ সন্ধ্যা হ'য়ে এল,
চল যাই পুষ্পোদ্যানে, বেড়াইয়া আসি
কিছুক্ষণ।" উভয়েই গেলা চলি ধীরে
নিকস্থ উদ্যান মাঝে, দেখিলা সেখানে
কত ফুল ফু'টে আছে তরু শিরে শিরে
শ্রেণী মত, কত মিস্, কত যুবা সনে
বেড়াইছে স্থানে স্থানে, কেহবা বসিয়া
কুঞ্জ মাঝে, আপনার প্রেমিকের সনে
আলাপিছে কত কথা, করি পরস্পর
কত মধু সম্ভাষণ প্রফুল্লিত প্রাণে।
দূরে—অতি দূরে টেমস্ নদীর জলে
ডুবিতেছে ধীরে ধীরে লোহিত তপন
ছড়া'য়ে কনক-রশ্মি তটিনী-জীবনে।
মরি কি সুন্দর দৃশ্য ঝল্ মল্ করি
জল রাশি নে'চে নে'চে চ'লেছে বহিয়া
তরল কাঞ্চন সম মৃদুল পবনে।

অদূরে নগরী মাঝে গাড়ীর ঘর্ঘরে,
মটরের কর্ণভেদী বিকট চীৎকারে,
ট্রামের ধ্বনিতে, বহু জন কোলাহলে
মুখরিত সদা এই লণ্ডন নগরী।
অমিয় কহিলা "চল সময় হ'য়েছে
বায়োস্কোপ দে'খে আসি, আজি ম্যাকবেথ
হইবে যে অভিনীত, বহু লোক যাবে।"

উভয়ে চলিলা করি নানা আলাপন
পদব্রজে, দূর হতে দেখিতে লাগিলা
টেমস্ নদীর জলে নৌকা ও জাহাজে
জ্বলিছে সহস্র দীপ, জলের উপরে
সে সব দীপের জ্যোতিঃ হইয়া বিম্বিত
কাঁপিতেছে,—কে'টে যাচ্ছে অতুল সুন্দর।
কথায় কথায় তারা আসিয়া পড়িলা
বড় পথে, দুই ধারে ফুট পাথ তার,
শ্রেণী মত সেই পথ তড়িৎ আলোকে,
সুসজ্জিত, যেন চারু আলোকের হার
বেষ্টন ক'রেছে এই লণ্ডন নগরী।
সরকের দুই পার্শ্বে ত্রিতল চৌতল
বড় বড় অট্টালিকা তড়িৎ আলোক
জ্বলিছে অসংখ্য তাহে, নিম্ন তলে মরি
সরকের দুই ধারে অসংখ্য বিপণি
সুসজ্জিত নানা বিধ সামগ্রী সম্ভারে,
মুহূর্ত্ত দেখিলে আঁখি হয় ঝলসিত।
সেই ফুট পাথে বহু যুবক যুবতী,
বালক বালিকা, প্রৌঢ়া, আসিছে যাইছে
অবিশ্রান্ত, কোথাও বা চ'লেছে হাটিয়া
কত মিস্, কত মেম ফোটো ফোটো যেন,—
—অথচ ফোটে নি, যেন যৌবন-কাননে
অস্ফুটন্ত—অনাঘ্রাতা গোলাপের কলি
মনোহর; কোথাও বা র'য়েছে দাঁড়িয়ে
আকুল হৃদয়ে নিজ দয়িতের আশে

অতি সুশ্রী প্রেমময়ী তন্বঙ্গী যুবতী
ফুটন্ত যৌবনা,—যেন অমরার পরী।
কোথাও নিভৃতে কত প্রেমিকা বালিকা
বাস বৃক্ষ অন্তরালে,—যেন ত্রিদিবের
অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের সুধা ভরা কলি,
প্রমত্ত—আপন হারা নব অনুরাগে
আলাপিছে আপনার প্রেমিকের সনে
হে'সে হে'সে, জনস্রোত ছুটিয়াছে মরি
এদিক ওদিক দিয়া করি মুখরিত
এ নগরী, বিপণির অভ্যন্তরে কোথা
দেখিলা তাহারা, কত যুবক যুবতী
সজ্জিত বিবিধ সাজে,—পরী কন্যা প্রায়,
নানাবিধ জিনিষাদি করিতেছে ক্রয়।
কোথা বা নিভৃতে বসি কত নর নারী
আলাপিছে কত কথা সস্মিত বদনে।
সেই পথ দিয়া দোহে চলি পদব্রজে
কতদুর, নিরখিলা অট্টালিকা এক
সুসজ্জিত নানাবর্ণ আলোকের হারে
শ্রেণী মত, ধরাতলে ইন্দ্রপুরী প্রায়;
হিমাংশু কহিলা "অমি, এ'স ত্বরা করি,
অভিনয় এখন্ ও যে হয় নি আরম্ভ।"
"চল" ব'লে হিমাংশুর হস্ত ধ'রে অমি
পশিলা যাইয়া সেই থিয়েটার হলে।



ষোড়শ সর্গ ৷

[কলিকাতা- বিডনষ্ট্রীট ; ব্রজেন্দ্র কিশোর ব্রহ্মচারীর বাসা]

চারিটী বৎসর আজি গিয়েছে হিমাংশু
বিলাতে বৎসর এক লিখেছিল চিঠি
সপ্তাহে সপ্তাহে সে যে হেমের নিকটে
রীতি মত, এবে আর লিখে না সে চিঠি।
তিনটী বৎসর তার না পাইয়া চিঠি
হেমলতা আত্মহারা হ'য়েছে বিষাদে।
একটুকু শান্তি এবে নাহি তার মনে,
সদাই উন্মনা, চিত্ত সতত অস্থির,
সদাই সে ভাবে "কেন হইল এমন?"
সে এবে আহার নিদ্রা করি পরিহার
নিভৃতে পড়িয়া থাকে শয্যার উপরে,
কারু সনে বেশী কথা বলেনা সে এবে।
সপ্তাহে দুখানা চিঠি লিখে সে এখনো
হিমাংশুর কাছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মরি,
একটী চিঠির নাহি পায় সে উত্তর।
সে এবে নিভৃতে বসি ভাবে মনে মনে
"এত প্রেম—এত প্রীতি—এত ভালবাসা
কি ক'রে সে ভু'লে গেছে এই অল্প দিনে।
যদি সে এমনি ভাবে কাঁদাবে আমারে
কেন সে দেখিয়েছিল এত ভালবাসা?
কেন সে আমার মন প্রেমের নিগড়ে

বেঁধেছিল, কাঁদাইতে সারাটী জীবন?"
আবার মুহূর্ত্ত পরে ভাবে সে হৃদয়ে
"হিমাংশু বাঁচিয়ে নেই, গিয়াছে সে ম'রে।
বাঁচিয়া থাকিলে পত্র অবশ্য লিখিত,
কেন না সে এ জগতে প্রাণের অধিক
আমারে বাসিত ভাল" এই সব কথা
ভাবিতে ভাবিতে তার দিবস রজনী
হইয়াছে স্বাস্থ্য ভঙ্গ, সপ্তাহ সে ভাল
নাহি থাকে, পীড়িত সে সর্ব্বদা এখন।
আজি তার পেশী বাত, কালি তার জ্বর
পরশু কলিজা ব্যথা, কাশি তার পর;
এইরূপ নানা রোগে ভুগিতে ভুগিতে
হ'য়েছে কঙ্কাল সার, স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ
হইয়াছে পাণ্ডুবর্ণ. গোলাবের মত
হাসিমাখা মুখ খানি কালিমা মণ্ডিত।
প্রেমের মদিরা ভরা নয়ন যুগল
প্রভাহীন, সুবাসিত অধর-কুসুম
বিশুষ্ক, শয্যার'পরে শুয়ে হেমলতা
বিষাদে আপন মনে গাইতে লাগিল।

অন্তরের ভালবাসা
অন্তরেই র'বে! *
আমার এ ভাঙ্গা প্রাণ
সব জ্বালা সবে!

---

* রাগিণী ভৈরবী

কেউ না জানিবে তাহা,
গোপনে রাখিব আহা
সে কথা জানা'লে তারে
কোন্ ফল হ'বে।

যে দিন মুদিব আঁখি,
চ'লে যা'বে প্রাণ-পাখী,
সকলি ফুরিয়ে যাবে
স্মৃতি টুকু র'বে।

হাওড়া হইতে আজি কুঞ্জ নলিনী
এ'সেছে দেখিতে হেমে, পশি তার কক্ষে
দেখিলা হেমের সেই সুধেন্দু বদন
কালিমা মণ্ডিত, চক্ষে দুই বিন্দু জল।
ধরিয়া হেমের হস্ত কহিতে লাগিলা
"কেন তুই এত চিন্তা করিস্ এখন?"
কহিলা তাহারে হেম "দেখ্ কুঞ্জ দিদি,
প্রাণ যে অস্থির মোর, ভাল নাহি লাগে,
কি যে এক আশঙ্কায় হৃদয় আমার
গেছে ভে'ঙ্গে, শান্তি নেই একটুকু মনে;
ভে'বে ভে'বে আমি এবে ঘোর উন্মাদিনী।
হিমাংশু বাঁচিয়ে নেই, থাকিলে জীবিত
এভাবে আমারে ভুলে থাকিত না কভু।
চারিটী বছর আজি গিয়াছে হিমাংশু
বিলাতে, প্রথম বর্ষে লিখেছিল চিঠি

রীতিমত, এবে আর লিখেনা সে চিঠি
নিশ্চয় সে বেঁচে নেই, হৃদি মোর বলে।"
কহিলা আবার কুঞ্জ "ছিছি দিদি তুই
আনিস্ নে ইহা মুখে, পরীক্ষার চাপে
হয় ত পারে না পত্র লিখিতে সে তোরে।
পরীক্ষা হইলে শেষ, দিন দুই পর
অবশ্য লিখিবে পত্র, দেখিস্ তখন
আমার কথাই ঠিক, মিছে ভে'বেভে'বে
এ সব কু কথা তুই, কেন লো ভগিনি
মরণের পথে আজি হ'স অগ্রসর?
কথা রাখ্, ধৈর্য্য ধ'রে থাক্ ব'সে ঘরে
হিমাংশুর চিঠি তুই পাইবি অচিরে।"
শুষ্ক হাসি হে'সে হেম কহিলা তাহারে
"যা'ক কুঞ্জ, একবার গা' না সেই গান।"
"কোন্ গান?" কুঞ্জ তারে করিলা জিজ্ঞাসা;
উত্তরিলা হেমলতা "হিমাংশু যে গান
গাহিত সর্ব্বদা, তুই শুনিয়া যে গান
ক'রেছিলি ঠাট্টা মোরে, দেখ্ মনে ক'রে?"
"অহো সেই গান? কুঞ্জ হাসিয়া তখন
গাহিতে লাগিলা সেই সঙ্গীত মধুর

সাধের সে ভালবাসা
ভু'লে কি গিয়েছ প্রিয়ে!
এ'স রাণি,—এ'স এ'স
রে'খেছি পাতিয়ে হিয়ে!

প্রাণের নিভৃত কোণে,
বস' এ'সে সংগোপনে,
বল্‌ব প্রাণের গোপন কথা,
তোমায় বুকে নিয়ে! *

গান শু'নে হেমলতা মনের বিষাদে
ফেলিয়া নিশ্বাস দীর্ঘ, সজল নয়নে
কহিলা বিষণ্ণ ভাবে "দেখ কুঞ্জ দিদি,
সেই এক দিন আর এই একদিন,
আমার অদৃষ্ট-লিপি কেমন কঠিন!"
হেনকালে এ'ল তথা নলিনী মোহন,
কাঁদিয়া ফেলিলা হেম দেখিয়া তাহারে।
কহিলা সে "কাশী হ'তে এসে দাদা তুমি
আসনা আমার কাছে আগেকার মত
এবে আর, বুঝি দাদা তুমিও এখন
বাসনা আমারে ভাল, অভাগিনী আমি;
সময় হইলে মন্দ কেহ নহে কার,
আত্মীয় যে, সেও দাদা হ'য়ে যায় পর।"
কহিলা নলিনী "হেম, তুইও আমারে
বলিলি এ কথা আজি? তুই ভিন্ন হেম
বল্‌ দেখি এ জগতে কে আছে আমার?
তুই যদি জে'নে শুনে বলিস্‌ এ কথা,
কি আর বলিব আমি? তোরে হেমলতা

রাগিণী পিলু

বাসি কি না বাসি ভাল জানে অন্তর্যামী;
বাহিরে জানে না কেহ অন্তরের কথা,
কি ক'বে বুঝা'ব তোরে ওরে পাগলিনি?
তুই ছিলি হেম মোর প্রাণের বন্ধন,
বিবাহের পর তোর, সংসার ছাড়িয়া
সন্ন্যাসীর বেশে আমি গিয়াছিনু কাশী
সেখানেও গুরুদেব দীক্ষিত না ক'রে
দিয়াছে ফিরায়ে মোরে আবার এখানে
তোর কথা ব'লে হেম।" জিজ্ঞাসিলা হেম
"আমার কি কথা গুরু ব'লেছেন দাদা?"
নলিনী কহিলা তারে শুষ্ক হাসি হে'সে
"এখন সময় নহে, ভাল হলে তুই,
বলিব সে কথা আমি হেমলতা তোরে
আমার এ জীবনের অন্তিম সময়ে।"
হেমলতা শু'নে তাহা রহিলা নীরবে,
"এমন কি কথা?" মনে ভাবিতে লাগিলা,
দুঃখিনী, হৃদয়ে তার অতীতের স্মৃতি
উঠিল জাগিয়া, কিছু কহিলা না আর।

বহুক্ষণ পরে হেম নিদ্রোত্থিত প্রায়
কহিলা "তাহার চিঠি পেয়েছ কি দাদা?"
"না হেম, পাইনি আমি" কহিলা নলিনী।
কাঁদিয়া ফেলিলা হেম, কহিলা তাহারে
"সে বুঝি বাঁচিয়ে নেই, হৃদয় আমার
কহিছে ডাকিয়া দাদা, কি করিব আমি,

স্থির চিত্তে দাদা আমি পারিনে থাকিতে
আমারে লইয়া চল বিলাতে এখন,
নিজ চক্ষে দেখিব সে শ্মশান তাহার;
সেই—সে শ্মশানে দাদা আমার শ্মশান
রচিয়া, জ্বালিয়ে দিও আমারে সেখানে।
তার চিতা-ভস্ম সনে চিতা-ভস্ম মোর
মিশিয়া যখন সেথা হবে একাকার,
সার্থক হইবে দাদা জীবন আমার!
সেই আশে বেঁচে আছি, পায় ধরি দাদা
বিলাতে লইয়া যাও এখন আমারে।"
নলিনীর পদ যুগ ধরিতে যাইয়া
মূর্চ্ছিত হইয়া হেম পড়িলা ভূতলে।
দ্রুতপদে যে'য়ে কুঞ্জ একঘটি জল
আনিলা, নলিনী তাহা দিলা ছিটাইয়া
চোখে মুখে, মাথা তার দিলা ধোয়াইয়া।
ক্ষণপরে মূর্চ্ছা ভঙ্গে উঠিয়া বসিলা
হেমলতা, চারিদিকে বিহ্বলের মত
চাহিয়া কহিলা "কই, সে গেল কোথায়?"
জিজ্ঞাসিলা কুঞ্জ তারে "কার কথা হেম
জিজ্ঞাসা করিস্ তুই?" কহিলা আবার
হেমলতা "কার কথা জানিস নে তুই?
এইযে এখানে ছিল হিমাংশু রঞ্জন,
সে আমারে কত যত্ন করেছিল কুঞ্জ,
কোথায় সে গেল এবে?" "পাগল কি হলি
হেমলতা? সে এখন সুদূর বিলাতে"

কহিলা তাহারে কুঞ্জ। নলিনী ও কুঞ্জ
অনেক বুঝা'ল তারে, কিন্তু সে দুঃখিনী
কভু ভাল, কভু মন্দ, পাগলিনী পারা।
মুখে যাহা আসে, তা-ই বলিতে লাগিলা,
হেমের অবস্থা হেরি নলিনীর চোখে
দুই বিন্দু অশ্রু জল পড়িল গড়া'য়ে।

কক্ষান্তরে সাশ্রু নেত্রে বসিয়া ব্রজেন্দ্র
কহিতে লাগিলা তার ভার্য্যারে বিষাদে
"তোমারি ত দোষে আজি হেমলতা মোর
চ'লেছে মৃত্যুর পথে, তুমিই বলেছ
হেমলতা নলিনীরে ভাল নাহি বাসে।
মনে আছে?—ঋণ দায়ে, ছিনু আমি যবে
ঘোর জর্জ্জরিত, এই নলিনী তখন
দ্বিসহস্র টাকা দিয়ে ক'রেছিল মুক্ত
সে সময়, তার পর ভে'বে দেখ মনে
এণ্ট্রেন্স ও এল, এ, বি, এ, পড়ার খরচ
সবি দিয়েছিল এই নলিনী তখন।
তাহারে বঞ্চিত ক'রে হেমের বিবাহ
দিয়াছ হিমাংশু সনে, সেই দুঃখে সে যে
সমস্ত সম্পত্তি আর জমিদারী তার
দিয়াছে উইল ক'রে হেমলতা-নামে।
কেন না সে প্রাণাধিক ভাল যে বাসিত
হেমেরে, তুমি ত তা বোঝ নেই আগে?
সেই পাপে—আর তার ঘোর অভিশাপে

হেমলতা চ'লেছে যে মৃত্যুর কবলে
আজি, হায়, এবে আর কাঁদিলে কি হবে?
কৃতঘ্নতা মহা পাপ জান না কি ভবে?



সপ্তদশ সর্গ।

[হাওড়া—রেলওয়ে ষ্টেশন]

ব্রজেন্দ্রের বাড়ী এ'সে কহিলা নলিনী
"টেলিগ্রাম পাইয়াছি, বোম্বে মেল ট্রেণে
হিমাংশু পৌঁছিবে আজি কলিকাতা এ'সে।
তাহারে আনিতে আমি চলিলাম এবে"
ব্রজেন্দ্র এ কথা শু'নে উৎফুল্ল হৃদয়ে
কহিলা "আমি ও যাব।" হেমলতা শু'নে
আনন্দে সস্মিত মুখে কহিলা পিতারে
"আমিও যাইব বাবা তোমাদের সাথে।"
ব্রজেন্দ্র কহিলা তারে সুমিষ্ট বচনে
"মা তুমি কি জন্য যাবে? আমরাই তারে
আনিব যতন ক'রে, প্রহরেক মাঝে
অবশ্য তোমার সনে দেখা হবে তার,
এসেছে যখন দেশে। শরীর তোমার
এখনো হয়নি সুস্থ, যাতায়াতে তব
পীড়া বৃদ্ধি হতে পারে।" উত্তরিলা হেম
"ঘরে ব'সে ব'সে থাকা ভাল নাহি লাগে,
তোমরা যেতেছ যবে, তোমাদের সাথে
আমিও বেড়িয়ে আসি ষ্টেশনে যে'য়ে
বিজন-বাসিনী এ'সে কহিলা তখন
"একাকী কেমনে হেম যাইবে সেখানে
অসুস্থ শরীর নিয়ে? কাজেই আমার

যাইতে হইবে সেথা তারে সঙ্গে নিয়ে।"
অতঃপর সকলেই উঠিয়া গাড়ীতে
পঁহুছিল যে'য়ে দ্রুত রেল ষ্টেশনে।
এখনো আসেনি গাড়ী, লোক সমাগমে
ষ্টেশন গেছে ভ'রে, নাহি স্থান কোথা।
এরা সব গাড়ী হতে নামি দ্রুত পদে
ইতস্ততঃ ঘু'রে ফিরে বেড়া'তে লাগিল
উৎসাহে উৎফুল্ল হৃদে, দেখিলা নলিনী
কিছু দূরে হিমাংশুর মটোর চালক
দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রভু অপেক্ষায়।
ক্ষণ পরে ট্রেণ খানি "ঝুস্ ঝুস্" করে
দাঁড়াইল ধীরে ধীরে প্ল্যাট ফর্ম্মে আসি।
বহু লোক গাড়ী হতে নামিতে লাগিল
লয়ে স্ব স্ব জিনিষাদি, মোটের আশায়
কুলিগুলি ছুটাছুটি করিতে লাগিল
দিকে দিকে, হেনকালে দেখিলা তাহারা
হ্যাট কোট পরিহিত হিমাংশু রঞ্জন,
সঙ্গে তার ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত
একটী বাঙ্গালা মে'য়ে—সৌন্দর্য্যের রাণী,
মুখ খানি যেন তার ফুটন্ত গোলাপ
হাসিমাখা, বালিকাটী হিমাংশুর বামে
ধরি তার বাম বাহু, আসিছে উভয়ে
এক সাথে, নানারূপ কথা বার্ত্তা ক'য়ে
হে'সে হে'সে, ব্রজেন্দ্রের পাশ কে'টে তারা
গেল চ'লে, নিরখিয়া সম্মুখে তাদের

ব্রজেন্দ্র ও হেমে, নাহি চিনিতে পারিল
হিমাংশু, তাদের পাশে নলিনী দাঁড়িয়ে
এ দৃশ্য দেখিতেছিলা, দেখিয়া তাহারে
হাসিমুখে বহুকথা সুধা'ল হিমাংশু
"ভালত নলিনী বাবু? এ বেশ তোমার
কেন ভাই? কেন তুমি সে'জেছ সন্ন্যাসী?"
হাসিয়া বিশুষ্ক হাসি কহিলা নলিনি
"এ মোর প্রাক্তন লিপি, কে খণ্ডাবে বল?
এ বেশ কি মন্দ ভাই? আছি মহাসুখে,
চিন্তা ও ভাবনা নেই, কামনা বাসনা
বলি দিয়ে, যথা তথা ঘুরিয়া বেড়ায়
উদ্দেশ্য বিহীন এই জীবন আমার!
এ বেশ নূতন নহে, বিলাত যাওয়ার
আগে ও ত দে'খেছিলে এই বেশ তুমি?"
নলিনী হেমের কথা বলিলা তাহারে
"অই যে দাঁড়িয়ে হেম, তোমার লাগিয়া
এ'সেছে সে এই স্থানে, পাশ কে'টে তার
তুমি যে চলিয়া এ'লে, দেখনি কি তারে?"
"রেখে দেও ও সকল বাজে কথা এবে,
আলাপ করার মোর সময় কোথায়?
বিশেষতঃ মিস্ অমি সঙ্গে আছে মোর
এ সময়" বলিয়া সে উপেক্ষার ভাবে
মুখ খানি বক্র করি হ'ল অগ্রসর!
নলিনী মলিন মুখে বিরক্তির সহ
জিজ্ঞাসিলা "এ মেয়েটী সঙ্গে কে তোমার?"

হিমাংশু কহিলা হে'সে কাণে কাণে তার
এ আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, পুনা নগরের
ম্যাজিষ্ট্রেট বিনোদ বিহারী ঘোষালের
কন্যা এটী, নাম মিস্ অমিয় ঘোষাল।
এর সনে সদা এক হোষ্টেলে থাকিয়া
ছিলাম বড়ই সুখে আমোদ আহ্লাদে
বিলাতে, ছায়ার মত সকল সময়
থাকিত আমার সাথে, মুহূর্ত্তের তরে
হইত না কাছ ছাড়া কি নিশি দিবসে।
একত্র উভয়ে মোরা বিলাতে থাকিয়া
পরীক্ষায় পাস হ'য়ে এসেছি এ দেশে।
চলো আমাদের বাড়ী অই যে মটোর
দাঁড়িয়ে রয়েছে, দিব পরিচয় ক'রে
এর সাথে, সুখী হবে আলাপ করিলে।"
নলিনী কহিলা তারে মলিন বদনে
"যাও তুমি, সঙ্গে মোর আরো লোক আছে
এদেরে রাখিয়া বাড়ী, একটুকু পরে
যা'ব আমি।" বিনা বাক্যে উঠিয়া মটোরে
হিমাংশু চলিয়া গেলা আপন আলয়ে।
হেমের হৃদয় মাঝে সহস্র বৃশ্চিক
দংশিতে লাগিল, হৃদি ভে'ঙ্গে গেল তার,
ভাবিলা সে—"এই সেই হিমাংশু রঞ্জন?—
—বিলাত যাওয়ার কালে যে হিমাংশু মোরে
লইয়া হৃদয়ে, এই হাওরা ষ্টেশনে
ক'রেছিল কত স্নেহ—কতনা আদর?

বিলাত হইতে আসি সে হিমাংশু আজ
চিনিল না মোরে সেই হাওড়া ষ্টেশনে ?
এ কথা স্মরিলে মোর ফে'টে যায় হৃদি
এই কি আমার সেই হিমাংশু রঞ্জন ?"

নলিনী ব্রজেন্দ্র আর বিজন-বাসিনী
হেমেরে লইয়া সঙ্গে গেলা চ'লে বাড়ী।
হিমাংশুর ব্যবহারে সবারি হৃদয়
ভে'ঙ্গে গেল, হেমলতা ম'রে গেল প্রাণে।
নির্জ্জনে বসিয়া হেম গাইলা বিষাদে

আমি—তোমারি লাগিয়া, র'য়েছি বসিয়া
তবু তুমি এলে না! *
চরণে দলিয়া, গেলে যে চলিয়া
চোখ তু'লে চে'লে না!

এত ভালবাসা, এত প্রেম-আশা
বাড়াইয়া এত প্রেমের পিপাসা
ক'রে গেলে ছলনা!

হেন কালে কুঞ্জ আসি বসি তার পাশে
কহিলা "কেন লো দিদি কাঁদিস্ এভাবে ?
ধৈর্য্য ধর, সে—ই যদি ভুলিতে পারিল,
তুই কি লো পারিবি নে ভুলিতে তাহারে ?

---

* রাগিনী কালেংড়া।

অষ্টাদশ সর্গ।

[বিডনষ্ট্রীট—কলিকাতা ; ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর বাসা]

হিমাংশুর সে দিনের সেই ব্যবহারে
ঘোর মর্ম্মাহত হ'য়ে শয্যার আশ্রয়
লইয়াছে হেমলতা, হৃদয় তাহার
শতধা বিচূর্ণ হয়ে গিয়াছে ভাঙ্গিয়া !
দুঃখিনী কাহারো সনে কথা নাহি বলে ;
নিভৃতে বসিয়া সদা ভাবিতে ভাবিতে
হ'য়েছে কঙ্কাল সার দেহখানি তার।
সদাই উন্মনা, মায়া নাহি একটুকু
জীবনের প্রতি, সদা মরিতে বাসনা।
আগেকার মত তার শরীরের প্রতি
নাহি যত্ন, স্নানাহার ক'রেছে বর্জ্জন।
সামান্য একটু যদি করে সে আহার
পেটটী কাঁপিয়া উঠে, বোধ হয় ব্যথা,
সদাই ঢেকুর উঠে, গোপনে গোপনে
দিন রাত কাঁদে সে যে শয্যায় পড়িয়া;
সদাই অস্থির মতি, শান্তি নেই মনে,
জীবন তাহার কাছে অতীব দুর্ব্বহ।
কিছুতেই নাহি স্পৃহা, সেই দিন হতে
প্রত্যহ হতেছে জ্বর, উঠিয়া বসিতে
শয্যা হতে এবে আর পারে না দুঃখিনী ;

হিমাংশুরে ভালবে'সে গ'ড়েছিলা হেম
যে সুখের অট্টালিকা, ব্যবহারে তার
এ জন্মের মত তাহা প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া।
নাই তার সে সৌন্দর্য্য—লাবণ্য-মাধুরী,
নাই তার সে চাঞ্চল্য, হৃদয় মাতানো
নাই সেই হাব ভাব, সদ্য প্রস্ফুটিত
গোলাপ ফুলের মত সদা হাসি মাখা
সে সুন্দর মুখ খানি বিষণ্ণ মলিন।
নীলোৎপল সম তার সে চটুল আঁখি
হাসি শূন্য, সে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষে যাহার
স্বয়ং সে রতিপতি উঠিত শিহরি,
আজি সে নিথর স্থির, ক্রিয়াহীন অতি।
স্বর্ণ প্রতিমার প্রায় দেহ খানি তার
রয়েছে পড়িয়া শুষ্ক কুসুমের মত
শয্যা পরে, নাহি তাহে লাবণ্য মাধুরী—
—চঞ্চলতা - সৌন্দর্য্যের লীলা মনোহর!
বিছানার পার্শ্বে বসি সজল নয়নে
নলিনী চাহিয়া আছে হেমলতা পানে।
ক্ষণ পরে অভাগিনী মেলিয়া নয়ন
দেখিলা, নলিনী তার শয্যা পাশে বসি
কাঁদিতেছে, মুখ তার বিষণ্ণ মলিন।
হেমলতা স্থির দৃষ্টে চাহি তার পানে
কহিলা বিষাদে "দাদা বহু অত্যাচার
করিয়াছি আমি হায় তোমার উপরে,
সে কথা স্মরণ হলে ফে'টে যায় হৃদি

আজি মোর, প্রতিফল পাইয়াছি তার।
শৈশবে একই গ্রামে—জন্মভূমি-ক্রোড়ে
লালিত পালিত মোরা হ'য়েছি একত্র,
একত্র খেলেছি দোঁহে মধুমতী-তীরে
বালি ল'য়ে ঘর বাড়ী করিয়া নির্ম্মাণ।
বাগানে তুলেছি ফুল, বনের ভিতরে
গাছে উঠি পাখী ছানা দিয়েছ পাড়িয়া।
পেয়ারা, সুপক্ক অম্র গাছ হ'তে পে'ড়ে
দিয়েছ আমার হাতে, বন-ফুল তু'লে
গেঁথে মালা বন-দেবী সাজিয়েছ মোরে।
কত গীত গাহিতাম দুজনে মিলিয়া,
কত তরী গণিতাম মধুমতী নীরে।
তার পর অদৃষ্টের স্রোতে ভে'সে মোরা
আসিলাম কলিকাতা, কিছু দিন পরে
তুমি ও আসিলে দাদা অধ্যয়ন-তরে
এই স্থানে, এ'সে তুমি একই ষ্ট্রীটে
রহিলে মোদের এই বাসার নিকটে।
প্রত্যহ আসিতে তুমি আমাদের বাড়ী,
তা'ছাড়া হইত দেখা স্কুল কলেজে।
ভগিনীর মত ভাল বাসিতে আমারে
দাদা তুমি, কত কিছু দিতে এনে মোরে;
সে কথা আমার মনে উঠিয়া এখন
বৃশ্চিকের মত হৃদে করিছে দংশন।
আমি অভাগিণী কিছু পারি নেই দিতে
প্রতিদান তার, আই, এ, পড়িতাম ঘরে

অবস্থার স্রোতে এই জীবন-প্রান্তরে
হঠাৎ হইল দেখা হিমাংশুর সনে
একদিন, তার সেই সরলতা পূর্ণ
অমায়িক ব্যবহারে দেবতা বলিয়া
হইল আমার ভ্রম, হৃদয়ের মাঝে
সৃজি এক স্বপ্ন-রাজ্য, অতি সযতনে
নিজেই নিজের স্বর্গ লইনু গড়িয়া,
তারি মাঝে স্থাপি সেই দেবতারে আমি,
পূজিলাম ভক্তি ভরে প্রাণ মন দিয়া।
আজি সেই স্বপ্ন-রাজ্য ধূলা বালি সনে
মিশিয়া গিয়াছে দাদা, সেই স্বর্গ মোর
হইয়াছে পরিণত নরকে এখন।
তারি মাঝে দাদা আমি পড়িয়া এখন
জ্বলিয়া হইনু ভস্ম জনমের তরে।
সুখ নেই—শান্তি নেই—আশা নেই মনে,
কি ল'য়ে থাকিব বাঁচি? অদৃষ্টের দোষে
এ জনম বৃথা গেল, —দহ পদ-ধূলি।"
অতি কষ্টে হেমলতা বাড়াইয়া হস্ত
নলিনীর পদ-ধূলি লইলা মস্তকে।
হেনকালে তাহাদের পাশের বাড়ীতে
কে জানি করুণ কণ্ঠে উঠিল গাহিয়া
অর্গ্যানের সনে ধীরে কড়ি ও কোমলে

দেনা পানা চুকিয়ে গেছে
কিছু ত আর নাই বাকী।
জীবনের এই ধুলো খেলা
সবি গিছে—সবি ফাঁকী।

অতীতের সকল কথা,
মনে প'লে পাই যে ব্যথা,
সে কোথা, আর আমি কোথা,
মিছে করি হাকা হাকি।

কত আশা ছিল মনে,
ভে'ঙ্গে গেছে স্বপ্ন সনে,
প্রেমের মন্দিরে আমার
নাহি সরাব—নাহি সাকী।

রাগিণী ইমন কল্যাণ



ঊনবিংশ সর্গ।

[হাওড়া—গঙ্গা-তীর ; মণিলাল গোস্বামীর বাড়ীর
পার্শ্বস্থ ব্রজেন্দ্র কিশোর
ব্রহ্মচারীর নূতন বাসা]

হেমের শয্যার পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে
বিজন-বাসিনী ব'সে কহিতে লাগিলা
"নলিনি, হৃদয় মোর যাইছে ফাটিয়া
হেমের অবস্থা হেরি, কত যে ডাক্তার
লাগাইনু, কোন ফল হইলনা তাহে।
দ্বাদশ দিনের জ্বরে হেমলতা মোর
শয্যায় মিশিয়া গেছে, উঠিতে বসিতে
পারে না এখন আর, শরীর তাহার
অতি ক্ষীণ, ওষ্ঠদ্বয় কালিমা মণ্ডিত।
আঁখি দুটী প্রভাহীন, খেলেনা তাহাতে
আর সেই উল্লাসের বিদ্যুৎ লহরী।
কনক চাঁপার মত দেহের বরণ
কালিমা মণ্ডিত এবে—, শ্রীহীন এখন।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণে ক্ষণে পায়
চেতনা, হৃদয় তার অতীব দুর্ব্বল।
লিভারের ক্রিয়া তার গেছে নষ্ট হ'য়ে।"
নলিনী কহিলা তারে সজল নয়নে
"ভগবান আমাদের উপরে বিমুখ,
তাই মা হেমের দশা হ'য়েছে এমন।

কি আর করিব মোরা, না দেখি উপায়।
সত্যই মা, হেম বুঝি যাইবে ছাড়িয়া
আমাদেরে ভাসাইয়া দুঃখের সাগরে।"
হেনাকলে হেমলতা উঠিল বলিয়া
বিকারের ঘোরে,—"তুমি এ'সেছ হিমাংশু ?
এ'স প্রাণেশ্বর, এ'স নিকটে আমার।
আমি ত তোমারি দাসী ? তুমি কেন মোরে
দিতেছ এ কষ্ট আজ ? মরণের পারে
আমি ত এ'সেছি নাথ! ক্ষমিয়া আমারে
লবে না তুলিয়া বুকে ?" নলিনী তখন
ছিলা বসি শয্যাপাশে, পড়িল ঝরিয়া
দুই বিন্দু অশ্রু তার যুগল নয়নে।
তাড়া তাড়ি উঠিয়া সে দিলা এক মাত্রা
ঔষধ তাহার মুখে, কিছুক্ষণ পরে
মেলিলা নীরবে আঁখি হেমলতা দেবী।
নলিনী মলিন মুখে জিজ্ঞাসিলা তারে
"এখন কেমন আছ ?" উত্তরিলা হেম
"বড় কষ্ট, এই মাত্র হিমাংশু আসিয়া
নিয়া গিয়াছিল মোরে ধরিয়া সজোরে
শূন্য পথে, তথা হতে দিয়াছিল ফে'লে
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে, কোনো দোষ আমি
করি নি ত তার কাছে ? শয়নে স্বপনে
অশনে বসনে তার চরণ যুগল
সতত ক'রেছি ধ্যান, মুহূর্ত্তের তরে
কখনো তাহার কথা ভুলি নেই আমি ;

তবু কেন সে আমার প্রাণের ভিতরে
হানিল এ তীক্ষ্ণ ছোড়া বধিতে আমারে ?
কি করিব আমি আর বাঁচিব না দাদা,
সে জন্য দুঃখিত নহি, শুধু দুঃখ এই
রহিল আমার মনে, বিনা অপরাধে
এ নির্দ্দয় ব্যবহার মরণের কালে।
জীবনের প্রতি মোর নাহি আর মায়া
এখন আমার দাদা মরণই মঙ্গল।"
বিজন-বাসিনী দ্রুত এরারুট এ'নে
মুখের নিকটে নিয়া কহিলা সস্নেহে
"একটুকু খাও হেম, নিষেধিয়া বালা
কহিলা কাতর ভাবে মাতৃ পানে চাহি
"পারিব না খে'তে আমি।" কহিলা নলিনী
"না খে'য়ে শরীর তোর প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া ;
এত জ্বর, তার পর না খে'তে খে'তে
শরীরে একটু শক্তি নাহি তোর এবে।"
বিজন-বাসিনী দেবী কহিলা আবার
"খাও হেমলতা" হেম একটুকু খে'য়ে
নীরবে রহিলা পড়ি শয্যার উপরে।

বিজন-বাসিনী গেলা নিজ কার্য্যে চলি
বিষণ্ণ মলিন মুখে, রহিলা বসিয়া
নলিনী সজল নেত্রে হেমের নিকটে।
কতক্ষণ পরে হেম নয়ন মেলিয়া
দে'খে তারে, মৃত স্বরে কহিতে লাগিল

অতি কষ্টে নলিনীর চরণ ধরিয়া
"না খে'য়ে—না নে'য়ে দাদা এখনো র'য়েছ
বসিয়া এখানে তুমি? নিদ্রা ও আহার
তেয়াগিয়া, দিন রাত অভাগীর তরে
করিতেছ এত কষ্ট? নিরখি তোমার
এই কষ্ট, প্রাণ মোর যে'তেছে ফাটিয়া
ক্ষমা কর দাদা মোরে, আমার লাগিয়া
সোণার শরীর তব হ'য়ে গেছে মাটি।
বহু কথা মনে আজ পড়িতেছে মোর,
এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসে আমি পড়িতাম যবে
পিতা মোর জর্জ্জরিত ছিলা ঋণ দায়ে,
উত্তমর্ণ এ'সেছিল আমাদের বাড়ী
ক্রোক নিয়ে, সে সময় দিয়েছিলে তুমি
দ্বিসহস্র টাকা, তাই সম্মান মোদের
হ'য়েছিল রক্ষা, তুমি নেও নি সে টাকা,
নিস্বার্থ হৃদয়ে তাহা ক'রেছিলে দান।
তার পর এল্, এ, বি, এ, প'ড়ার খরচ
সমস্তই তুমি দাদা দিয়েছিলে মোরে,
তব অর্থে বি, এ, পাস করিয়াছি আমি।
আমি অভাগিনী তব কোন উপকারে
নাহি আসিলাম দাদা, এ নারী জনমে।"
নলিনী কহিলা "হেম ছে'ড়ে দে ও কথা,
তুলিয়া ও সব কথা দিস্ না আমারে
কষ্ট আর, সম্পত্তি ত তোরি হেমলতা?
আমার ত কিছুই নেই, সমস্ত সম্পত্তি

লিখিয়া দিয়েছি তোরে বহু পূর্ব্বে আমি!
সে কথা তুলিয়া কেন কষ্ট দিস্ মোরে?
তোর দশা দে'খে মোর ফে'টে যায় হৃদি
এ ভাবে আমারে কষ্ট দিস্ নে এখন?
হেমলতা কেঁদে কেঁদে কহিলা আবার
"বহু দিন পরে পুনঃ মনে প'ল মোর
পূর্ব্বের একটী কথা, বলেছিলে মোরে
একদিন, কাশী হ'তে দিয়াছে ফিরা'য়ে
তোমার সে গুরু দেব মোর কথা ব'লে,
সে কথাটী কি যে দাদা বল নি আমারে
সে সময়, বলেছিলে সময় হইলে
বলিবে তা' জীবনের অন্তিম সময়
আজি মোর, সে কথাটী বলিয়া আমারে
উৎকণ্ঠা আমার আজি দূর কর দাদা।"
নলিনী কহিলা "হেম কি শুনিবি তুই?—
—সে কথা ত বহুবার বলিয়াছি তোরে?
তুই এবে পরস্ত্রী, অপরের দুঃখ
কি হবে শুনিলে তোর? স্মর্ জগদীশে,
নিরাময় যেন তোরে করেন অচিরে।"
"না দাদা মরিয়া গেলে বড় দুঃখ রবে।
পায়ে ধরি, সে কথাটী বল আজি মোরে।"
নলিনী কহিলা "হেম, শৈশব হইতে
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম তোরে,
তোরা যবে দেশ ছে'ড়ে এলি কলিকাতা,
আমার তখন কিছু লাগিত না ভাল,

প্রাণ সদা "হুহু-হুহু" করিত সে দেশে,
কি যে এক আকর্ষণে আমিও তখন
কলিকাতা এ'সে হেম লইলাম বাসা
তোদের বাসার কাছে, স্নেহের আধিক্যে
প্রতি দিন যে'য়ে আমি তোদের বাসায়
দেখিতাম তোরে, তত্ত্ব লইবার ছলে।
স্কুল—কলেজে যে'য়ে দেখিতাম তোরে,
সে কথা কি আছে মনে? দেখ্ হেমলতা
হৃদি খানি চিঁড়ে যদি দেখাতেম তো'রে,
তা হলে দেখিতি তুই, দেবী বেশে তোরে
প্রতিষ্ঠা করেছি আমি সাজাইয়া ফুলে
এ প্রাণের গোপনীয় নিভৃত মন্দিরে।
হিমাংশু আসিয়া মোর হৃদি খানা চিঁড়ে
কাড়িয়া নিয়েছে তোরে, সেই দিন হেম
বন্ধুর লাগিয়া বলি দিয়া আপনাকে
ভগ্নী ব'লে তোরে আমি ভাবিয়াছি মনে,
এ প্রাণের সব দুঃখ জানিয়েছি তোরে
পত্র লিখে, মনে ক'রে দেখ্ তুই হেম
সেই কথা, তুই শেষে না জানি কি ভে'বে
আমারে ও সেই কুঞ্জ নলিনীর সাথে
বাঁধিতে বিবাহ পাশে কত না যতন
করেছিলে, এ হৃদে ত স্থান নেই কারু
তুই ছাড়া? বল্ হেম কেমনে সেখানে
অন্য দেবতারে আমি করিব স্থাপন?
কি করিব, সখি মোর প্রাক্তনের লিপি,

তোরে যবে না পাইনু জীবনের সাথে,
সংসার দিয়েছি ছে'ড়ে—হ'য়েছি সন্ন্যাসী।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আমি ক'রেছি ধারণ;
এ জীবনে কারু সনে বিবাহ বন্ধনে
হ'বনা আবদ্ধ আর, প্রতিজ্ঞা আমার।
জীবনের ক'টা দিন পর উপকারে
কাটাইব, এই মোর শেষ আকিঞ্চন।
সেই আশে আমি হেম সাজিয়া সন্ন্যাসী
গিয়েছিনু কাশীধামে স্বামীজির কাছে;
তিনি মোরে ক'রেছিলা জিজ্ঞাসা তখন
বহু কথা, ব'লেছিনু সব কথা তারে!
শু'নে তিনি, ব'লেছিলা ভুলিতে যে তোরে,
কিন্তু আমি ব'লেছিনু "এ জীবনে কভু
ভুলিতে তাহারে বাবা পারিব না আমি,
কেন না সে রাণী বেশে হৃদয় যুড়িয়া
আছে মোর, সম ভাবে দিবস যামিনী।
যখনি ঈশ্বর চিন্তা করি মনে মনে
নয়ন মুদিয়া আমি, তখনই দেখি
কুসুম ভূষণে সে যে হইয়া সজ্জিত
রাণী বেশে, দাঁড়ায় সে আসিয়া আমার
সম্মুখে, কেমনে আমি ভুলিব তাহারে?
প্রাণের অধিক ভাল বাসি যে তাহারে।"
শুনিয়া এ সব কথা ব'লেছিলা তিনি
সন্ন্যাস ধর্ম্মের তুমি নহ উপযুক্ত,
কেননা তোমার মধ্যে র'য়েছে কামনা,

তারি আকর্ষণে তুমি পাছে পাছে তার
ছুটিয়া আসিবে পুনঃ জনম লইয়া।
যে পর্য্যন্ত তুমি বাবা না হতে পারিবে
নিষ্কাম, কামনা শূন্য, পাছে পাছে তার
আসিতে হইবে তব, তাই তুমি তার
মৃন্ময় মূরতি এক করিয়া নির্ম্মাণ
প্রেমের কুসুম দিয়া পূজিও তাহারে
নিভৃতে গোপনে বসি, ইহাই সোপান
ঈশ-প্রেম লভিবার, এ প্রেম বিহনে
পারত্রিক প্রেম তুমি লভিবে কেমনে?
এ প্রেম কামনা শূন্য হইবে যখন,
তখনি লভিবে তুমি ঈশ পরাৎপরে;
আত্মার যে অধোগতি কামনা থাকিলে?
সেই আকর্ষণে তুমি আসিবে আবার
জনম লইয়া এই ধরণী মাঝারে,
সে ও যে আসিবে বাছা তব আকর্ষণে।"
সেই জন্য মূর্ত্তি তোর মাটিতে গড়িয়া
সাজাইয়া এ প্রাণের প্রেমের কুসুমে
পূজিতেছি হেম তোরে দিবস রজনী।"
তখনি বক্ষের বস্ত্র করি উন্মোচন
দেখাইলা হেমের সে মৃন্ময় মূরতি,
রে'খেছিল লুকিয়ে যা' প্রাণের ভিতরে।
হেমলতা দেখি তাহা গভীর বিষাদে
মুখখানি অকস্মাৎ করিয়া বিকৃত
"উঃ" বলিয়া মুহূর্ত্তেকে হইলা মূর্চ্ছিত।

মুহূর্ত্তে নলিনী উঠি বিদ্যুৎ গতিতে
চোখে মুখে জল তার দিলা ছিটাইয়া।
হেমলতা ক্ষণপরে লভিয়া চেতনা
কাঁদিতে লাগিলা তার চরণের ধূলা
লইয়া মস্তকে হৃদে. কাঁদিতে লাগিলা
উভয়েই সে সময় মনের আবেগে।
তাহাদের কান্না শুনে আসিলা ছুটিয়া
জনক জননী তার, তারা ও কাঁদিয়া
অনেক প্রবোধ দিলা হেমেরে তখন।
পিতা তার কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিলা
কাঁদিস্ নে হেমলতা,—কি হবে কাঁদিলে?
না বুঝে তাহারে তুই বে'সেছিলি ভাল,
ফল তার হাতে হাতে পাইলি এখন।
যারে ভাল বেসেছিলি, সেই তোর হৃদে;
হানিয়ে ভীষণ ছোরা বধিল জীবনে।
এ রূপ যে হবে শেষে জানিতাম আমি,
বিলাত যাওয়ার আগে হিমাংশুর সনে
তাই আমি বিবাহ যে দিয়েছিনু তোর
সে সময়, কিন্তু ফল হইল না তাতে,।
যা হবার হ'য়ে গেছে, বিবাহ না দিয়া
অনূঢ়া রাখিলে তোরে, আজি এ যন্ত্রণা
ভুগিতে হতনা বাছা, বিধাতার কাছে
ক্ষমা চা' এসব তোর ললাট-লিখন।
হিমাংশুর কাছ হতে দূরে এ'নে তোরে
লুকিয়ে রে'খেছি আমি; ভেবেছিনু মনে

তার এই ব্যবহারে, ভুলে যাবি তারে
দূরে থে'কে, সে আশা ও নিষ্ফল এখন।"
হেমলতা কেঁদে কেঁদে পিতার চরণে
প্রণমি, কহিলা "পিতঃ ক্ষমা কর মোরে,
আমাদ্বারা হইল না উপকার তব।"
মায়েরে ডাকিলা হেম. বিজন বাসিনী
গেলা কাছে, অভাগিণী প্রণমিলা তারে।
মাতা তার কেঁদে কেঁদে কহিলা তাহারে
"কাঁদিস্ নে হেমলতা, তোর কান্না দে'খে
বুক ফে'টে যায় মোর; ডাক্তার বলেছে
সপ্তাহের মাঝে তুই উঠিবি সারিয়া।
নলিনী যে রূপ তোর করিছে শুশ্রূষা
দিন রাত, ঋণ তার নারিব শোধিতে।
সারা নিশি জে'গে তোর শয্যা পাশে বসি
ঔষধ খাওয়াচ্ছে তোরে প্রাণের মমতা
বিসর্জ্জিয়া, দেখ্ হেম, সে যাহা করিছে
সহোদর ভ্রাতা ও তা' পারে না করিতে।
তার সেই সুবিশাল জমিদারী সব
দিয়েছে সে তোর নামে উইল করিয়া।
না বু'ঝে যে ভুল মোরা করিয়াছি হেম,
ফল তার পাইয়াছি, সংশোধন-আশা
নাহি আর, কি করিব অদৃষ্ট-লিখন।
বিলাত যাওয়ার আগে জননী তাহার
এ'সে ঘরে আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়াছিল,
সে সময় প্রত্যাখ্যান করিতাম যদি,

অথবা সে হিমাংশুর চাটু বাক্যে তুই
না ভুলিয়া, নিজ মন রাখিলে সুদৃঢ়
হ'তনা এমন ভুল, সেই ভুলে হেম
হ'য়েছে যে তোর আজি এই সর্ব্বনাশ;
সেই ভুলে ব্যর্থ আজি জনমের মত
প্রাণাধিক নলিনীর অমূল্য জীবন।
অদৃষ্টের লেখা সবি মানুষের হাত
নাহি তাতে, মূর্খ মোরা পারি নে বুঝিতে।
চুপ ক'রে শু'য়ে থাক, ডাক্ জগদীশে
দয়া ক'রে নিরাময় করিবেন তিনি।"
বিজন বাসিনী আর ব্রজেন্দ্র কিশোর
কেঁদে কেঁদে গেলা চলি, হেম ও নলিনী
বহুক্ষণ ম্লান মুখে রহিলা নীরবে।
তার পর হেমলতা জিজ্ঞাসিলা তারে
"হিমাংশুর সঙ্গে দাদা দেখা কি হ'য়েছে
তব আর? জীবনের অন্তিম সময়ে
বড় দুঃখ, তারে নাহি পাইনু দেখিতে।
একবার তুমি তারে পার কি দেখা'তে?
দুঃখে কষ্টে হেম এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়িলা, হৃদয় তার ভেদ করি যেন
ভীষণ আগ্নেয় গিরি হইল নির্গত
মুহূর্ত্তেকে, সে কাতর নয়ন হইতে
দুই বিন্দু অশ্রু জল পড়িল গড়া'য়ে।
নলিনী কহিলা "হেম, কেন পুনঃ তুই
সেই পাষণ্ডের কথা আনিলি এ মুখে?"

সজল নয়নে হেম কহিলা তাহারে
"ছি দাদা, অমন কথা বলিও না তুমি,
তুমি কি জাননা দাদা সে আমার স্বামী?
সহস্র যন্ত্রণা কষ্ট দিক্ সে আমারে
তবু সে আমার স্বামী,—প্রাণের দেবতা
সে আমার, স্বামী ভিন্ন আপন বলিতে
রমণীর, কও দাদা কে আছে সংসারে?
তার সেই পূজনীয় পবিত্র চরণে
উৎসর্গ ক'রেছি দাদা আমার এ প্রাণ!
তার কথা দিন রাত ভাবিতে ভাবিতে
জীবনের লীলা মোর হবে অবসান।
দাসী হয়ে আমি দাদা কেমনে ধরিব
দোষ তার? মহাপাপী হইব যে ইথে!"
নলিনী কহিলা পুনঃ "কেন হেম তুই
বলিস্ এ সব কথা? কার দোষে আজ
সদ্য প্রস্ফুটিত এই গোলাপের কলি
অকালে পড়িছে ঝ'রে? কে আজি এভাবে
এ স্বর্ণ নলিনী হার ফেলিল ছিঁড়িয়ে?
গত রাত্রে সে পাষণ্ড ক'রেছে বিবাহ
অমিয়ারে, পিতা তার বিনোদ বিহারী
ঘোষাল, মাজিষ্ট্রেট পুনা নগরের।
হিমাংশু বিলাতে যে'য়ে একই হোটেলে
থাকিত অমির সনে, সিভিল সার্ভিস্
পড়িত সে, অমিয়া ও পড়িত ব্যারিষ্টারি।
সেখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছিল দোঁহে

বিবাহের জন্য, তাই অমিয়ার সাথে
হ'য়েছে বিবাহ তার গত রজনীতে।
আজি যে বাসর তার, নিমন্ত্রণ মোরে
ক'রেছিল যে'তে সেথা, কেমনে যাইব
বিবাহে তাহার আমি;—মনুষ্যত্ব তার
থাকিলে কি করিত সে বিবাহ আবার?"
হেমলতা ম্লান মুখে শুষ্ক হাসি হে'সে
কহিলা তাহারে "ভাল কর নেই দাদা,
যাওয়া যে উচিত ছিল বিবাহে তাহার,
নিমন্ত্রণ ক'রেছিল সে যবে তোমারে।"
"না—না হেম, তোর মুখে সাজে না এ কথা"
কহিলা নলিনী তারে সজল নয়নে,
"মৃত্যুর শয্যায় তুই শায়িত এখন,
তোরে ফে'লে বল্ আমি যাইব কেমনে
তার সেই বিবাহের আমোদ প্রমোদে?
আমি ত বিবেক শূন্য পশু নহি হেম
তার মত, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব?
আমি যে আজ তোর কাছে জেগে সারা নিশি
শুশ্রূষা করেছি হেম, ফে'লে আজ তোরে
পারি কি যাইতে সেথা? বিশেষতঃ মোর
হৃদয়ে অশান্তি বড়, ফাটিয়া যে'তেছে
হৃদি মোর অতীতের কথা গুলি স্মরি।
যে সুখের চিত্র আমি এঁকেছিনু হৃদে,
সমুদ্রের জলে তাহা গিয়াছে ডুবিয়া।
যে আশার ফুল তু'লে গেঁথেছিনু মালা

নিরাশা-অনলে তাহা গিয়াছে জ্বলিয়া।
তার পর হেম আমি ভে'বেছিনু মনে
তুই ভগ্নী, আমি ভাই, ভগ্নী ভাবে তোরে
আজীবন ভাল বে'সে সুখী হ'ব মনে।
সংসারে কাহারো সনে হ'বনা-আবদ্ধ
বিবাহ বন্ধনে, তাই হ'য়েছে সন্ন্যাসী
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আমি করিয়া ধারণ।
বড় দুঃখ হৃদে মোর, সেই পাষণ্ডের
এ নির্ম্মম ব্যবহারে, তুই ও হেমলতা
অকালে আমারে আজি চলিলি ছাড়িয়া,
বল্ তবে তুই মোরে, তার এ বিবাহে
কেমন করিয়া আমি যোগ দিতে পারি?
বিষাদে সজল নেত্রে নলিনীর পানে
চাহিয়া কহিলা হেম, "জীবনে কখন
কোন অনুরোধ দাদা করিনি তোমারে,
আজি আমি শুয়ে এই অন্তিম শয্যায়
করিতেছি তব কাছে শেষ অনুরোধ,
রক্ষা কি করিবে দাদা? আমার নিকটে
কর তবে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা তা করিবে? —
—তবেই বলিতে পারি, ভয় হয় দাদা
যদি নাহি কর রক্ষা।" কহিলা নলিনী
"এত কথা কেন বোন্? ভূমিকা ছাড়িয়া
আসল কথাটা বল্, প্রাণ যদি যায়
তবু ও করিব রক্ষা অনুরোধ তোর।
ভ্রাতার নিকটে কেন বোনের এ ভয়?"

হেমের হস্তটী ধরি কহিলা নলিনী
"প্রাণের অধিক হেম ভালবাসি তোরে,
বলে ফেল্ কি যে তোর শেষ অনুরোধ,
প্রাণ দিয়া রক্ষা তাহা করিব নিশ্চয়।"
সজল নয়নে হেম কহিলা আবার
"এক দিন দাদা আমি হিমাংশুর কাছে
করেছিনু এ প্রতিজ্ঞা, বিলাত হইতে
আসিলে সে, দৈব বশে যদি তার সনে
আমার বিচ্ছেদ ঘটে, অথবা আবার
যদি সে আবদ্ধ হয় বিবাহ বন্ধনে
অন্য কোনো নারী সনে,—প্রতিজ্ঞা আমার
আমি আর এ জীবন রাখিব না তবে
কেন না বিলাতে যে'য়ে অনেক বাঙ্গালী
য়ুরোপীয় মিস্ নিয়ে দেশে ফিরে আসে;
সে রূপ হইলে আমি মরিব নিশ্চয়।
আমার মৃত্যুর পর শ্মশান হইতে
আমার **শ্মশান-ভস্ম**, অলঙ্কার তার
কেহ দ্বারা আমি তারে দিব পাঠাইয়া
তার সে বাসর ঘরে যে ভাবেই পারি
আমার সে প্রণয়ের **শেষ উপহার।**
জীবনের শেষ দাদা আজি যে আমার,
তাই অনুরোধ মোর,—এই ত সময়।
যে প্রতিজ্ঞা ক'রিছিনু, পূর্ণ ক'র তাহা,
তোমার নিকটে এই শেষ ভিক্ষা মোর,
তুমি ভিন্ন এ জগতে নাহি কেহ আর,

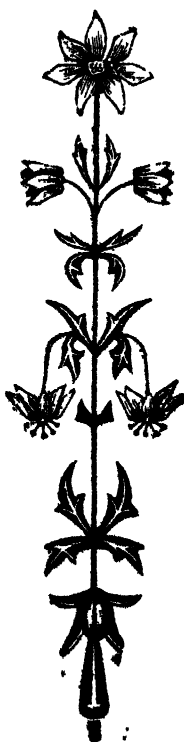
পূর্ণ করিতে সেই প্রতিজ্ঞা আমার?
আমার শ্মশান হতে **ভস্ম** কণাটুকু
উঠাইয়া, সেই সঙ্গে **আংটি-হার-বালা**
একখানা পাত্রে তুমি করিয়া সজ্জিত
তার সে বাসর ঘরে অতি সযতনে
দিও তারে আমার এ **শেষ উপহার**।
এই সব অলঙ্কার ভালবে'সে মোরে
দিয়াছিল সে যে দাদা **প্রেম উপহার**।
সেই ভালবাসা নিয়ে চলিয়াছি আমি
জীবনের পর পারে, সে আর এখন
ভাল ত বাসেনা মোরে, কাজেই এ সব
রাখিতে আমার এবে নাহি অধিকার।
সে যেন এ আংটি হার দেয় পরাইয়া
নব পরিণীতা সেই প্রেয়সীরে তার।
দয়া ক'রে এ কথাটি ব'ল তারে দাদা,
জীবনে তাহারে কিছু পারি নেই দিতে,
দরিদ্রের মেয়ে আমি, বড় অভাগিনী,
আমার এ **হৃদি** ভিন্ন ছিল না কিছুই
সম্পত্তি আমার দাদা এ ভব সংসারে
সেই **হৃদি** দিয়ে তারে বেসেছিনু ভাল,
সে ও বেসেছিল ভাল সেই **হৃদি** নিয়ে,
সেই "**হৃদয়ের ভস্ম**" ব'লে দিও তারে
আমার প্রেমের এই **শেষ উপহার**।"
হেমলতা ধীরে ধীরে আংটী হার বালা
তখনি খুলিয়া দিলা নালনীর হাতে

ক্ষুণ্ণ প্রাণে, নলিনীর নয়ন যুগল
অশ্রুতে ভরিয়া গেল গভীর বিষাদে।
ক্ষণকাল পরে তথা কুঞ্জ নলিনী
মাতৃদেবী সহ তার আসিলা সেখানে,
পশ্চাতে আসিলা তার বিজন বাসিনী।
নলিনী সে গুলি তারে দেখা'য়ে তখন
কহিলা হেমের কথা, হেম ও তখন
কহিলা মায়েরে "মাগো কি করিব আমি
অলঙ্কার দিয়া তার? সে যবে আমারে
ত্যজিয়া ক'রেছে আজ অন্যেরে বিবাহ,
কেন আমি এ সকল রাখিব তাহার?
সে এবে পরের স্বামী, তার অলঙ্কার
পরিতে এখন মোর নাহি অধিকার?
তারে না পাইলে, তার অলঙ্কার দিয়া
কি করিব মাগো আমি? ক্ষমা কর মোরে
এ সকল রাখা চে'য়ে মৃত্যু মোর ভাল।"
কথা বলিবার কালে মুখখানি তাহার
বিকৃত হইয়া গেল, নয়ন যুগলে
দুই বিন্দু অশ্রু তার পড়িল গড়িয়ে।
বিজন বাসিনী হে'রে কহিলা চীৎকারি
"নলিনী—নলিনী, বাবা মুখখানি উহার
কথা বলিবার কালে কেন বেঁকে গেল,
দেখ্ ত বাছা কি তবে গেল মোরে ছে'ড়ে?"
নলিনী বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া তখনি
দেখিল পরীক্ষা করি,—উঠিলা চীৎকারি

হায় মা গো! হার্ট ফেল্ হ'য়েছে উহার।
হেম ত মা আমাদেরে গেল আজ ছে'ড়ে?"
কাঁদিয়া জননী তার পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
ভূতলে, উঠিলা কেঁদে হাহাকার করি
কুঞ্জ-নলিনী আর জননী তাহার।
নলিনী ও শোকাবেগে উন্মাদের মত
কাঁদিতে লাগিলা, শুনে আসিলা ছুটিয়া
ব্রজেন্দ্র কিশোর তথা পাগলের মত।
দাসীও আসিয়া সেথা জল এ'নে দ্রুত
বিজনের চোখে মুখে দিলা ছিটাইয়া।
কিছুক্ষণ পরে সে যে মেলিলা নয়ন,
হেরিয়া কন্যার দশা পাগলিনী প্রায়
অভাগিনী মাথা কুটে লাগিলা কাঁদিতে।
নিরখিয়া হেমের এ প্রাণ হীন দেহ
সকলেই উচ্চৈস্বরে লাগিলা কাঁদিতে:
হাহাকারে পূর্ণ হল ব্রজেন্দ্রের গৃহ,
বিষাদে ছাইয়া গেল প্রভাত-গগন!

আর কি? —ফুরাল সব এ জন্মের মত!
নলিনী হেমের পানে সতৃষ্ণ নয়নে
চাহিলা,—দেখিলা যেন শয্যার উপরে
সুশুভ্র ফুলের গুচ্ছ র'য়েছে পড়িয়া
নীরব নিস্পন্দ ভাবে; নলিনী তখন
শোকে তাপে, হ'য়ে ঘোর উন্মাদের মত
হেমের মায়েরে ডাকি কহিলা কাঁদিয়া

"কি আর দেখিবে মাগো ?—শেষ হ'য়ে গেছে !
ঐ দেখ **হেম** নেই, বিছানে তাহার
সুশুভ্র ফুলের গুচ্ছ র'য়েছে পড়িয়া !!"
তার পর "হায় **হেম**" বলি উচ্চৈস্বরে
নলিনী মনের দুঃখে গেলা বাহিরিয়া।



ত্রিংশ সর্গ।

[কলিকাতা—মানিকতলা ষ্ট্রীট; ব্যারিষ্টার অবনী
কান্ত মুখুর্য্যের বাড়ী; হিমাংশুরঞ্জনের
বাসর ঘর]

"শ্মশান-ভস্ম"

সুসজ্জিত বাড়ী; মরি ফুলে ও পল্লবে
সুশোভিত প্রতি কক্ষ, আলোকের হারে
চারিদিক্ আলোকিত, শত শত ছবি
কক্ষে কক্ষে শোভিতেছে নয়ন রঞ্জন।
দেয়ালে দেয়ালগীর, ঝাড় ও লণ্ঠন
ঊর্দ্ধ দেশে, স্থানে স্থানে কুসুমের গুচ্ছ
নানা বর্ণ, বিশোভিত শ্যামল পল্লবে।
প্রতি দ্বারে কি সুন্দর মক্‌মল্ নির্ম্মিত
যবনিকা, নিরখিলে জুড়ায় নয়ন।

বিবিধ কুসুমে পত্রে আলোকের হারে
সজ্জিত বাসর ঘর, পর্য্যঙ্কের পরে
হিমাংশু-অমিয়; পার্শ্বে একটী আসনে
নলিনী, মু-খানি তার বিষণ্ণ মলিন।
হিমাংশু রঞ্জন তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"কোন্ অপরাধে তুমি দেও নাই যোগ
আমার এ বিবাহের আনন্দ-উৎসবে?

এজন্য দুঃখিত আমি।" উত্তরিলা তারে
নলিনী "দুঃখিত তুমি হতে পার ভাই,
আমারো কৈফিয়ত্ আছে, ভে'বে দেখ তুমি
ন্যায় কি অন্যায় ভাবে হ'য়েছ দুঃখিত।
কৃতঘ্নতা মহাপাপ সব শাস্ত্রে বলে,
তুমি ও তা' জান ভাই, হেমলতা সনে
ক'রেছ যে ব্যবহার, ধর্ম্ম সাক্ষী করি
কও ত সে সব তুমি করেছ কি ঠিক্
ধর্ম্ম মত? সেই কষ্টে আসিতে পারি নি
তোমার এ বিবাহের আনন্দ-উৎসবে।
তোমার আনন্দ, কিন্তু আমার তা' নহে;
আজ যে এ'সেছি, তা ও অনিচ্ছায় ভাই
প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, বলিতেছি সব
ক্রমে ক্রমে, শোন তবে যে কষ্ট আমার,
হৃদয় ছিঁড়িয়া যদি দেখাবার হ'ত
তা' হ'লে বুঝিতে তুমি হৃদয়ে আমার
যে যাতনা, শান্তি নেই একটুকু মনে।
হেমের লাগিয়া আমি সমস্ত ত্যজিয়া
ধন রত্ন জমিদারী,—হ'য়েছি সন্ন্যাসী।
শৈশব হইতে আমি প্রাণের অধিক
বাসিতাম ভাল তারে, একত্রে আহার;
একত্র তটিনী-তীরে করিতাম খেলা
ব'সে ব'সে, কত তরী গণিতাম মোরা;
একত্র তটিনী-তীরে বালুরাশি দিয়া
কত ঘর গড়িতাম, ভাঙ্গিতাম পুনঃ;

কত বৃক্ষে চ'ড়ে ফল দিতাম
তারে আমি; তার পর কলিকাতা এ'সে
একই গলিতে মোরা লইলাম বাসা;
মানুষ যা' গড়ে, তাই বিধাতা তা' ভাঙে,
মানুষ যা' ভাবে মনে, বিধাতা তাহার
বিপরীত ক'রে থা'কে, সদাই তা' দেখি।
ভাবিতাম এক বৃন্তে দুটি ফুল মোরা,
না দেখিলে তারে আমি দিবসে আবার
দেখিতাম, কি বলিব যে কষ্ট হইত
হৃদয়ে আমার; সদা ভাবিতাম মনে
সে ও মোরে ভালবাসে, পূজিতাম তারে
সমস্ত অন্তর দিয়া প্রাণের মন্দিরে
স্থাপিয়া প্রতিমা তার, প্রেমের কুসুমে।
কত যে সুখের স্বপ্ন দেখিতাম আমি,
কত যে প্রেমের স্বর্গ গড়িতাম নিত্য
কল্পনার বলে আমি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে
হইল সে বড়, আমি বুঝিনু তখন
ভাব দে'খে, সে আমারে নাহি বাসে ভাল,
সে বাসে তোমারে ভাল, তুমি ও তাহারে
প্রাণের অধিক ভাল বে'সেছিলে ভাই,
তার জন্য প্রাণ তুমি দিতে ও প্রস্তুত
ছিলে ভাই, এত ভাল বে'সেছিলে তারে।
তারে নিয়ে যে'তে তুমি ইডেন গার্ডেন,
বিকালে গড়ের মাঠে, রাত্রে বায়োস্কোপে।
তাহারি প্রণয়ে তুমি হ'য়ে আত্মহারা

কত অনুরোধ তুমি ক'রেছিলে মোরে
হেমের মাতাকে ব'লে করিতে সম্পন্ন
তোমাদের এ বিবাহ, বলিব কি ভাই,
সে কথা শুনিয়া মোর হৃদয়ের মাঝে
হ'য়েছিল যে যন্ত্রণা, বলি নি তোমারে
বন্ধু ব'লে, আপনাকে বলি দিয়া আমি
করেছিনু তোমার সে বিবাহ-প্রস্তাব।
বিবাহের আগে তুমি ভাল বে'সে তারে
দিয়েছিলে এক দিন প্রেম-উপহার
সুবর্ণের বালা হার আংটি হীরকের
তার পর তোমার সে মাতৃদেবী যে'য়ে
করেছিল আশীর্ব্বাদ, কথা ছিল তুমি
বিলাত হইতে যবে হবে প্রত্যাগত,
সে সময় এ বিবাহ হইবে সম্পন্ন;
পিতৃ অনুরোধে তার, বিশেষতঃ তব
হেমের সহিত খুব ভালবাসা ব'লে
শুনেছি গোপনে তুমি করেছিলে তারে
বিবাহ, বিলাত যাত্রা করিবার আগে।
সে কি তব ধর্ম্ম পত্নী?—এ ত মিথ্যা নহে!
বিলাত যাওয়ার কালে তারে সঙ্গে নিয়ে
গিয়াছিলে তুমি ভাই, হাওড়া ষ্টেশনে।
কত বর্ষ থে'কে সেই সুদূর বিলাতে
আনন্দে ফিরিয়া যবে দেশে আপনার,
মনের আবেগে সেই দুঃখিনী তখন
কত আশা—কত সাধ নিয়ে তার বুকে

গিয়াছিল পুনঃ সেই হাওড়া ষ্টেশনে
আনিতে তোমারে, কিন্তু হায় সে সময়
একটিও কথা তুমি না বলিয়া তারে
গেলে চলে পাশ কে'টে, পরেও ত তুমি
গেলে না তাদের বাড়ী, মুহূর্তের তরে
করিলে না দেখা সেই অভাগিনী সনে।
একটী কথাও তারে সুধালে না বে'চে
বিলাত হইতে এ'সে এত দিন পরে।
সেই দুঃখে প্রাণে তার আঘাত পাইয়া
গুমরিয়া গেল, ছে'ড়ে দিয়া স্নানাহার
নীরবে বসিয়া সে যে লাগিল কাঁদিতে
দিবা নিশি ভগ্ন প্রাণে ক'রে হা হুতাশ;
কি ক'ব সে সব কথা?—প্রাণ ফেটে যায়
স্মরিলে অবস্থা তার, মানুষ ত ছার,
পাষাণ বিদীর্ণ হয় সে সব দেখিলে।
সত্য কথা বলিতে কি, কত বুঝাইনু,
জনক জননী তার কত বুঝাইল
বৃথা সব, কারু কথা শুনিল না তায়,
তব প্রত্যাখ্যানে সেই স্বর্ণ প্রতিমা
শরীর ছাড়িয়া দিল, পড়িল এলা'য়ে
ভগ্ন হ'ল স্বাস্থ্য তার, সে দেশের বায়ু
বিষাক্ত বলিয়া বোধ হল তার কাছে।
ক্রমে দেখা দিল জ্বর, জনক তাহার
সে বাসা ছাড়িয়া তাই হাওয়া গেলা চলি।
কত যে ডাক্তার এ'সে করিল চিকিৎসা,

বৃথা সব ; সে তখন বলেছিল মোরে
কেঁদে কেঁদে, তোমাদের প্রণয় সম্বন্ধে
অতীতের বহু কথা, ভাল বে'সে তারে
দিয়েছিল যে সকল প্রেম-উপহার,
প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে আজি তোমার নিকটে
কোন মুখে সে সমস্ত রাখিবে সে আর?
তুমি যবে অন্য মে'য়ে করেছ বিবাহ,
সে সব রাখিতে তার নাহি অধিকার।
তাই সে তখন মোরে দিয়াছিল কেঁদে
স্বর্ণের বালা হার দিতে ফিরাইয়া
তব কাছে, বলেছিল বহু দিব্য দিয়া
আমারে সে পুনঃ পুনঃ "মৃত্যু পরে মোর,
আমার **শ্মশান-ভস্ম** নিয়ে কতটুকু
দাদা তুমি আমার এ শেষ **উপহার**
দিয়া তারে, ব'ল সেই নিষ্ঠুর পাষাণে
এ জীবনে হেমলতা পারে নি তোমারে
কিছু দিতে, কেন না সে দরিদ্রের মে'য়ে,
আজন্ম দুঃখিনী, তুমি ধনাঢ্যের ছে'লে
মহাধনী, এ জগতে অভাব তোমার
নাহি কিছু, তাই তার যে হৃদয় নিয়ে
ভাল বে'সেছিলে এত, সেই হৃদি আজি
ভস্মীভূত, তোমার এ ক্রূর আচরণে।
সে হৃদের শেষ—এই "**শ্মশানের ভস্ম**—"
—অতীত প্রেমের সেই স্মৃতি চিহ্ন ব'লে
দিয়াছে তোমারে এই শেষ **উপহার**.

তোমার সুখের এই বিবাহ বাসরে।”
তাই আনিয়াছি আজি রক্ষিতে তাহার
অনুরোধ, চিতা-বহ্নি এখনো তাহার
নিভে নি, এখনো উষ্ণ, এক নেও ভাই
তার সে “শ্মশান-ভস্ম” আরো নেও এই
তোমার প্রদত্ত সেই প্রেম উপহার,—
—স্বর্ণ ও হীরকের আংটি হার বালা
দিয়াছিলে তুমি যাহা ভাল বে'সে তারে;
সে গুলি ও তোমারে সে দিয়াছে ফিরা'য়ে
ক'রে এই অনুরোধ, পরাইতে ভাই
নবপরিণীতা এই ভার্য্যারে তোমার।
এ গুলি রাখিতে আর ছিল না তাহার
অধিকার, যবে তুমি ত্যজিয়া তাহারে
ভাল বেসেছিলে ভাই অন্য বালিকারে।”
মুহূর্ত্তে নলিনী দিলা করিয়া বাহির
সে সমস্ত, নিরখিয়া হিমাংশু তখন
এক দৃষ্টে, জ্ঞান লোপ হইল তাহার,
দেখিলা ঘরের কোণে ছায়ার মতন
হেমের বিষাদ মাখা মূর্ত্তি প্রেমময়ী
এক দৃষ্টে তার পানে রয়েছে চাহিয়া।
হিমাংশু ও রহিল সে মূর্ত্তি পানে চাহি,
মস্তক ঘুরিল তার, বিহ্বলের প্রায়,
“আয় হেম” ব'লে সে যে ধরিতে তাহারে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল,—পড়িল ঢলিয়া
অচেতন হ'য়ে সেই মৃত্তিকার পরে।

একবিংশ সর্গ।

[হাওড়া-গঙ্গা-তীর ; কুঞ্জ নলিনীর বাগান বাটি
নিকটস্থ শ্মশান ভূমি]

হেমলতার সমাধি স্তম্ভ

গম্ভীরা যামিনী ; চন্দ্র হাসিছে অম্বরে
বিতরি কৌমুদী-সুধা, সে হাসি মধুর
প'ড়েছে ছড়া'য়ে মরি কি সুন্দর ভাবে
চারিদিকে জলে স্থলে ধরিত্রী দেবীরে
সাজাইয়া মনোহর সুশুভ্র বসনে।
সুদৃশ্য গঙ্গার তীরে হেমের সমাধি
অত্যুচ্চ মন্দির প্রায় ; অসংখ্য বিটপী
চারিদিকে, দীর্ঘ বাহু করি আলিঙ্গন
পরস্পর, কি সুন্দর শোভিছে সে স্থানে।
নিম্নে তার অন্ধকার, মাঝে মাঝে সেথা
পশিয়া কৌমুদী খণ্ড শাখার বিচ্ছেদে
শোভিছে কি অনুপম, কৃষ্ণ মকমলে
সুবর্ণের কায্য প্রায় নয়ন রঞ্জন।
জনহীন স্থান : নাহি লোক সমাগম
এ গভীর নিশা কালে এ নিভৃত স্থানে।
প্রকৃতির অতি স্নিগ্ধ নিশ্বাসের মত
শুধু নৈশ সমীরণ "হুহু-হুহু" ক'রে
যেতেছে বহিয়া ধীরে। সারমেয়-রব

দূরে—অতি দূরে শৃগাল ধ্বনির সনে
উঠিছে ভাসিয়া; নীচে "তর্ তর্" করি
যেতেছে বহিয়া গঙ্গা বরষি অমৃত
নিস্তব্ধ প্রকৃতি-প্রাণে, কৌমুদী-রঞ্জিত
গঙ্গা-জল,— ঝলিতেছে ঝল মল করি
কি সুন্দর,—যেন চারু তরল কাঞ্চন।
এমনি সময়ে—এই গভীর নিশীথে
দেহের শ্মশান ভস্ম মাখিয়া হৃদয়ে
আসিলা সন্ন্যাসী এক উন্মাদের মত
এ শ্মশানে, কতগুলি পুষ্প হাতে নিয়া;
কেঁদে কেঁদে সে সন্ন্যাসী সেই পুষ্প দিয়া
সাজাইলা সে সমাধি, হৃদয় তাহার
শতধা বিচূর্ণ হ'য়ে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
সন্ন্যাসী আকুল প্রাণে রহিলা পড়িয়া
কিছুক্ষণ, হায় সেই সমাধির পরে;
যুগল নয়নে তার ঝরিতে লাগিল
অশ্রু-ধারা, একে একে অতীতের স্মৃতি
জাগিল হৃদয়ে তার, উন্মাদের প্রায়
অভাগ্য বিষণ্ণ প্রাণে গাইতে লাগিল,
বিহ্বল করিয়া সেই নৈশ প্রকৃতিরে!

কত ঘুম ঘুমাইবে,
প্রেয়সি আমার! *

রাগিনী ভৈরবী

উঠ—জাগো, আঁখি মেল,
চাও একবার!

বড় ব্যথা নিয়া প্রাণে,
আসিয়াছি এ শ্মশানে,
হতভাগা—প্রেমাধীন,
আমি যে তোমার!
উঠ—জাগো, প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার!

সারাটী জীবন ভ'রে,
যাতনা দিয়েছি তোরে,
সে কথা ভাবিয়া প্রাণ,
করে হাহাকার!

পাষাণ হতেও হায়,
কঠিন পাষাণ প্রায়,
ক'রেছি তোমার পরে
কত অত্যাচার!
উঠ—জাগো, প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার!

আমার সে অত্যাচারে
কত যে কেঁদেছ হা রে
দেখি নেই—বুঝি নেই
সে দুঃখ তোমার!

সেই কথা মনে করি,
কেঁদেছি জীবন ভরি,
ধর প্রিয়ে বুক ফাটা,
সেই অশ্রু ধার।
উঠ—জাগো, প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার।

বুঝি এই কান্না প্রিয়ে,
কানের ভিতর দিয়ে,
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে,
পশে না তোমার।

হৃদয়ের রক্ত দিয়ে,
এ পুষ্প রঞ্জিয়া প্রিয়ে,
এনেছি তোমারি তরে
প্রেম উপহার!
উঠ—জাগো, প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার।

পাষাণ হতে কি প্রিয়ে
কঠিন তোমার হিয়ে,
কেমনে সহিয়া আছ
পাষাণের ভার।
উঠ—জাগো, কথা কও,
অশ্রু উপহার লও,

কত কাঁদাইবে মোরে,
সহে না ত আর!
উঠ—জাগো, প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার!

রাশি রাশি ফুল নিয়ে,
আমি যে এ'সেছি প্রিয়ে,
সাজাইতে আজি এই
সমাধি তোমার!
উঠ—জাগো. প্রাণময়ি,
প্রেয়সি আমার!

সঙ্গীত করিয়া শেষ, অভাগা সন্ন্যাসী
দারুণ ব্যথার চা'পে "হায় হেমলতা"
বলিয়া সুউচ্চৈস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া
শোকাবেগে, কেঁদে কেঁদে কহিলা সে পুনঃ
ক্ষমা কর্ হেমলতা, আমি তোর সেই
হতভাগা স্বামী, যারে তুই বেসেছিলি
ভাল প্রাণ মন, যার অত্যাচারে এই
নির্জ্জন সমাধি-কক্ষে রয়েছিস্ শুয়ে;
আমি সেই হতভাগা হিমাংশু রঞ্জন।
না বু'ঝে দিয়েছি কষ্ট, প্রায়শ্চিত্ত তার
করিতে এ'সেছি আজি, সারাটী জগৎ
খুঁজিয়াছি তোরে হেম, পাইনি কোথাও!
বনকুসুমের গন্ধে পাইতেছি তোর

নিশ্বাসের গন্ধ আমি, গোলাবের গন্ধে
অধরের গন্ধ তোর, অই বেল ফুলে
তোর সে দেহের গন্ধ আসিছে ভাসিয়া।
ব'লে দে কোথায় তুই আছিস্ এখন?
কোথা গেলে পা'ব তোরে? আমি যে পাগল
তোর লাগি," হেনকালে শুনিলা তখন
সমাধি হইতে যেন এ সঙ্গীত ধ্বনি
মর্ম্মভেদী—সকরুণ উঠিল ভাসিয়া
বিমুগ্ধ করিয়া নৈশ কানন-প্রকৃতি

এত দিন পরে হায়
মনে কি প'ড়েছে প্রিয়ে! *
ছিলে তুমি ভুলে যারে
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে। †

অতীতের কত স্মৃতি
লয়ে সে যে নিত নিতি
গেঁথেছিল কত মালা
আশার-কুসুম দিয়ে।

---

* ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কবিতার মাধুর্য্য ও পদের মিলের জন্য "প্রিয়" স্থলে "প্রিয়ে ব্যবহার করিলাম। এ সব ত্রুটী কবিদের মাফ; এগুলি "কবি প্রসিদ্ধি" "কবি প্রয়োগ" বলিয়া ব্যাকরণে নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে।

---

† রাগিনী বেহাগ

তোমারি ত প্রত্যাখ্যানে,
কত দুঃখ স'য়ে প্রাণে
আজি এ শ্মশান মাঝে
আছে সে যে ঘুমাইয়ে!

বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে,
দিয়েছ যাতনা তারে,
সাজা'তে সমাধি তাই,
এসেছ কি ফুল নিয়ে?

যাও ফিরে—যাও সখা,
এ জন্মে হবেনা দেখা,
আবার আসিবে সে যে
ধরাতে জনম নিয়ে।

শুনি এ সঙ্গীত-ধ্বনি উন্মত্তের মত
হিমাংশু কহিলা কেঁদে সকরুণ স্বরে
"হায় হেম,—কোথা তুই? আয় একবার
এ হৃদয়ে, তোরে আমি না পেয়ে এখন
হয়েছি পাগল প্রায়, মেখেছি হৃদয়ে
ভস্ম তোর, আয় হেম বক্ষে নিয়ে তোরে
জুড়াই জীবন মোর; শুনিয়াছি আমি
মৃত ব্যক্তি দেয় দেখা প্রেম-আকর্ষণে
প্রেত হ'য়ে, আসে সে যে আবার জগতে
দেখিতে তাহার সেই প্রেমাধীন জনে।

এসেছিস্ যদি তুই, আয় প্রিয়তমে,
আয় হেম, তোর লাগি রেখেছি পাতিয়া
এ হৃদয়।" বলি যুবা উন্মাদের মত
গেলা ছুটি দ্রুত বেগে সমাধি-পশ্চাতে!
দেখিলা হেমের মত একটী বালিকা
লুকাইলা দ্রুত বেগে বিটপী আঁধারে।
"হেম-হেম" বলি যুবা ছুটিল পশ্চাতে
বালিকার, কিন্তু সেই বিটপী আঘাতে
মুহূর্ত্তে পড়িয়া গেলা ভূতল উপরে।
বিদ্যুৎ গতিতে সেই বালিকা তখন
আসিয়া হিমাংশু পাশে লাগিলা কহিতে
"উঠ ভাই, আমি তব হেমলতা নহি,
দেখ চে'য়ে, আমি সেই কুঞ্জ-নন্দিনী
তোমার হেমের ভগ্নী" কিন্তু সে যুবক
উঠিল না:—কহিল না একটী ও কথা,
তাই তাড়া তাড়ি কুঞ্জ নিকটে যাইয়া
দেখিলা পরীক্ষা করি, জীবন-প্রদীপ
নিবিয়া গিয়েছে তার, হেমের সন্ধানে
আত্মা তার গেছে চলি যেথা হেমলতা
আছে দেবী বেশে সেই অনন্ত গগনে।

"আঃ" ব'লে সে কুঞ্জ তারে ধরিয়া তখনি
উঠিলা কাঁদিয়া, শোকে কহিতে লাগিলা
"তুমিও হিমাংশু ভাই ছাড়িয়া মোদেরে
গেলা চ'লে তোমার সে হেমের সন্ধানে?

উঠ ভাই, একবার কথা কও তুমি,
তোমারে দেখিলে হায় পড়ে মোর মনে
আমার ভগ্নীর কথা,—উঠ ভাই তুমি।"
হেনকালে ঊর্দ্ধদিকে নিরখিলা কুঞ্জ
হেমের সে সমাধির শীর্ষদেশে মরি
স্বর্ণ-আসনে এক র'য়েছে বসিয়া
হেমলতা দেবী বেশে, দেহ খানি তার
সজ্জিত কি মনোহর ফুটন্ত কুসুমে—
—ফুটন্ত গোলাব গুচ্ছে, পার্শ্বদেশে তার
হিমাংশু র'য়েছে ব'সে সস্মিত বদনে।
আত্মহারা হৃদে কুঞ্জ ধরিতে তাদেরে
হস্ত বাড়াইলা, কিন্তু পড়িলা মূর্চ্ছিয়া!



দ্বাবিংশ সর্গ।

[হাওড়া—গঙ্গা-তীর ; কুঞ্জ নলিনীর বাগান
বাটীর নিকটস্থ শ্মশান-ভূমি]

হিমাংশু ও হেমলতার সমাধি-মন্দির

গভীর নির্জ্জন স্থান ; ভীষণ শ্মশান,
নাহি হেথা লোকজন, নাহি কোলাহল,
মুহূর্ত্ত আসিলে হেথা কেঁ'পে উঠে প্রাণ !
হেমলতা-হিমাংশুর শ্মশান উপরে
সমাধি-মন্দির দুটী ঘোষিছে সতত
হেমের অতীত স্মৃতি নীরবে নীরবে ;
কে বোঝে তা ?—বুঝিবার সাধ্য আছে কার
মানবের ভাগ্য-লিপি,—পরিণাম তার ?

কে জানি এ সুগভীর নিশীথ সময়ে
গঙ্গার সৈকত দিয়া ঘোর অন্ধকারে
আসিতেছে গে'য়ে গে'য়ে এ সুধা সঙ্গীত !

চরণে দলিয়া দেও গো আমার
বেদনা ভরা হৃদয় খানি ! *
ধূলো হ'য়ে রইব মিশে
ও চরণে ধন্য মানি !

---

* রাগিণী বেহাগ

কত স্মৃতি-সৌধ গড়িয়া যতনে,
রে'খেছি আমার এ হৃদি-কাননে,
বাজিছে আরতি তাহে নিতি নিতি
তোমারি কণ্ঠের সুধা বাণী!

স্বপ্নময়ী কুহেলী-আঁধারে,
তুমি আছ কোন্ বৈতরণী পারে,
কত জনমের—কত মরণের
তুমি যে আমার প্রেমের রাণী!

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে—ঘোর অন্ধকারে
সন্ন্যাসীর বেশে এ'সে **নলিনী মোহন**
বলিয়া উঠিলা ঘোর উন্মত্তের মত
"**এইত সমাধি তার**!—খুঁজিতেছি যারে
তীর্থে তীর্থে, পথে ঘাটে গৃহে ও কাননে,
যার জন্য এ সংসার এসেছি ছাড়িয়া,
যার জন্য বলি দিয়া আমার এ প্রাণ,
আত্মীয় স্বজন ছে'ড়ে হয়েছি সন্ন্যাসী।
যার সেই হাস্যময়ী,—প্রেমময়ী মূর্ত্তি
পূজিয়াছি হায়,—আমি বাসিয়াছি ভাল,
জানি না সে কি কারণে—কোন্ অপরাধে
আত্মীয় স্বজন ছে'ড়ে, ত্যজিয়া আমারে
এই সমাধিতে আজি আছে ঘুমাইয়া?
যাহার শ্মশান ভস্ম—অণু পরমাণু
এই সমাধির বুকে রয়েছে মিশিয়া!

শ্মশান-প্রেতের মত উচ্ছৃঙ্খল বায়ু
"শর্ শর্" শব্দ করি পাশ দিয়া মোর
কি জানি আমার কাণে যে'তেছে কহিয়া।
প্রিয় বন্ধু হিমাংশুর সন্তোষ সাধিতে
বলি দিয়া আপনাকে, দিয়াছিনু সঁপে
যার হস্তে আমার সে প্রেম-প্রতিমারে!
না জানি কি অভিশাপে কোন্ দেবতার,—
—আমার সে অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের কলি,
ভাবি অত্যাচারে, হায় অকালে ঝরিয়া
ধূলাতে মিশিয়া গেছে জনমের তরে।
তারে আমি পা'ব কোথা?—অদৃষ্টের দোষে
যদি ও সঙ্গিনী ব'লে পাই নেই তারে,
তথাপি,—তথাপি এই জীবন-সংগ্রামে
বোন্ ব'লে পে'লে তারে, মানব-জনম
সফল হইত মোর—হইতাম ধন্য।"
তার পর ম্লান মুখে নলিনী মোহন
"হা হেম"—"হা হেম" ব'লে গভীর বিষাদে
কোথায় চলিয়া গেল উন্মাদের মত
ছাড়ি সে শ্মশান-ক্ষেত্র; হেন কালে দূরে,—
—অতিদূরে, সে আঁধার ভাগীরথী বক্ষে
একটী নৌকার পরে কেজানি গাইল
সুধাস্বরে, আত্মহারা প্রকৃতির প্রাণে
গম্ভীর বিষাদ-রেখা করিয়া অঙ্কিত

শ্মশান-ভস্ম কাব্য।

সে ত আর আসিবে না
গিয়েছে চ'লে। *
"এখন ফিরাবে তারে
কি কথা ব'লে।"

আবার সে সুধাস্বর ভাসিল গগনে,

সে যখন এ'সেছিল,
কত কথা ব'লেছিল,
কত সে'ধেছিল তোমা
নয়ন জলে!
"এখন ফিরাবে তারে
কি কথা ব'লে!"

বল নি তখন কথা,
দিয়েছ কেবলি ব্যথা,
কাঁদিতে কাঁদিতে সে যে
গিয়েছে চ'লে!
"এখন ফিরাবে তারে
কি কথা ব'লে!"

মুহূর্ত্তেক পরে স্বর ভাসিল আবার

রাগিনী পরজ

সদা মানে মানে থাকি,
দেখ নেই তু'লে আঁখি
কত কেঁদেছিল সে যে
চরণ তলে।
"এখন ফিরাবে তারে
কি কথা ব'লে;"



সমাপ্ত

